The Most Circulated Bengali Newspaper in North America

শুক্রবারের পত্রিকা
উত্তর-আমেরিকায় বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত

সাপ্তাহিক আজকাল

find us online
www.ajkalusa.com
/weeklyajkal

The Weekly Ajkal | Vol.18, Issue 935 | 14 August 2026 | শুক্রবার ৩০ শ্রাবণ ১৪৩৩

Trump secretly switch the plane due to security concern in Turkey
→ Page 18

NYPD recovered 3,000 guns last 6 months
→ Page 19

State orders removal of Queens judge over misconduct findings
→ Page 18

Syria sentences Assad to death in absentia
→ Page 19

কন্ট্রাক্ট মেরিজে গ্রিনকার্ড : অনেক বাংলাদেশি উদ্বিগ্ন

১১ চাইনিজ প্রতারক গ্রেফতার

আজকাল রিপোর্ট

কন্ট্রাক্ট মেরিজে গ্রিনকাডধারী ১১ জন গ্রেফতার। এমনকি বিয়ের নাটক কিংবা অর্থের চুক্তিতে গ্রিনকার্ড বা নাগরিকদের ফাইল তদন্ত করছে আইনপ্রয়োগকারি সংস্থা। অনিয়মম পেলেই গ্রেফতার। চলছে ডিপোর্টেশন প্রক্রিয়া। বিয়ে

(ছবি-সংগহিত, এসএসসি টাইমস)

প্রতারণায় গ্রিনকার্ডধারী ১১ চাইনিজ গ্রেফতার হবার পর বাংলাদেশি কমিউনিটিতেও আতংক ছড়িয়ে পড়েছে। এমন কাজের সাথে জড়িত অনেকেই গা ঢাকা দিয়েছেন। আগ থেকেই যোগাযোগ করা শুরু করেছেন ইমিগ্রেশন এটর্নিদের সাথে। অনেকের কন্ট্রাক্ট মেরিজে গ্রিনকার্ডের আবেদন এখনও কোর্টে পেন্ডিং রয়েছে। তারা এখন কোর্টে যেতে আগ্রহী নয়। সময় বাড়াচ্ছেন নানা শংকায়।
নিউইয়র্কে গ্রিনকার্ড পাইয়ে দেওয়ার নামে কথিত 'বিয়ে-বাণিজ্য' চক্রের তৎপরতায় সক্রিয় আইনপ্রয়োগকারি সংস্থাও। এরপর ২৪ পৃষ্ঠায়

সংবর্ধনা ও মিলাদে ডুবে আছে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি

বিশেষ প্রতিবেদন

যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির কমিটি নেই প্রায় ২০ বছর। বেগম খালেদা জিয়া ও সাইফুর রহমানের হাতে সর্বশেষ কমিটি হয়েছিল। যার নেতৃত্বে ছিলেন আব্দুল লতিফ সম্রাট ও জিল্লুর রহমান জিল্লু। সিনিয়র সহসভাপতি ও যুগ্ম সাধারন সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন গিয়াস আহমেদ ও মিল্টন ভূঁইয়া। আর কোষাধ্যক্ষ ছিলেন জসিম ভূইয়া। ৩ বছরের মাথায় সে কমিটিও ভেঙ্গে দেয়া হয়। গত ১৮টি বছর কমিটিবিহীন এই দলটি শেখ হাসিনার শাসনামলে আন্দোলন সংগ্রাম করেছে প্রবাসে। কিন্তু কমিটি না থাকায় সংগঠনটি বিভক্ত হয়েছে একাধিক উপধারায়। একাংশের নেতৃত্ব দিচ্ছেন সাবেক সাধারন সম্পাদক জিল্লুর রহমান জিল্লু। এরপর ৪৩ পৃষ্ঠায়

শিবিরের সেই নেতার কাছে কনস্যুলেটের দুঃখ প্রকাশ

আজকাল রিপোর্ট

জাতীয় সংসদের সরকার দলীয় এমপি মনজুরুল ইসলাম (দিনাজপুর-১) বললেন, পাটোয়ারির ওপর মার শুরু হয়েছে কেবল। এরপর ৩৬ পৃষ্ঠায়

ইতিহাসের ব্যয়বহুল নির্বাচন

সোসাইটির নির্বাচন ১৮ অক্টোবর

ভোটার সংখ্যা ৩৫,৩২১ ● কমিটির মেয়াদ হবে ৩ বছর

আজকাল রিপোর্ট

বাংলাদেশ সোসাইটি অব নিউইয়র্কের নির্বাচন আগামী ১৮ অক্টোবর রোববার অনুষ্ঠিত হবে। যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাসী বাংলাদেশিদের বৃহৎ ও মাদার সংগঠন এই সোসাইটি। নিউইয়র্কে প্রায় ৩ লক্ষাধিক বাংলাদেশি বাস করলেও প্রত্যেকের ২০ ডলারের বিনিময়ে এ সংগঠনের সদস্য সংখ্যা ৩৫ হাজার ৩ শত ২১। এই এরপর ২৬ পৃষ্ঠায়

বঙ্গভবনের পথে দুঃসময়ের কান্ডারী

মাসুদ করিম, *ঢাকা থেকে*

মির্জা ফখরুল ইসলাম বিএনপি'র অন্যতম ত্যাগি নেতা। দুঃসময়ের কান্ডারি। শেখ হাসিনার আমলে খালেদা জিয়া ছিলেন কারাবন্দি। তারেক রহমান নির্বাসিত। বাংলাদেশের মাটিতে বিএনপিকে দৃশ্যমান নেতৃত্ব দিয়েছেন মির্জা ফখরুল। জেল খেটেছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আপোষ করেননি। সেই সংগ্রামী নেতা মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বাংলাদেশের পরবর্তি রাষ্ট্রপতি হতে যাচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান সকল জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে মির্জা ফখরুলের হাতেই মনোনয়নপত্র তুলে দিলেন। বর্ষিয়ান এই নেতার রাষ্ট্রপতি হওয়া এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র। আগামী ২০ আগস্ট সংসদ সদস্যদের ভোট গ্রহণের পর ফখরুলকে আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করা হবে। এরপর ২৬ পৃষ্ঠায়

মন্তব্য প্রতিবেদন

কর্নেল অলির প্রার্থীতা ও কাজি মন্টুর কলাম

জামায়াতে ইসলামী ও এনসিপির নেতৃত্বাধীন ১১-দলীয় জোট আসন্ন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে কর্নেল (অব.) অলি আহমদকে জোটের প্রার্থী হিসেবে এরপর ২৬ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশের ওপর জাতিসংঘ প্রতিবেদন

আল কায়েদা 'নেটওয়ার্ক' নিয়ে হুঁশিয়ারি

হাসান মাহমুদ

United Nations

বাংলাদেশে বড় ধরনের নাশকতার আশঙ্কা করছেন সংশ্লিষ্ট মহল। এই আশঙ্কাকে ঘিরে গোপন এক বার্তায় পুলিশ হেড কোয়ার্টার থেকে সব জেলার এসপিদের সতর্ক করা হয়েছে। এদিকে জাতিসংঘ এক প্রতিবেদনে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছে, বাংলাদেশে সন্ত্রাসি গোষ্ঠি 'আল কায়েদা' তাদের নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের করছে। জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের 'অ্যানালিটিক্যাল সাপোর্ট অ্যান্ড স্যাংশনস মনিটরিং টিম' গত ১০ আগস্ট জাতিসংঘ প্রকাশিত ৩৮তম প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী 'আল-কায়েদা' বাংলাদেশে সক্রিয় সেল গঠনের মাধ্যমে তাদের 'নেটওয়ার্ক' সম্প্রসারণের চেষ্টা করছে বিধায় বাংলাদেশকে সতর্ক করা হয়েছে জাতিসংঘের পক্ষ থেকে। ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'আল-কায়েদা ইন দ্য ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্ট বা একিউআইএস' একটি বিভক্ত গোষ্ঠী থেকে এখন আঞ্চলিক সন্ত্রাসী সংগঠনে পরিণত হচ্ছে। তারা বড় ইউনিটের পরিবর্তে ছোট ও ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সেলে কাজ করার পাশাপাশি লজিস্টিক ও আর্থিক নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছে। এরপর ৩৫ পৃষ্ঠায়

এক্সিডেন্ট কেইসেস ও মেডিকেল ম্যালপ্র্যাক্টিস
বিনামুল্যে পরামর্শ
এটর্নি বাসায় ও হাসপাতালে নিয়ে যাবে
Call : +1(866) 664 6529
For appointments only

Computer Support/Job?
ডাটা রিকভারি, নেটওয়ার্কিং, AI সফটওয়্যার
ট্যাক্স কোর্স ও কম্পিউটারের চাকুরী
২৫ বছরের অভিজ্ঞ প্রফেশনালদের পরামর্শ ও সহায়তা নিন।
(929) 665 2500
Tired of Driving? Get office Job

এসাইলাম সেন্টার/স্টপ ডিপোর্টেশন
আমেরিকায় গ্রীনকার্ড / বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন
রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক বৈষম্যের প্রেক্ষিতে নিপীড়ন, নাগরিক অথবা মানবধিকার লঙ্ঘণের প্রেক্ষিতে একটি এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।
কেন আমাদের কাছে আসবেন
★ আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্তর যোগাযোগ করুন।
★ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসাবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দুরূহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপির সর্বাধিক কেইস আমরাই জয়লাভ করেছি।)
★ ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
★ আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
★ ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ডিভোর্স/ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
★ দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকা ATTORNEY-দের সাহায্য নিয়ে এই দেশে আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
কেন আমরা অন্যদের চেয়ে আলাদা
আমেরিকার ৫০টি স্টেটে সফলতার সাথে ইমিগ্রেশন মামলা পরিচালনা করি
লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি
আপনার আইনী সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়
৩৭-৪৮ ৭২ স্ট্রীট, ২য় তলা, জ্যাকসন হাইটস্, নিউইয়র্ক ১১৩৭২
ই-মেইল: legalnetwork.us@gmail.com
ফোন: 917-722-1405 or 718-524-9777
All of our services are provided bz third-party professionals
Visit us : www.legalnetworkusa.com

BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
১০টি কালার (কালার চিকেন) চিকেন কিনলে ২টি ফ্রি
(অথবা ৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি
এখানে বাংলাদেশের সব ধরণের মাছ পাওয়া যায় ৩টি হার্ড চিকেন $20.99
নিউইয়র্ক শরীয়াহ বোর্ড অনুমোদিত SBNY
37-15 55th St. Woodside NY-11377. Phone: 718.205.7200
We accept all major credit cards
ফ্রি ডেলিভারী

সরকারী অনুদানে বাসা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অত্যাধুনিক হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন লাগাতে চান?
GREE MECHANICAL YONKERS
সরকারী অনুদানে $8000-$10000 ডলার।
বিস্তারিত জানতে কল করুন
914-222-9477, 914-989-0089
Gree Mechanical Yonkers
1900 Central Park Ave, Yonkers NY 10710
তোফায়েল চৌধুরী

RAJIB AHMED
PRESIDENT & CEO
LICENSED REAL ESTATE EXPERT
MEGA insurance BROKERAGE
TLC UBER, LYFT, YELLOWCAB, BLACK CAR
ইন্স্যুরেন্সের জন্য নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
আমরা দিচ্ছি ফ্রি কোটেশন সুবিধা
TAXI-LIMOUSINE INSURANCE EXPERT
WE OFFER DMV/TLC SERVICES & CLAIMS
Uber lyft NYC TAXI
DIRECT: 718-730-5290 OFFICE: 212-721-0001
32-47 57TH ST, WOODSIDE, NY 11377

MORTGAGE MORTGAGE MORTGAGE
PURCHASE OR REFINANCE
Call Nasir Today
TO SEE IF YOU CAN GET PRE APPROVED
917-400-5728
Nasiruddin M Laskar
NMLS ID 1312055

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
NEW YORK SENIOR
ADULT DAYCARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার
WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT
healthfirst
elderplan
Anthem
Hamaspik
RiverSpring Living
MetroPlus Health
SWH
Senior Whole Health
SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO
FUHAD HUSSAIN
CCO
MOHAMMAD ZAHID ALAM
CFO
• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
A SISTER CONCERN OF
SHAH NAWAZ GROUP
সর্বোচ্চ সেবার
নিশ্চয়তা
CALL US NOW:
718-516-3425
SNG
SHAH NAWAZ GROUP
Design by: ihopeprint.com, 929-536-7903
CONTACT US:
Off: 718-516-3424
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
86-11 101 Avenue,
Ozone Park, NY 11416

আবদুন নূর-এর কলাম
আঞ্চলিক রাজনীতিতে
বাংলাদেশের ভূমিকা
০৫ পৃষ্ঠায়

মাসুদ কামাল-এর
কলাম রাষ্ট্রপতি নির্বাচন
ও 'দুধভাত' প্রতিদ্বন্দ্বিতা
১০ পৃষ্ঠায়

নুরুল আমিন রোকন-এর
সাহিত্য বিষয়ক লেখা
অচলায়তনে রবীন্দ্র মানস
০৭ পৃষ্ঠায়

মক্কা চুক্তি ঘিরে সৌদি আরব ও আমিরাতের মধ্যে উত্তেজনা

আজকাল রিপোর্ট

সৌদি আরব, তুরস্ক ও পাকিস্তানের মধ্যে নতুন প্রতিরক্ষা চুক্তিকে কেন্দ্র করে আবারও উত্তেজনা দেখা দিয়েছে রিয়াদ ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের (ইউএই) সম্পর্কে। উপসাগরীয় সহযোগিতা পরিষদের (জিসিসি) বাইরে নতুন আঞ্চলিক নিরাপত্তা কাঠামোর দিকে রিয়াদ এগোচ্ছে কিনা- এ নিয়ে প্রকাশ্য বিতর্কে জড়িয়েছেন সৌদি ও আমিরাতি বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। গত ৭ আগস্ট স্বাক্ষরিত 'মক্কা যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তি' অনুযায়ী, তিন দেশের যেকোনো একটির ওপর সশস্ত্র হামলাকে তিন দেশের সবার ওপর হামলা হিসেবে বিবেচনা করা হবে। চুক্তিটি নিয়ে কয়েকজন প্রভাবশালী আমিরাতি ভাষ্যকার তীব্র সমালোচনা করেছেন। তাদের প্রশ্ন, সৌদি আরব কি জিসিসির বাইরে একটি নতুন আঞ্চলিক নিরাপত্তা কাঠামো গড়ে তোলার দিকে এগোচ্ছে? জিসিসি হলো উপসাগরীয় অঞ্চলের ছয়টি জ্বালানি-সমৃদ্ধ রাজতন্ত্র- বাহরাইন, কুয়েত, ওমান, কাতার, সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাত নিয়ে গঠিত একটি আঞ্চলিক জোট। সমালোচনায় সামনে রয়েছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ বিন জায়েদের সাবেক উপদেষ্টা এরপর ২২ পৃষ্ঠায়

তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান, সৌদি আরবের ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমান এবং পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ গত ৭ আগস্ট মক্কায় বৈঠক করেন

নিউইয়র্কে গ্লোবাল শর্ট ফিল্ম ফেস্ট অনুষ্ঠিত

আজকাল রিপোর্ট

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের চলচ্চিত্র নির্মাতা, শিল্পী, কলাকুশলী ও অতিথিদের অংশগ্রহণে বর্ণাঢ্য আয়োজনে নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত হয়েছে গ্লোবাল শর্ট ফিল্ম ফেস্ট-২০২৬ এর প্রথম আসর। গত ৮ আগস্ট শনিবার নিউইয়র্কের দুটি ভেন্যুতে দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ও প্রামাণ্যচিত্রের এই উৎসবে উৎসবে ১১টি বিভাগে পুরস্কারের পাশাপাশি একটি বিশেষ পুরস্কারসহ মোট ১২টি পুরস্কার দেওয়া হয়। উৎসবে ৩৮টি দেশ থেকে ২৮২টি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ও এরপর ২২ পৃষ্ঠায়

জ্যাকসন হাইটসে ওয়াহেদ আলী মন্ডলের ওপর হামলা

আজকাল রিপোর্ট

নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে হামলার শিকার হয়েছেন কমিউনিটির পরিচিত মুখ বীর মুক্তিযোদ্ধা ওয়াহেদ আলী মন্ডল। হামলায় আহত হয়ে তিনি বর্তমানে এলমহার্স্ট হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ১১ আগস্ট জ্যাকসন হাইটস থেকে নর্দার্ন বুলেভার্ডে তাঁর বাসার উদ্দেশে যাওয়ার পথে বাংলাদেশি অধ্যুষিত ৭১ স্ট্রিট ও ৩৫ অ্যাভিনিউ এলাকায়, একটি রিহ্যাব সেন্টারের কাছে তিনি হামলার শিকার হন। প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাত দিয়ে জানা এরপর ৪০ পৃষ্ঠায়

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই'র আহবায়ক কমিটি গঠিত

আজকাল রিপোর্ট

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন যুক্তরাষ্ট্র ইনকের আহবায়ক কমিটি গঠন করা হয়েছে। গত ৯ আগস্ট রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাইর বার্ষিক বনভোজন শেষে বিগত দুই বছরের মেয়াদোত্তীর্ণ কমিটি ভেঙে দিয়ে নতুন আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়। সংগঠনের সম্মানিত উপদেষ্টা আব্দুর রাজ্জাক খানসহ অন্যান্য এরপর ২২ পৃষ্ঠায়

প্যাট্রিয়ট অব বাংলাদেশের জুলাই বিপ্লব বর্ষপূর্তি পালন

আজকাল রিপোর্ট

বাংলাদেশের জুলাই-আগস্ট ২০২৪ গণঅভ্যুত্থান ও জুলাই বিপ্লবের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি উপলক্ষে নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে দিনব্যাপী 'জুলাই রেভ্যুলেশন কমেমরেট-২০২৬' আয়োজন করেছে- প্যাট্রিয়ট অব বাংলাদেশ। জুলাই গণঅভ্যুত্থানে নিহত শহীদদের স্মরণ, আহতদের আত্মত্যাগের প্রতি সম্মান, মানবাধিকার, গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার, জবাবদিহি, রাষ্ট্রীয় সংস্কার এবং বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা ছিল এ আয়োজনের মূল প্রতিপাদ্য। নিউইয়র্কের বাংলাদেশি কমিউনিটির পাশাপাশি দেশ-বিদেশের এরপর ৫৩ পৃষ্ঠায়

নিউইয়র্কে নাহার এর অ্যাপ্রিসিয়েশন লাঞ্চ

আজকাল রিপোর্ট

নিউইয়র্কের বাইতুল মামুর নর্থ আমেরিকান হিউম্যানিটেরিয়ান এইড অ্যান্ড রিলিফ (নাহার) নিউইয়র্ক নর্থ ও সাউথ জোনের জনশক্তিদের নিয়ে আয়োজিত অ্যাপ্রিসিয়েশন লাঞ্চ' (কৃতজ্ঞতায় মধ্যাহ্নভোজ) অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মুসলিম উম্মাহ অফ নর্থ আমেরিকা (মুনা) প্রেসিডেন্ট ইমাম দেলোয়ার হোসাইন এসব কথা বলেন। ইমাম দেলোয়ার হোসাইন গত রোববার বলেছেন, মানুষের কল্যাণে কাজ করা শুধু সামাজিক দায়িত্ব নয়, এটি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনেরও অন্যতম মাধ্যম। দুর্যোগকবলিত, ক্ষুধার্ত ও অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোকে তারা 'আকাবার পথ' হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, এই পথে অবিচল থাকতে পারলে এরপর ৩৬ পৃষ্ঠায়

হিলসাইড কমিউনিটির সঙ্গে কুইন্স বরো প্রেসিডেন্টের সভা

আজকাল রিপোর্ট

নিউইয়র্ক সিটির কুইন্স বরোর জনবহুল এলাকা হিলসাইড এভিনিউ ও আশপাশের জনগুরুত্বপূর্ণ সমস্যা নিয়ে কমিউনিটি ও ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দের সাথে টাউন হল মিটিং করলেন বরো প্রেসিডেন্ট ডনোভান রিচার্ড (জুনিয়র)। ১১ আগস্ট দুপুরে কুইন্স পাবলিক লাইব্রেরীর সেন্ট্রাল মিলনায়তনে এই মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। মিটিংয়ে বিভিন্ন বিভাগের শীর্ষ স্থানীয় কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে স্থানীয় যানজট, পার্কিং, গার্বেজ, বিনোদনের জন্য পার্ক সমস্যা এবং স্থায়ী শহীদ মিনার নির্মাণের দাবী সহ অন্যান্য সমস্যা আলোচনা স্থান পায়। এসময় এরপর ২৮ পৃষ্ঠায়

JACKSON HEIGHTS OFFICE
GEHI & ASSOCIATES
Attorneys and Counselors at Law
www.gehilaw.com
ফ্রি কনসালটেশন
74-09-37th Ave, Suite:205, Jackson Heights, NY-11372. TEL: 718-263-5999
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417 TEL: 718-577-0711
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432 TEL: 718-764-6911

Naresh Gehi, Esq.

ইমিগ্রেশন ব্যাংক্র্যাপসি ক্রেডিট কার্ড মেটার ডিভোর্স চাইল্ড কাস্টডি চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন সিটিজেনশিপ সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং।
• Do you want apply for a green card? • Are you being deported? • Are you having credit card problems?
• Are you unable to pay your debts? • Has your bank account been sealed?
• Are you getting harrassed by creditors?
আমাদের রয়েছে বাঙালি স্টাফ, আমরা বাংলায় কথা বলি।
IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.
ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTHING TO THEIR CREDITORS. PRIOR RESULTS DO NOT GUARANTEE FUTURE OUTCOME.
আমরা ৭ দিন খোলা
We are open 7 days
Call: 718-263-5999
• তুলনামূলকভাবে কম ফি • সন্ধ্যা এবং সপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

Asif Mortuza

NYI
NY INSURANCE BROKERAGE

NY INSURANCE BROKERAGE INC

আপনি কি TLC প্লেট নিতে চান??

NY INSURANCE দিচ্ছে আপনাকে সেই সুযোগ

যারা কোভিড-১৯ কালিন সময়ে (মার্চ ৭, ২০২০ থেকে সেপ্টেম্বর ১২, ২০২২)
প্লেট সারেন্ডার করেছেন কিন্তু নতুন করে প্লেট নেন নি,
তাদের জন্য টিএলসি নতুন করে প্লেট দিচ্ছে।

এই সুযোগ গ্রহন করতে চাইলে NY INSURANCE-এ দ্রুত যোগাযোগ করুণ

Design & Print by: ihopeprint.com, 929-538-7903

CONTACT US:

SCAN ME

718-476-2025

71-16 35th Avenue, Jackson Heights, NY 11372
office@nyinsuranceb.com www.nyinsurancebrokerage.us

সম্পাদকীয়

ঢাকা-দিল্লি সম্পর্ক হোক পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও কূটনৈতিক পরিপক্কতায়

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যকার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক কেবলমাত্র ভূ-রাজনীতি বা বাণিজ্যের ফ্রেমে বন্দি নয়; বরং ভৌগোলিক অবস্থান, ইতিহাস ও জনমানুষের যোগাযোগের কারণেও এ সম্পর্ক অত্যন্ত সংবেদনশীল ও কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তবে সম্প্রতি ভারতের রাজধানী দিল্লিতে অবস্থানরত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভার্চুয়ালি সংবাদ সম্মেলন ও রাজনৈতিক মন্তব্য প্রদানকে কেন্দ্র করে দুই দেশের সম্পর্কের জায়গায় যে অস্বস্তি ও নতুন জটিলতার বার্তা পাওয়া যাচ্ছে, তা কূটনৈতিক অঙ্গনে গভীর উদ্বেগের জন্ম দিয়েছে। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আগেই ভারতের উচ্চপর্যায়ে আনুষ্ঠানিক ও কূটনৈতিক যোগাযোগ করা হয়েছিল, যাতে ভারতীয় ভূখণ্ড ব্যবহার করে সাবেক কোনো অভিযুক্ত রাজনৈতিক নেতা এমন কোনো বক্তব্য না দেন, যা বাংলাদেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা বা উসকানি তৈরি করতে পারে। পরিতাপের বিষয়, ঢাকা থেকে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ওপর এর সম্ভাব্য নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে স্পষ্টভাবে সতর্ক করা সত্ত্বেও দিল্লির পক্ষ থেকে তা গুরুত্ব পায়নি। ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় যদিও এটিকে বেসরকারি আয়োজন আখ্যা দিয়েছে; কিন্তু আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক শিষ্টাচার ও প্রথার আলোকে এ দায় দিল্লি পুরোপুরি এড়াতে পারে না।

> বর্তমান সংকট এড়াতে সংবেদনশীল বিষয়গুলোতে দিল্লিকে কার্যকর রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও আন্তরিকতা প্রদর্শন করতে হবে। ঢাকাকেও অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করে কূটনৈতিক প্রক্রিয়ায় বিষয়টি সুরাহার ওপর জোর দিতে হবে। মনে রাখতে হবে, পারস্পরিক মর্যাদা ও দূরদর্শী রাষ্ট্রনায়কোচিত দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে যদি এ জটিলতা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব না হয়, তবে আঞ্চলিক সহযোগিতা দীর্ঘমেয়াদি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বে

বলা বাহুল্য, কোনো একটি দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা এবং নিজ দেশের মাটি থেকে প্রতিবেশী দেশের শান্তিশৃঙ্খলার বিরুদ্ধে যায়, এমন তৎপরতা থামানো আন্তর্জাতিক সম্পর্কেরই মৌলিক ভিত্তি। কোনো রাজনৈতিক নেতাকে মেহমান হিসাবে আশ্রয় দেওয়া এক বিষয়, আর তার রাজনৈতিক তৎপরতাকে সুযোগ দেওয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। বর্তমানে যে ধরনের দৃশ্যপট তৈরি হয়েছে, বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, তা বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গন ও সাধারণ মানুষের মনে ক্ষোভের সঞ্চার করছে এবং দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। তবে এই সংকট নিরসনে আবেগ বা সাময়িক ক্ষোভের বশবর্তী না হয়ে উভয় পক্ষকেই অত্যন্ত বিচক্ষণ ও দূরদর্শী নীতি গ্রহণ করতে হবে বলে মনে করি আমরা।

ভারতকে বুঝতে হবে যে, বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন, সার্বভৌম ও সমমর্যাদার প্রতিবেশী হিসাবে বিবেচনা করে নিজেদের ভূখণ্ড থেকে এখানে অস্থিরতা ছড়াতে পারে-এমন যে কোনো তৎপরতা অবিলম্বে বন্ধ করা জরুরি। তা না হলে সাধারণ মানুষের মাঝে তৈরি হওয়া দ্বিধা ও অবমূল্যায়নের অনুভূতি দূর করা সম্ভব হবে না। একইসঙ্গে, ঢাকার পক্ষ থেকেও কূটনৈতিক প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে একটি সুনির্দিষ্ট ও পেশাদার মাত্রা বজায় রাখা দরকার। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আনুষ্ঠানিক অবস্থানই যেখানে একটি পারফেক্ট রেসপন্স হিসাবে কাজ করছে, সেখানে রাজনীতিক বা দায়িত্বশীলদের পক্ষ থেকে অতিরিক্ত বাক্যযুদ্ধ পরিস্থিতিকে অপ্রয়োজনীয়ভাবে উত্তপ্ত করে তুলতে পারে।

মাত্রাতিরিক্ত রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া অনেক সময় উদ্ভূত পরিস্থিতিকে সংবেদনশীল করার পাশাপাশি যার বিরুদ্ধে অভিযোগ, তাকেই অযাচিত গুরুত্ব এনে দেয়। ভুলে গেলে চলবে না, দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ভবিষ্যৎ কোনো ব্যক্তিবিশেষের রাজনীতির ওপর নির্ভর করতে পারে না। বর্তমান সংকট এড়াতে সংবেদনশীল বিষয়গুলোতে দিল্লিকে কার্যকর রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও আন্তরিকতা প্রদর্শন করতে হবে। ঢাকাকেও অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করে কূটনৈতিক প্রক্রিয়ায় বিষয়টি সুরাহার ওপর জোর দিতে হবে। মনে রাখতে হবে, পারস্পরিক মর্যাদা ও দূরদর্শী রাষ্ট্রনায়কোচিত দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে যদি এ জটিলতা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব না হয়, তবে আঞ্চলিক সহযোগিতা দীর্ঘমেয়াদি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বে।

আঞ্চলিক রাজনীতিতে বাংলাদেশের ভূমিকা

আবদুন নূর

আঞ্চলিক রাজনীতিতে বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব ও প্রভাব প্রধানত অর্থনৈতিক অগ্রগতি, ভূ-কৌশলগত অবস্থান, এবং সফল কূটনৈতিক ভারসাম্যের ওপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে। ১৯৭১ সালে স্বাধীন হওয়ার পর থেকে দেশটি দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতি ও অর্থনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তিতে পরিণত হয়েছে ।

আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক রাজনীতিতে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন, বহুমাত্রিক ও কৌশলগতভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উদীয়মান শক্তি হিসেবে অবস্থান করছে। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের পর থেকে বাংলাদেশ "সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারও সাথে বৈরিতা নয়" এই মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে ভারসাম্যপূর্ণ জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করে আসছে। বিশেষ করে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিবর্তন ও বৈশ্বিক মেরুকরণের যুগে বাংলাদেশ তার সার্বভৌমত্ব রক্ষা এবং অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদকে প্রাধান্য দিয়ে "বাংলাদেশ ফার্স্ট" নীতিতে এগিয়ে যাচ্ছে।আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও ভূ-রাজনীতিতে বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থানকে প্রধানত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ভাগে বিশ্লেষণ করা যায়:

ভূ-কৌশলগত অবস্থান ও বঙ্গোপসাগর কেন্দ্রিক যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর । ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়া এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সংযোগস্থলে অবস্থিত। ফলে তা বঙ্গোপসাগর কেন্দ্রিক যোগাযোগ ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে বিবেচিত। বঙ্গোপসাগরের শীর্ষে অবস্থানের কারণে বৈশ্বিক পরাশক্তিগুলোর (যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও ভারত) ইন্দো-প্যাসিফিক কৌশলে বাংলাদেশ একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

পরাশক্তিগুলোর সাথে ভারসাম্যপূর্ণ কূটনীতিতে ভারত, চীন ও পাকিস্তান ভারসাম্য রক্ষায় বাংলাদেশ কৌশলগত পদক্ষেপ গ্রহণ করছে । বাংলাদেশ ভারত ও চীন-উভয় দেশের সাথেই সুসম্পর্ক বজায় রাখছে। একদিকে ভারতের সাথে ঐতিহাসিক ও আঞ্চলিক নিরাপত্তা সম্পর্ক, অন্যদিকে চীনের সাথে গভীর অর্থনৈতিক ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন অংশীদারিত্বের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ তার কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন বজায় রেখে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। ৫ আগস্টের পট পরিবর্তনের পর পাকিস্তানের সাথে সম্পর্ক আরও গভীর ও বিস্তৃত হয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাথে তৈরি পোশাক রপ্তানি ও বাণিজ্যের সুদৃঢ় সম্পর্ক রয়েছে। পাশাপাশি সাম্প্রতিক সময়ে তুরস্ক, রাশিয়া এবং মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর সাথেও ঢাকা নতুন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অক্ষ গড়ে তুলতে বহুমুখী প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

বহুপাক্ষিক কূটনীতি ও বৈশ্বিক নেতৃত্বের মাইলফলক জাতিসংঘের সভাপতি হিসেবেও দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন ।আন্তর্জাতিক শান্তি ও সহযোগিতায় বাংলাদেশ অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য নাম। ২০২৬ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সভাপতি হিসেবে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্বাচিত হওয়া বৈশ্বিক কূটনীতিতে দেশের ক্রমবর্ধমান মর্যাদার বড় প্রমাণ। যা বাংলাদেশকে বিশ্বের দরবারে অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে।

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ অন্যতম শীর্ষ সেনা প্রেরণকারী দেশ হিসেবে বিশ্বজুড়ে এক গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করছে। ১৯৮৮ সালে ইরান-ইরাক সামরিক পর্যবেক্ষক গ্রুপ মিশনে মাত্র ১৫ জন সেনা পর্যবেক্ষক পাঠানোর মাধ্যমে এই দীর্ঘ ও গৌরবময় অভিযাত্রার সূচনা হয়। বাংলাদেশ বর্তমানে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ শান্তিরক্ষী বাহিনী পরিচালনাকারী দেশ। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে দীর্ঘ সময় ধরে শীর্ষ সেনা ও পুলিশ সদস্য প্রেরণকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ বিশ্ব দরবারে প্রশংসিত।

বৈশ্বিক সংকট ও মানবিক ভূমিকা রোহিঙ্গাদের সংকট মোকাবেলায় বাংলাদেশের ভূমিকা বিশ্বের দরবারে প্রশংসিত হয়েছে। মিয়ানমার থেকে বিতাড়িত প্রায় ১০ লাখেরও বেশি রোহিঙ্গা শরণার্থীকে আশ্রয় দিয়ে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে এক বিশাল

এরপর ২৭ পৃষ্ঠায়

> বাংলাদেশের জনগণ অর্থনৈতিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার নিশ্চিত করার জন্য যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন তা অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়ার মধ্যবর্তী দেশ বাংলাদেশ। বাংলাদেশ থেকে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাজনীতি, অর্থনীতি ও ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করার সুযোগ রয়েছে। প্রায় ৩০০ কোটি মানুষের অর্থনৈতিক বাজারের অঞ্চল। তাই ইউরোপ-আমেরিকাসহ বিশ্বের শক্তিধর রাষ্ট্রগুলোর দৃষ্টি আকর্ষণের অন্যতম স্থান হিসেবে বাংলাদেশ বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে

যে কারণে ফখরুল ইউনূসের চেয়ে ভালো প্রার্থী

কামরান রেজা চৌধুরী

নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময় ঘনিয়ে আসার প্রেক্ষাপটে গণমাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলামই হচ্ছেন বাংলাদেশের পরবর্তী রাষ্ট্রপ্রধান। এই সংবাদের মধ্যে দিয়ে প্রার্থী নিয়ে, বিশেষ করে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টাকে বিএনপি-পরবর্তী রাষ্ট্রপতি প্রার্থী করছে কি না; সে বিষয়ের বিতর্কের অবসান হলো।

নিঃসন্দেহে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর যোগ্য প্রার্থী এবং দলের প্রতি ও দেশের রাজনীতিতে তার অবদান সবাই স্বীকার করেন। তাকে প্রার্থী করে এক্ষেত্রে দেশের বৃহত্তর অংশের মানুষের সমর্থন পেয়েছি বিএনপি। তার মধ্যে দুটি গুণ আছে: পরিষ্কার আমেজ এবং রাজনৈতিকভাবে পরিপক্ক। তবে দলের ভিতরে এবং বাইরে থেকে অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসকে রাষ্ট্রপতি বানানোর একটি চাপ ছিল। এই কথা নেতারা অফ দ্য রেকর্ডে বলে আসছিলেন। সেই কথারই প্রতিধ্বনি ছিল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এবং দেশের মূলধারার গণমাধ্যমে। যারা রাষ্ট্রপতি হিসাবে দেখতে চেয়েছিলেন তাদের মতে, অধ্যাপক ইউনূস আন্তর্জাতিক মহলের ব্যাপকভাবে পরিচিত। তার আন্তর্জাতিক পরিচিতি সরকার এবং বাংলাদেশের জন্য লাভ বয়ে আনবে। এই যুক্তি ফেলে দেওয়ার নয়।

কিন্তু এর বিপরীত দিকটিও রয়েছে। তাকে রাষ্ট্রপতি করা হলে বাংলাদেশের পরিচয় হতো ইউনূসের দেশ। তার অবস্থান হতো বাংলাদেশের ওপরে। তিনি বাংলাদেশকে যতটুকু প্রতিনিধিত্ব করতেন তার চেয়ে বাংলাদেশ তার প্রতিনিধিত্ব করত বেশি। যা কোনোভাবেই কাম্য নয়। বাংলাদেশ সংক্রান্ত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বিষয়গুলোয় অধ্যাপক ইউনূসের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটতে পারত। যা দেশের জন্য সবসময় মঙ্গলজনক হতো না সে বিষয়ে নিশ্চিত করে বলা যায়।

কোনো রাষ্ট্রের চেয়ে নেতার আন্তর্জাতিক উচ্চতা বেশি হয়ে গেলে সাধারণ মানুষ এবং একটি দেশের কি ক্ষতি হয় তার একটি জাজ্বল্যমান উদাহরণ দিতে চাই। ২০০৮ সালের ঘটনা। তখন মিয়ানমারে সামরিক শাসকের বিরুদ্ধে সেখানকার বৌদ্ধ ভিক্ষুরা আন্দোলনে নেমেছে। আমি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মহাপরিচালক মো. গোলাম সারোয়ারের কক্ষে বসে আন্দোলনের সেই দৃশ্য সিএনএন-এ সরাসরি দেখছিলাম। আমি ওনাকে বললাম, 'এবার বোধ হয় মিয়ানমারের গণতন্ত্রের নেত্রী, নোবেল বিজয়ী অং সান সু চিকে মুক্তি দিতে বাধ্য হবে সামরিক জান্তা। সেখানে গণতন্ত্র আসবে।' আমার দিকে খুব শান্তভাবে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'দেখুন গণতন্ত্রমনা মানুষ হিসাবে আমরা বাংলাদেশিরা সবাই চাই অং সান সু চি মুক্ত হোন। বার্মায় গণতন্ত্র আসুক; কিন্তু মনে রাখবেন, সেখানে গণতন্ত্র এলে বাংলাদেশ চরম বিপদে পড়বে। সু চি কোনোদিন ক্ষমতায় গেলে মিয়ানমার সরকার জোর করে রাখাইনের সব রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে ঠেলে পাঠিয়ে দেবে। রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশি বলে আমাদের এখানে পুশইন করবে: আপনি নিশ্চিত থাকুন। আর অং সান সু চির যে আন্তর্জাতিক উচ্চতা তাতে বাংলাদেশ এ ব্যাপারে কিছুই করতে পারবে না। বাংলাদেশের কথা যতই ন্যায্য হোক না কেন কেউ শুনবে না। সু চি যা বলবে তা-ই হবে।' তার কথা শুনে আমি স্তব্ধ হয়ে গেলাম। গোলাম সারওয়ার সাহেব বললেন, 'বিশ্বাস হচ্ছে না! আমার কথা লিখে রাখেন।'কী অবাক ব্যাপার উনি যা বলেছেন, তা-ই হয়েছে। ২০১৫ সালের সাধারণ নির্বাচনে জয়ী হয় সু চির দল ন্যাশনাল লীগ ফর ডেমোক্রেসি। তার সরকারের আমলেই ২০১৭ সালে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে নিষ্ঠুর এক সামরিক অভিযান চালিয়ে আরাকান থেকে বাংলাদেশে ঠেলে পাঠানো হলো সাড়ে সাত লাখ মানুষকে। সেই সংখ্যা এখন কমপক্ষে ১৫ লাখ। সত্যিই বাংলাদেশে কিছু করতে পারেনি।

রোহিঙ্গা সংকটের সমাধানের জন্য বাংলাদেশের তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান দেখা করেন অং সান সু চির সঙ্গে। তিনি বৈঠকের ব্যাপারে আমাকে বলেছিলেন সু চি তাকে কী বলেছিলেন। বৈঠকে আসাদুজ্জামান খান সু চিকে বলেছেন, 'আপনারা আপনাদের লোকগুলোকে ফেরত নিন। এত মানুষের চাপ বাংলাদেশে নিতে পারবে না। না নিলে সেখানে চরমপন্থার উত্থান হবে। তখন পরিস্থিতির ওপর আপনাদের এবং আমাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা খুব কঠিন হবে।' সু চি ওনার কথা শুনে নির্লিপ্তভাবে বলেছিলেন, 'ওরা (রোহিঙ্গারা) তো এখানে (আরাকানে) থাকতে চায় না। আমরা কীভাবে তাদের গ্রহণ করি! গ্রহণ করলে, পরে আবার (তোমাদের ওখানে) চলে যায়।' অথচ রোহিঙ্গাদের বিরাট অংশ তাদের নিজ বাসভূমিতে ফিরে যেতে চায়। নোবেল বিজয়ী এই নেত্রীর কী ভয়াবহ মিথ্যাচার! রোহিঙ্গারা রাখাইনে ফিরে যাক সেটি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়, জাতিসংঘ, দেশি-বিদেশি এনজিও কেউই চায় না। রোহিঙ্গারা চলে গেলে শরণার্থী সংস্থার কোনো কাজ থাকবে না। এনজিওরা ফান্ড পাবে না। বিভিন্ন দেশের কৌশলগত লাভ কমে যাবে।

যাই হোক, ফিরে আসি মূল কথায়। আমি বলছি না যে অধ্যাপক ইউনূস রাষ্ট্রপতি হলে সু চির মতো কিছু করতেন সেটি বলা সঠিক হবে না; কিন্তু

এরপর ২৭ পৃষ্ঠায়

> তিনি প্যারিস থেকে আসলেন, মানুষের মন জয় করলেন এবং সরকারের দায়িত্ব নিলেন। কিন্তু তার সেই জনপ্রিয়তা তিনি ধরে রাখতে পারেননি। বিভিন্ন বিতর্কিত সিদ্ধান্তের কারণে ক্ষমতা থেকে সরে যাওয়ার পর তাকে সামাজিক গণমাধ্যমসহ সংবাদমাধ্যমে যেভাবে চিত্রণ করা হয়েছে সেটি তার আমেজকে মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ন করেছে। তিনি তার নিজ ক্ষেত্রে ফিরে গেছেন। সেখান থেকেই দেশের জন্য, বিশ্বের জন্য কাজ করুন-সেটিই দেশের মানুষের কাম্য

Editor & Publisher : Shah Nawaz
Managing Editor : Rano Nawaz
City Editor : Anik Raj
General Manager : Abubakar Siddique

সম্পাদক ও প্রকাশক : শাহ্ নেওয়াজ
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক : রানো নেওয়াজ
সিটি এডিটর : অনিক রাজ
জেনারেল ম্যানেজার : আবুবকর সিদ্দিকী

Weekly Ajkal
71-16 35th Ave, Jackson Heights,
NY 11372, USA.
Ph: 646-267-7751, Fax: 718-865-9130
web: www.ajkalnewyork.com
e-mail: ajkalnews@gmail.com

অলিরও কথা শুনে...

মহিউদ্দিন আহমদ

সম্প্রতি জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বাধীন ১১-দলীয় ঐক্য থেকে লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির (এলডিপি) চেয়ারম্যান কর্নেল (অব.) অলি আহমদকে রাষ্ট্রপতি পদের জন্য প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে বিষয়টি চরম বিস্ময়কর মনে হতে পারে, কারণ রাজনৈতিক জীবনে অলি আহমদ সব সময় জামায়াতবিরোধী অবস্থানে ছিলেন। কিন্তু বাংলাদেশের 'পাওয়ার পলিটিক্স' বা ক্ষমতার রাজনীতিকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, নীতি বা আদর্শের চেয়ে এখানে টিকে থাকা এবং ব্যক্তিগত সুবিধা আদায়ই মুখ্য হয়ে ওঠে। কর্নেল অলি আহমদ সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ঘনিষ্ঠ সহকর্মী ছিলেন এবং মুক্তিযুদ্ধের একজন বীর সেনানী হিসেবে তার আলাদা খ্যাতি রয়েছে। তবে পরে বিএনপির রাজনীতিতে তার অবস্থান সংকুচিত হওয়ার পেছনে জামায়াতের সঙ্গে তার তীব্র মতভেদের একটি বড় ভূমিকা ছিল। ২০০১ সালের জাতীয় নির্বাচনে চট্টগ্রাম-১৪ আসনে জামায়াতের প্রার্থীর সঙ্গে মনোনয়ন দ্বন্দ্বের পর থেকে বিএনপির সঙ্গে তার বিরোধ তুঙ্গে ওঠে। নির্বাচনে জয়ের পর চারদলীয় জোট সরকার গঠন করা হলেও অলি আহমদকে পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রিত্ব না দিয়ে একপ্রকার সাইডলাইনে বসিয়ে রাখা হয়। ২০০৬ সালে বিএনপি থেকে পদত্যাগ করে তিনি এলডিপি গঠন করেন এবং মাঝখানে কিছুকাল সাবেক রাষ্ট্রপতি এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরীর বিকল্পধারার সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। বিএনপি ছাড়ার পর তিনি খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানের বিরুদ্ধে চরম বিষোদ্গার করেন। এমনকি 'মা খারাপ হলে ছেলে ভালো হয় কীভাবে?'- এমন বিতর্কিত মন্তব্যও করেছিলেন, যা সে সময় পত্রিকায় বড় শিরোনাম হয়েছিল। এসব বক্তব্যের পর বিএনপির রাজনীতিতে তার আর ফেরার কোনো রাস্তা খোলা ছিল না।

আমাদের দেশের অধিকাংশ রাজনীতিবিদ আমৃত্যু রাজনীতিতে প্রাসঙ্গিক বা রেলেভেন্ট থাকতে চান; রাজনীতির স্বাদ সহজে ছাড়তে চান না। সেই ধারাবাহিকতায় অলি আহমদ হয়তো ভেবেছেন, এ মুহূর্তে জামায়াতের হাওয়া বা বাজার ভালো, তাই তাদের জোটে যাওয়া বা তাদের সমর্থনে লড়াই করাটা রাজনৈতিকভাবে টিকে থাকার জন্য লাভজনক হতে পারে। অন্যদিকে, মুক্তিযুদ্ধে বিতর্কিত ভূমিকা রাখা জামায়াতের মতো একটি দল যখন নিজস্ব কোনো নেতাকে প্রার্থী না বানিয়ে অলি আহমদের মতো একজন খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাকে রাষ্ট্রপতি পদে নমিনেশন দেয়, সেখানেও একটি সূক্ষ্ম প্রদর্শনী কৌশল ও ন্যারেশনের রাজনীতি কাজ করে। এটি দেখিয়ে জনগণকে একটি বিভ্রান্তিকর বার্তা দিতে চায়, তারা মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী শক্তি নয়। কিন্তু জামায়াত ও অলি আহমদ দুজনই খুব ভালো করে জানেন, ভোটযুদ্ধে তাদের জিতে আসার কোনো সুযোগ নেই। বাস্তবে পুরো বিষয়টি এক ধরনের রাজনৈতিক 'মকারি' বা প্রহসন ছাড়া আর কিছুই নয়।

অথচ রাষ্ট্রপতি পদটি একটি রাষ্ট্রের অভিভাবকত্ব এবং অলংকারিক ঐক্যের প্রতীক। সংবিধান অনুযায়ী এই পদের বিশেষ কোনো নির্বাহী ক্ষমতা না থাকলেও কোনো জাতীয় রাজনৈতিক সংকটকালে রাষ্ট্রপতি অভিভাবকসুলভ ও নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করতে পারেন। সে জন্য এই চেয়ারটির প্রতি সর্বজনীন সম্মান থাকা উচিত এবং এখানে কোনো নির্বাচন না হয়ে একটি সর্বসম্মত জাতীয় ঐকমত্য থাকা বাঞ্ছনীয়।

মুক্তিযুদ্ধে বিতর্কিত ভূমিকা রাখা জামায়াতের মতো একটি দল যখন নিজস্ব কোনো নেতাকে প্রার্থী না বানিয়ে অলি আহমদের মতো একজন খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাকে রাষ্ট্রপতি পদে নমিনেশন দেয়, সেখানেও একটি সূক্ষ্ম প্রদর্শনী কৌশল ও ন্যারেশনের রাজনীতি কাজ করে

এই বাস্তবতায় নির্বাচন এড়াতে পারলে দেশের রাজনীতির জন্যই শুভ হতো। বিএনপি থেকে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরকে রাষ্ট্রপতি পদে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের রাজনীতিতে যে গুটি কয়েক রাজনীতিবিদের 'ভদ্রলোক' হিসেবে সুনাম ও খ্যাতি আছে, মির্জা ফখরুল নিঃসন্দেহে তাদের অন্যতম। কোনো দলীয় ইগো যদি না থাকে, তবে তার ব্যাপারে অন্যান্য রাজনৈতিক দলের কোনো আপত্তি বা রিজার্ভেশন না থাকাই বাঞ্ছনীয়। বিএনপির উচিত ছিল অন্য সব দলের সঙ্গে সংলাপ ও আলোচনার মাধ্যমে তাকে একজন 'কনসেনসাস ক্যান্ডিডেট' বা সর্বসম্মত প্রার্থী হিসেবে উপস্থাপন করা। একই সঙ্গে এটি নিশ্চিত করা, রাষ্ট্রপতি পদে আসীন হলে তিনি কোনো দলের অনুগত না হয়ে সত্যিকার অর্থেই রাষ্ট্রের অভিভাবকের ভূমিকা পালন করবেন। এমন একটি ইতিবাচক উদ্যোগ বা অ্যাপ্রোচ সবার কাছেই গ্রহণযোগ্য হতে পারত। কিন্তু সে ধরনের সংলাপ বা বোঝাপড়া ছাড়াই জামায়াত যখন আলাদা প্রার্থী দাঁড় করায়, তখন বুঝতে হবে যে তারা শুধু বিরোধিতার খাতিরেই বিরোধিতার রাজনীতি করছে।

আমাদের সংসদীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে দেখা যায়, বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের এরপর ৪০ পৃষ্ঠায়

“

যখনই দলীয় লেজুড়বৃত্তির কাউকে বসানো হয়, তখনই রাষ্ট্রপতির চেয়ারের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয় এবং জনগণ তাকে মন থেকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করতে পারে না। জাতীয় সংসদে টু-থার্ড মেজরিটি থাকার কারণে বিএনপি সমর্থিত প্রার্থী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের জয় যেখানে সুনিশ্চিত, সেখানে জামায়াত ও অলি আহমদের এই প্রার্থিতা স্রেফ রাজনৈতিক সুবিধাবাদেরই একটি রূপ। এর ফলে মাঠের রাজনীতিতে এখন যা ঘটবে তা হলো- অলি আহমদরা জামায়াতে যাওয়ার কারণে জামায়াতের ব্যাপারে তাদের সুর নরম হবে, আর জামায়াতও অলি আহমদদের মতো পরিচিত মুক্তিযোদ্ধাদের ব্যবহার করে নিজেদের রাজনৈতিক ইমেজ ও সফট টোন বজায় রাখার সুযোগ পাবে। নীতি-আদর্শ বিসর্জন দিয়ে শুধু রাজনীতিতে টিকে থাকার এই দেউলিয়াত্ব রাজনৈতিক সংস্কৃতিকেই আরও কলঙ্কিত করে

”

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পূর্বেই শপথের বৈধতা নিশ্চিত করতে হবে

শহীদুল্লাহ ফরায়জী

“

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, রাষ্ট্রের কোনো সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এতদিন পর্যন্ত স্বপ্রণোদিত হয়ে এই গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক প্রশ্নটির কোনো কার্যকর ও চূড়ান্ত নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। ফলে বিষয়টি এখন কেবল একজন ব্যক্তির শপথ গ্রহণের আনুষ্ঠানিকতার প্রশ্নে সীমাবদ্ধ নেই; এটি সংবিধানের মৌলিক কাঠামো, ক্ষমতার পৃথক্করণ, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা এবং রাষ্ট্রের সাংবিধানিক শৃঙ্খলার প্রশ্নে পরিণত হয়েছে। এমন একটি মৌলিক সাংবিধানিক প্রশ্ন অনিষ্পন্ন রেখে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ সাংবিধানিক পদে নতুন শপথ গ্রহণের দিকে অগ্রসর হওয়া ভবিষ্যতে আরও জটিল সাংবিধানিক অনিশ্চয়তার জন্ম দিতে পারে। অতএব, বর্তমান পরিস্থিতিতে এর বিচারিক নিষ্পত্তি শুধু ন্যায়বিচারের স্বার্থেই নয়, রাষ্ট্রের সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা এবং ভবিষ্যৎ সাংবিধানিক শাসনের স্বার্থেও অত্যন্ত জরুরি

”

আগামী ২০শে আগস্ট ২০২৬ দেশে ২৩তম রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। রাষ্ট্রপতি নির্বাচন নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক প্রক্রিয়া। কিন্তু এই নির্বাচনের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত আরেকটি মৌলিক সাংবিধানিক প্রশ্ন এখনো অনিরূপিত-নির্বাচিত রাষ্ট্রপতির শপথ কে পরিচালনা করবেন এবং রাষ্ট্রপতির শপথ গ্রহণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতির সাংবিধানিক ভূমিকা কী?

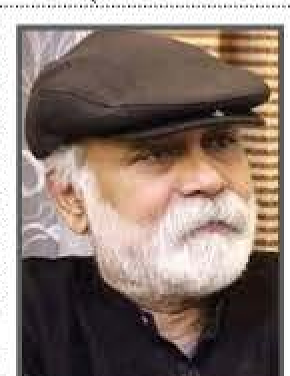

প্রশ্নটি নিছক আনুষ্ঠানিকতার নয়। রাষ্ট্রপতির শপথের সাংবিধানিক কর্তৃপক্ষ নির্ধারণের সঙ্গে রাষ্ট্রের ক্ষমতার পৃথক্করণ, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, সাংবিধানিক ভারসাম্য এবং সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর প্রশ্ন সরাসরি জড়িত।

শপথ কি নিছক আনুষ্ঠানিকতা?

রাষ্ট্রপতির শপথকে কেবল একটি আনুষ্ঠানিক অনুষ্ঠান হিসেবে দেখার সুযোগ নেই। সংবিধানের অধীনে কোনো সাংবিধানিক পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে শপথ একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক প্রয়োজনীয়তা। অতএব, সেই শপথ কে পরিচালনা করবেন-এটি কেবল প্রশাসনিক বা প্রটোকলগত বিষয় হতে পারে না।

১৯৭২ সালের মূল সংবিধানের ১৪৮ অনুচ্ছেদ এবং তৃতীয় তফসিল অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতির সম্মুখে শপথ গ্রহণ করতেন। অর্থাৎ রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ সাংবিধানিক পদে অধিষ্ঠানের পূর্বে রাষ্ট্রপতির শপথ গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রধান বিচারপতির একটি প্রত্যক্ষ ও অপরিহার্য সাংবিধানিক ভূমিকা নির্ধারিত ছিল।

এই ব্যবস্থা নিছক একটি আনুষ্ঠানিকতা ছিল না। রাষ্ট্রপতির সাংবিধানিক ক্ষমতা গ্রহণের মুহূর্তকে প্রধান বিচারপতির সাংবিধানিক উপস্থিতির সঙ্গে যুক্ত করার মাধ্যমে মূল সংবিধান রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠান, সাংবিধানিক বৈধতা এবং রাষ্ট্রের বিভিন্ন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের পারস্পরিক ভারসাম্যের একটি স্বতন্ত্র কাঠামো নির্ধারণ করেছিল।

শুধু রাষ্ট্রপতিই নন, ১৯৭২ সালের মূল সংবিধানে স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকারের শপথ পরিচালনার ক্ষেত্রেও প্রধান বিচারপতির সাংবিধানিক ভূমিকা ছিল। এই ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত সাংবিধানিক দর্শনও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৭২ সালের মূল সংবিধানের অধীনে রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতির নিকট শপথ গ্রহণ করতেন। একইভাবে প্রধান বিচারপতিও রাষ্ট্রপতির নিকট শপথ গ্রহণ করেন। অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি ও প্রধান বিচারপতি সাংবিধানিকভাবে পরস্পরের নিকট শপথে আবদ্ধ। এই পারস্পরিক শপথ-সম্পর্ক প্রজাতন্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যকে প্রতিফলিত করে-রাষ্ট্রপ্রধান ও বিচার বিভাগের সর্বোচ্চ পদাধিকারী উভয়েই সংবিধানের প্রতি আনুগত্যের শপথে আবদ্ধ এবং কেউই সংবিধানের ঊর্ধ্বে নন।

সুতরাং রাষ্ট্রপতির শপথ প্রধান বিচারপতির নিকট গ্রহণের বিধানটি নিছক আনুষ্ঠানিকতা নয়; এটি প্রজাতন্ত্রের সাংবিধানিক চরিত্র, ক্ষমতার পৃথক্করণ, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা এবং রাষ্ট্রের পারস্পরিক সাংবিধানিক ভারসাম্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতীকী ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রকাশ।

কিন্তু ১৯৭৫ সালের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে রাষ্ট্রব্যবস্থার চরিত্রে যে মৌলিক পরিবর্তন আনা হয়, তার সঙ্গে বিচার বিভাগের সাংবিধানিক অবস্থান ও ক্ষমতার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে। ক্ষমতার কেন্দ্রীভূত একদলীয় রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সেই পর্যায়ে রাষ্ট্রপতি, স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকারের শপথ পরিচালনায় প্রধান বিচারপতির পূর্ববর্তী সাংবিধানিক কর্তৃত্বও বিলুপ্ত করা হয়। ফলে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ সাংবিধানিক পদগুলোর সঙ্গে বিচার বিভাগের সর্বোচ্চ পদটির যে সাংবিধানিক ভারসাম্য ১৯৭২ সালের মূল সংবিধানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেই বিন্যাসেও একটি মৌলিক বিচ্যুতি ঘটে।

পরবর্তীতে চতুর্থ সংশোধনীর বিলুপ্তি ও সাংবিধানিক ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাসের মধ্যদিয়ে ১৯৭২ সালের মূল সংবিধানের কিছু গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক বৈশিষ্ট্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। এর ফলে রাষ্ট্রের সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে পূর্ববর্তী কিছু ভারসাম্যও ফিরে আসে।

কিন্তু পরবর্তীতে পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে চতুর্থ সংশোধনীর সময় পরিবর্তিত রাষ্ট্রপতি, স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকারের শপথসংক্রান্ত ব্যবস্থার কিছু বৈশিষ্ট্য পুনর্বহাল করা হয়। বিশেষ করে রাষ্ট্রপতির শপথ পরিচালনার ক্ষেত্রে ১৯৭২ সালের মূল সংবিধানের পরিবর্তে প্রধান বিচারপতির স্থলে জাতীয় সংসদের স্পিকারকে শপথ পরিচালনার কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ করা হয়।

এখানেই মূল সাংবিধানিক প্রশ্নটি তৈরি হয়-সংবিধান সংশোধনের ক্ষমতা থাকলেই কি সংবিধানের যেকোনো মৌলিক কাঠামো পরিবর্তন করা যায়?

সংবিধান সংশোধন এবং সংবিধানের মৌলিক কাঠামো পরিবর্তন-এই দু'টি বিষয় এক নয়। সংবিধানের সংশোধনক্ষমতা সংবিধানকে পরিবর্তন করার ক্ষমতা দেয়; কিন্তু সেই ক্ষমতার মাধ্যমে সংবিধানের মৌলিক কাঠামো বা তার মৌলিক সাংবিধানিক নীতিকে ধ্বংস, বিকৃত কিংবা এমনভাবে পরিবর্তন করা যায় কি না-সেটিই Basic Structure Doctrine-এর কেন্দ্রীয় প্রশ্ন।

ক্ষমতার পৃথক্করণ আধুনিক সাংবিধানিক রাষ্ট্রব্যবস্থার একটি মৌলিক নীতি। আইন বিভাগ, এরপর ৫৫ পৃষ্ঠায়

অচলায়তনে রবীন্দ্র মানস

> বিদ্যার্থীরা সেখানে সন্তানের মত পালিত ও শিক্ষিত হতো। কিন্তু অচলায়তনে এসবের কিছুই নেই। অচলায়তনের সমাজ ব্যবস্থার ছাঁচ তপোবনের চেয়ে আলাদা। অচলায়তনের পরিবেশ যেমন বৌদ্ধবিহারের আদলে রচিত, এর রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহারও তেমন অদ্ভুত। মন্ত্র ও মন্ত্রের নামের বেশির ভাগই গৃহিত মহাযান মতবাদের সংগ্রহগ্রন্থ থেকে। বস্তুতপক্ষে হিন্দু সমাজের কাছে পুরোপুরি অপরিচিত এর সমাজ ও পরিবেশ। অচলায়তনের পরিবেশ যদি অধিকতর পরিচিত হত ও বাস্তবধর্মী হত তাহলে শিল্পসৃষ্টি হিসেবে এটি আরও উচ্চমার্গের হত এবং এর রচনার উদ্দেশ্যও সফল হতে পারতো। ভূতের ডিল শরীরে আঘাত করে না। কোন কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও পাঠক সাধারণ এ নাটকের দ্বারা আহত হওয়ার লক্ষণ প্রকাশ করেনি। এর জন্যে নাটকের অদ্ভুত ও অবাস্তব পরিবেশই দায়ী

নুরুল আমিন রোকন

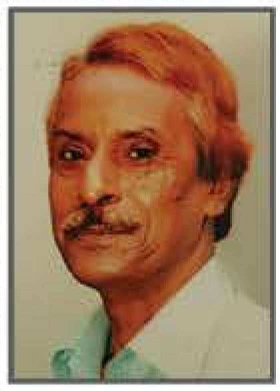

নাটককে বলা হয় সমাজজীবনের দর্পণ। কারণ নাট্যকার সমাজজীবন থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে মানবজীবনের রূপচিত্রণ করেন। অর্থাৎ নাটক হচ্ছে জীবন সম্বন্ধিয় ধারণায় এমন এক ধরনের কাব্যিক প্রকাশ যা অভিনয়ের মাধ্যমে অভিনেতা রূপ দিতে পারে এবং যার শব্দ মাধুর্য শুনার জন্যে ও আঙ্গিক ক্রিয়াদি দেখার জন্যে উপস্থিত দর্শকদের আনন্দ দিতে পারে। নাটক সম্পর্কে এই মত সমালোচক নিকলের। সংস্কৃতের একটি সংজ্ঞা অনুযায়ী নানা ব্যক্তির আচরিত কর্মের অনুকরণ করলে তাকে নাটক বলা হয়। রস-ভাব-ব্যঞ্জনাসহযোগে আনন্দদানই নাটকের মূল উদ্দেশ্য। অভিনেতা কর্তৃক নাট্যাভিনয়ের মাধ্যমে গতিশীল সমাজজীবনের প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তোলা হয় নাটকে। সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্র অনুসারে কোন রচনায় দেবতা, মুনি ঋষি, রাজা, গৃহস্থ ইত্যাদির আচরিত কর্মের অনুকরণকে নাট্য বলা হয়। অপর একটি সংজ্ঞায় সুখ-দুঃখযুক্ত মানুষের যে স্বভাব আঙ্গিকাদি অভিনয়ের সাহায্যে প্রকাশ করা হয় তার নাম নাটক। রস উপলব্ধির বিষয় জড়িত বলে নাটককে আবার বলা হয় দৃশ্যকাব্য।

সংস্কৃত অলংকারবিদদের মতে, নাটক হচ্ছে দৃশ্যকাব্য, কাব্যত্ব ও দৃশ্যত্ব দু-ই থাকবে এতে। আবার সংস্কৃত সাহিত্যাদর্শ অনুসারে নাটক হচ্ছে দৃশ্যকাব্য, এতে সংলাপ ও অভিনয়ের মাধ্যমে মঞ্চে প্রদর্শিত হয়ে থাকে ঘটনাবলি। নাটকের অঙ্গ হচ্ছে কাহিনী, চরিত্র, ঘটনা, সমাবেশ ও সংলাপ। নাটকে উল্লেখিত পাত্রপাত্রীর মধ্যে সংলাপ এবং ক্রিয়াকলাপের কারণে সংঘাতের ফলে তাদের চরিত্রের প্রকাশ পায়। এভাবে কাহিনি পরিণতির দিকে যায়। আর পরিণতি থেকে এক বিশেষ রসের উদ্রেক হয় দর্শকদের মনে। তাই নাট্যকারকে নাটক রচনার ক্ষেত্রে সুসংবদ্ধ কাহিনি, রসঘনিষ্ঠতা, আকর্ষণীয় পরিণতি ইত্যাদি বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রেখে সামঞ্জস্য বিধান করে চলতে হয়। নাট্যকারকে অবশ্যই কাহিনি, চরিত্র, সমাবেশের সাথে মিল রেখে সময়ের ঐক্য, স্থানের ঐক্য ও ঘটনার ঐক্য রক্ষা করে রচনা করতে হয় নাটক। প্রত্যেক নাটকে কোন একটি ঘটনা রূপায়িত হয় এবং তা পাঁচটি অঙ্গে বা পর্যায়ে বিভক্ত থেকে বিকশিত হয়। যেমন ঃ আরম্ভ, প্রবাহ, উৎকর্ষ, গ্রন্থিমোচন এবং উপসংহার। এতে প্রথম অঙ্কে থাকবে আখ্যানের সূচনা, দ্বিতীয় অঙ্কে জটিলতা সৃষ্টি, তৃতীয় অঙ্কে হবে চরম উৎকর্ষ সাধন, তারপর চতুর্থ অঙ্কে জটিলতা থেকে মুক্তি লাভ এবং পঞ্চম অর্থাৎ শেষ অঙ্কে সমাপ্তি ঘটবে। সংলাপ নির্ভর সাহিত্য হচ্ছে নাটক। পরস্পর কথোপকথনের মাধ্যমে নাটকের চরিত্রগুলো কাহিনি গড়ে তোলে এবং নিজ নিজ চরিত্রের স্বরূপ প্রকাশ করে। ঘটনা সমাবেশের উপর নির্ভর করে নাটকের সাফল্য। বিষয়বস্তুর দিক বিবেচনায় নাটককে সাধারণত ৩টি ভাগে বিভক্ত করা হয় যেমন :

১। পৌরাণিক নাটক
২। ঐতিহাসিক নাটক
৩। সামাজিক নাটক।

এ ছাড়াও আছে রূপক বা সাঙ্কেতিক নাটক, গীতিনাট্য, নৃত্যনাট্য, চরিত নাটক বা জীবনী নাটক ইত্যাদি। আবার রসের দিক থেকে নাটককে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয় যেমন ১. নাটক ২. প্রহসন।

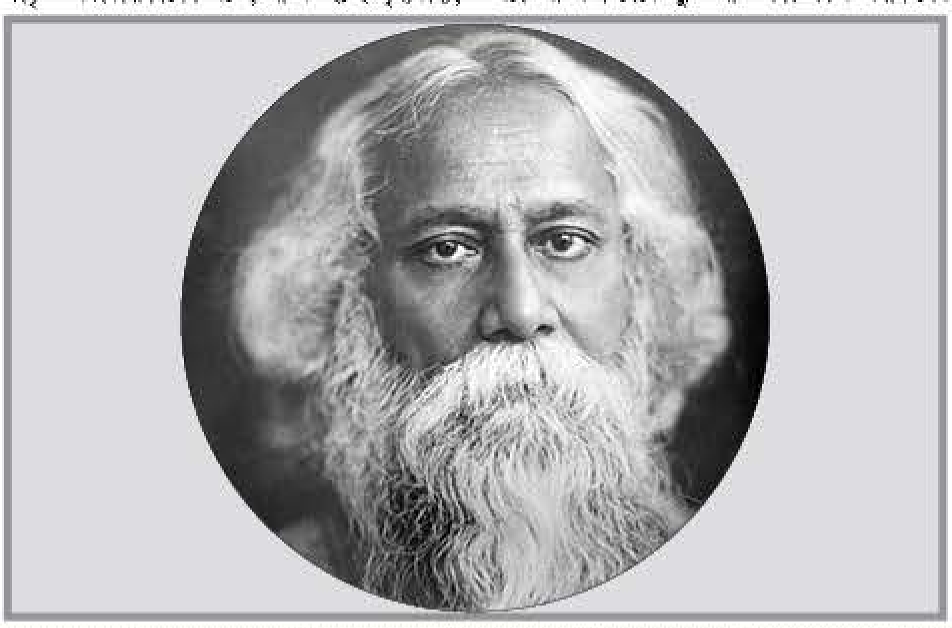

বাংলা সাহিত্যের বাহন হিসেবে গদ্যরীতির প্রচলন এবং তা চরম উৎকর্ষ লাভের পর সূচনা হয় বাংলা নাটকের। এদেশে পূর্ব থেকে প্রচলিত যাত্রাগুলো বিবর্তনের মাধ্যমে নাটকের উৎপত্তি হতে পারত, কিন্তু তা হয়নি। সংস্কৃত সাহিত্যেও নাটকের প্রচলন বহুযুগ পূর্ব থেকেই ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও বাংলা নাটকের উৎপত্তিতে সংস্কৃত নাটকের কোন প্রভাব নেই। কলকাতায় বাংলা নাটকের প্রথম অভিনয় হয় ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দে। হেরোসিম লেবেডফ নামে একজন রুশ দেশীয় আগন্তুক কলকাতায় বেঙ্গল থিয়েটার নামে একটি রঙ্গালয় স্থাপন করে The Disguise Ges Love is The Best Doctor নামে দু'খানি নাটক বাংলা ভাষান্তরিত করে এদেশীয় পাত্রপাত্রীর দ্বারা অভিনয় করান। এতে ভারতচন্দ্রের রচিত গান সংযোজিত হয়েছিল। এরপর হেরোসিম লেবেডফ নিজ দেশে চলে যান। সেই থেকে বহুকাল পর্যন্ত বাংলা নাট্যশালা এবং নাটকাভিনয় সম্পর্কে আর কিছু জানা যায় না।

পরবর্তীতে ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে প্রসন্নকুমার ঠাকুর কলকাতা হিন্দু থিয়েটার নামক বাংলা নাট্যাভিনয়ের উপযোগী একটি রঙ্গমঞ্চ তৈরী করেন এবং তাতে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যের বিদ্যাসুন্দর অংশ নাট্যরূপে অভিনীত হয়। এখান থেকেই মূলতঃ সূত্রপাত হয় বাংলা নাটকের। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে সাধারণ রঙ্গমঞ্চ বা পাবলিক থিয়েটার প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত অনেকগুলো শখের নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পাবলিক থিয়েটার প্রতিষ্ঠার পর বাংলা নাট্যাভিনয়ে শখের পর্বের অবসান ঘটে।

প্রথম বাংলা মৌলিক নাটক রচিত হয় ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে। যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্তের 'কীর্তিবিলাস', তারাচরণ শিকদারের 'ভদ্রার্জুন'।

বাংলা নাটকের বিকাশের ক্ষেত্রে অনুবাদ নাটকের ভূমিকা অনস্বীকার্য। এক্ষেত্রে হরচন্দ্র ঘোষের অনুবাদ নাটকের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তার 'ভানুমতী' 'চিত্তবিলাস' (১৮৫২) ও "চারুমুখ চিত্তহারা" (১৮৬৪) যথাক্রমে সেক্সপীয়রের 'মার্চেন্ট অব ভেনিস' এবং 'রোমিও জুলিয়েট'র ভাবানুবাদ। এরপর নাট্যসাহিত্যের অস্থিরতা কাটিয়ে রামনারায়ণ তর্করত্নের (১৮২২-৮৬) হাতে রচিত হয় উল্লেখযোগ্য বাংলা নাটক। পরবর্তীতে মাইকেল মধুসূদন দত্তের (১৮২৪-৭৩) হাতে প্রথম এরপর ২৪ পৃষ্ঠায়

ভালোবাসা সবার তরে,
ঘৃণা নয়কো কারো পরে

Love for all, hatred for none

বাংলাডেস্ক যুক্তরাষ্ট্রের ভূবনে স্বাগতম

For more information contact:
Bait-uz-Zafar 188-15 McLaughlin Ave, Hollis NY 11423
(347) 530-5791

بسم الله الرحمن الرحيم

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ১৪ই জুন, ২০২৪ তারিখে যুক্তরাজ্যের (ইসলামাবাদস্থ) মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় 'বনু নযীর' এর যুদ্ধের ঘটনা বিশদভাবে উল্লেখ করেন এবং দু'জন শহীদের স্মৃতিচারণের পাশাপাশি পাকিস্তানের আহমদীদের জন্য বিশেষভাবে দোয়ার আহ্বান জানান।

তাশাহুদ, তা'উয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) বলেন, আজ বনু নযীরের যুদ্ধের কিছু ঘটনা বর্ণনা করবো। বনু নযীর গোত্রের পরিচিতি হলো, এরা মদীনার ইহুদীদের একটি অংশ ছিল। কোনো কোনো ঐতিহাসিক লিখেছেন, বনু নযীর খায়বরের ইহুদীদের একটি গোত্র ছিল এবং তাদের বসতিকে যাহ্‌রা বলা হতো। মহানবী (সা.) যখন মদীনায় আগমন করেন তখন বনু নযীর গোত্রের নেতা ছিল হুয়াই বিন আখতাব। তার পিতৃপুরুষের ষষ্ঠ প্রজন্মে নযীর বিন শাহামের নাম পাওয়া যায়, যার নামে এই গোত্রটি বনু নযীর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাফিয়া (রা.) বনু নযীরের নেতা হুয়াই বিন আখতাবের কন্যা ছিলেন। ইতিহাসের গ্রন্থাবলীতে লেখা আছে, হুয়াই বিন আখতাবের বংশধারা হযরত মূসা (আ.)-এর ভাই হযরত হারূন (আ.)-এর সাথে গিয়ে মিলিত হয়। হুয়াই এর বংশে কতিপয় ব্যক্তি নবুওয়াতের সম্মানে ধন্য হয়েছিলেন, যাদের কারণে সে গর্বিত ছিল। আর এই অহংকারের কারণেই সে বলতো, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের প্রতি ইহকালেও দয়ালু এবং পরকালেও আমাদের প্রতি স্নেহ ও অনুগ্রহ করবেন। তিনি আমাদেরকে পাপের কারণে কয়েকদিন শাস্তি দিবেন, অবশেষে জান্নাতই হবে আমাদের স্থায়ী নিবাস। এই বংশীয় আত্মগরিমা ও ঔদ্ধত্যের কারণেই হুয়াই মহানবী (সা.)-এর শিক্ষামালা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। অবস্থানের নিরিখে বনু নযীর গোত্রটি মসজিদে কুবা থেকে আধা মাইল দূরে উত্তর পূর্ব দিকে (অবস্থিত) ছিল। আর মদীনার মধ্যভাগে এর বসতি প্রবেশে আসতো এবং মসজিদে কুবা এর থেকে কিছুটা দূরত্বে দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত ছিল।

চতুর্থ হিজরীর রবিউল আউয়াল (মাসে) বনু নযীরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এক তথ্য অনুসারে এটি উহুদের যুদ্ধের পূর্বের ঘটনা আর ইমাম বুখারীর তথ্যও এটিই। তবে ইমাম বুখারী (রহ.) এখানে একথাও লিখেছেন যে, ইবনে ইসহাকের মতে এই যুদ্ধ উহুদ ও বি'রে ম'উনার পরে হয়েছিল। যদিও আল্লামা ইবনে কাসীর ছাড়াও অধিকাংশ ঐতিহাসিক এবং জীবনীকার বলেছেন, উহুদের যুদ্ধের পরেই বনু নযীরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। বনু নযীরের যুদ্ধের প্রেক্ষাপট হলো, মক্কার কুরাইশ কাফিররা বদরের যুদ্ধের পূর্বে আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলূল এবং আওস ও খাযরাজ গোত্রের অন্যান্য প্রতিমাপূজারীদের লিখেছিল, [তখন মহানবী (সা.) মদীনায় ছিলেন।] তোমরা আমাদের নবীকে আশ্রয় দিয়েছ। মদীনায় তোমাদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। আমরা শপথ করে বলছি, হয় (তোমরা) তাদের সাথে যুদ্ধ করো অথবা তাদেরকে নিজেদের শহর থেকে বহিষ্কার করো; নতুবা আমরা গোটা আরবকে ঐক্যবদ্ধ করে তোমাদের ওপর আক্রমণ করবো। তোমাদের যোদ্ধাদের সাথে যুদ্ধ করবো, তোমাদের নারী ও শিশুদের (নির্মমভাবে) হত্যা করবো। যখন ইবনে উবাই এবং অন্য প্রতিমাপূজারীরা এই পত্র পায় তখন তারা একে অপরকে বার্তা পাঠায় এবং মহানবী (সা.) ও তাঁর সাহাবীদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য দৃঢ় সংকল্প করে। এই সংবাদ পাওয়ার পর মহানবী (সা.) তাঁর সাহাবীদের একটি দলকে নিয়ে মদীনার নেতাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি (সা.) বলেন, কুরাইশরা তোমাদেরকে কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়ে পত্র লিখেছে। এই পত্র তোমাদেরকে কোনো ধোঁকায় যেন না ফেলে, পাছে তোমরা স্বয়ং ধোঁকা ও প্রতারণার শিকার হয়ে নিজেদেরই ভাই ও পুত্রদের সাথে আবার যুদ্ধ করতে না আরম্ভ করো। মহানবী (সা.)-এর একথা শোনে তারা বিষয়টি অনুধাবন করতে পারে এবং নিজেদের সংকল্প স্থগিত করে আর ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। এভাবে মক্কার কুরাইশের এই হুমকি আর শেষ পর্যন্ত কার্যকর হয়নি।

এরপর কুরাইশরা বদরের যুদ্ধের পর ইহুদীদের কাছে একটি পত্র লিখে যে, তোমাদের কাছে অস্ত্র আছে আর তোমরা দুর্গেরও মালিক। হয় তোমরা আমাদের সহযোগী হয়ে যুদ্ধ করো নতুবা আমরা তোমাদের ওপর আক্রমণ করবো এবং তোমাদের পুরুষদেরকে হত্যা করবো আর তোমাদের নারীদেরকে আমাদের দাসী বানাবো। এই পত্র যখন ইহুদীদের কাছে পৌঁছায় তখন বনু নযীর গোত্র মহানবী (সা.)-কে ধোঁকা দেয়ার জন্য সম্মত হয়, কেননা ইহুদী গোত্রগুলো তো আগে থেকেই সুযোগ খুঁজছিল যাতে মুসলমানদের আধিপত্য ও ক্ষমতার যতদ্রুত সম্ভব অবসান করা যায়। এ পর্যায়ে তারা এমন দুরভিসন্ধি করার চিন্তা করে যাতে মহানবী (সা.)-কে নাঊযুবিল্লাহ্ হত্যা করা যায়। অতএব, তারা তাঁর সমীপে সংবাদ প্রেরণ করে যে, আপনি আপনার ত্রিশজন সাহাবীকে নিয়ে আসুন, আমাদের ত্রিশজন আলেমও আপনার সামনে উপস্থিত হবে; এমনকি আমরা এমন এক স্থানে মিলিত হবো যা আমাদের এবং আপনাদের পছন্দের হবে। আমাদের লোকেরা আপনার কথা শুনবে। তারা যদি আপনাকে সত্যায়ন করে অর্থাৎ ইহুদী আলেমরা যদি আপনার প্রতি ঈমান আনয়ন করে তাহলে আমরাও আপনার প্রতি ঈমান আনব। পরের দিন মহানবী (সা.) ত্রিশজন সাহাবীকে সাথে নিয়ে তাদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। ত্রিশজন ইহুদী আলেমও তাঁর কাছে আসে। ইহুদীরা যখন খোলা প্রান্তরে আসে তখন তারা পরস্পরকে বলে, তোমরা তাঁর ওপর কীভাবে আক্রমণ করবে? কেননা তাঁর সাথে ত্রিশজন সঙ্গী রয়েছেন। ত্রিশজন সঙ্গীর উপস্থিতিতে আক্রমণ করা তো কঠিন আর তারা এমন সঙ্গী, যারা তাঁর জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠাবোধ করবে না। তখন ইহুদীরা তাঁর কাছে পুনরায় এই সংবাদ প্রেরণ করে যে, আমরা ষাটজন পরস্পর কীভাবে প্রজ্ঞাপূর্ণ আলোচনা করবো? আপনি এক কাজ করুন, তিনজন সঙ্গীকে নিয়ে আসুন আর আমরাও আমাদের তিনজন আলেমকে নিয়ে আসবো, তারা আপনার আলোচনা শুনবে। তখন তিনি (সা.) তিনজন সাহাবীকে সাথে নিয়ে আসার প্রস্তাবটি গ্রহণ করেন। তিনজন ইহুদী আলেমও রওয়ানা হয় আর ঐ ইহুদীদের কাছে খঞ্জর বা ধারালো ছুরি ছিল। তারা মহানবী (সা.)-এর ওপর আক্রমণ করতে চাচ্ছিল। যাহোক, মহানবী (সা.) যাত্রার জন্য প্রস্তুত ছিলেন, পথিমধ্যেই বনু নযীরের একজন হিতাকাঙ্ক্ষী নারী একজন আনসারী মুসলমানকে এবং পরে মহানবী (সা.)-কে বনু নযীরের সকল চক্রান্তের কথা বলে দেয়। তাই মহানবী (সা.) ইহুদীদের কাছে না গিয়ে মদীনায় ফেরত চলে আসেন।

এই যুদ্ধের আরেকটি কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে একজন রচয়িতা লিখেছেন, বনু নযীর গোত্র সংগোপনে কুরাইশের কাছে বার্তা পাঠায় আর তাদেরকে মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্ররোচিত করে এবং তাদেরকে মুসলমানদের প্রতিরক্ষা-খাতের কিছু দুর্বলতার কথাও জানিয়ে দেয়। কোনো কোনো বর্ণনা অনুযায়ী উহুদের যুদ্ধের পূর্বে ইহুদীরাও মক্কার কুরাইশকে চরমভাবে উত্তেজিত করেছিল যার ফলশ্রুতিতে উহুদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল।

এ যুদ্ধের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎক্ষণিক কারণ এটিও বর্ণনা করা হয় যে, বি'রে ম'উনা থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় যখন হযরত আমর বিন উমাইয়্যা যামরী (রা.) বনু আমেরের দু'জনকে হত্যা করেছিলেন যাদের সাথে মুসলমানদের সন্ধিচুক্তি ছিল, তাই তাদেরকে রক্তপণ প্রদান আবশ্যক ছিল। এ উদ্দেশ্যে মহানবী (সা.) বনু নযীরের কাছে গিয়েছিলেন, কেননা মহানবী (সা.) ইহুদীদের সাথে যে সন্ধিচুক্তি করেছিলেন এর একটি ধারায় ছিল, 'আইন্না'ওয়ানুহু বীল্ দিয়াত' অর্থাৎ তারা রক্তপণের ব্যাপারে মুসলমানদের সাথে সহযোগিতা করবে। এই ঘটনার বিশদ বিবরণ হলো, হযরত আমর বিন উমাইয়্যা যামরী (রা.) যখন মহানবী (সা.)-এর নিকট এসে পুরো বৃত্তান্ত বর্ণনা করেন তখন তিনি (সা.) বলেন, তুমি খুবই অন্যায় কাজ করেছ। তাদের সাথে আমাদের চুক্তি এবং নিরাপত্তার শর্ত ছিল। হযরত আমর বিন উমাইয়্যা যামরী (রা.) বলেন, আমি এই সন্ধিচুক্তির বিষয়টি জানতাম না। আমি তাদেরকে মুশরিক মনে করতাম আর তাদের গোত্র আমাদের সাথে প্রতারণাও করেছে। হযরত আমর (রা.) তাদের মালপত্র এবং কাপড়-চোপড় সাথে করে নিয়ে এসেছিলেন। মহানবী (সা.) তাকে নির্দেশ দেন তাদের মালপত্র এবং কাপড়-চোপড় যেন তাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের কাছে ফেরত পাঠানো হয়। মহানবী (সা.) রক্তপণ সহ সেগুলো পাঠিয়ে দেন। মহানবী (সা.) শনিবার দিন বনু নযীর গোত্রের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন, মসজিদে কুবায় নামায পড়েন। প্রায় দশজনের মতো মুহাজির ও আনসার সাহাবী মহানবী (সা.)-এর সাথে ছিলেন। তিনি (সা.) বনু নযীরকে তাদের বৈঠকে উপবিষ্ট দেখতে পান। তিনিও তখন সেখানে আসন গ্রহণ করেন যাতে করে মৃত দুই ব্যক্তির রক্তপণ আদায়ের ব্যাপারে তাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন, যেন তারা দু'জন নিহত ব্যক্তির রক্তপণ পরিশোধে তাঁকে সহযোগিতা করে।

এই যুদ্ধাভিযানের কারণ কি ছিল এ ব্যাপারে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এম, এ (রা.)'র একটি তথ্য পাওয়া যায় যা থেকে বিষয়টি আরও সুস্পষ্ট হয়। তিনি (রা.) লিখেন, এই যুদ্ধের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে প্রসিদ্ধ হাদীসবেত্তাগণ বিভিন্ন আঙ্গিক তুলে ধরেছেন আর এ কারণে এই যুদ্ধ ঠিক কখন আরম্ভ হয়েছিল সে ব্যাপারেও দ্বিমত রয়েছে। বনু নযীরের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন যুদ্ধের সূচনা হয়েছে। সকল ঘটনাই ভিন্ন ভিন্ন সময় ও স্থান সাপেক্ষে সঠিক। কিন্তু সর্বশেষ যুদ্ধ সেটি ছিল যা বনু আমেরের দু'জন ব্যক্তির রক্তপণ আদায়ের সময় আরম্ভ হয়েছিল, বাকি আল্লাহ্ই ভালো জানেন। রক্তপণ আদায়ের ব্যাপারে মহানবী (সা.) একদল সাহাবীকে নিয়ে বনু নযীরের নিকট উপস্থিত হন এবং চুক্তি অনুসারে রক্তপণ আদায়ের বিষয়টি তাদের কাছে উত্থাপন করেন। তারা বলে, হ্যাঁ, আবুল কাসেম! আপনি খাবার খেয়ে নিন এরপর আমরা এ ব্যাপারে কথা বলছি। এভাবে বাহ্যিকভাবে ইহুদীরা খুবই হাস্যোজ্জ্বলভাবে মহানবী (সা.)-এর সাথে কথা বলে। কিন্তু ভেতরে ভেতরে তারা মহানবী (সা.)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র করতে থাকে। তখন তিনি (সা.) তাদের বাড়ির এক দেয়ালের পাশে উপবিষ্ট ছিলেন। একজন বর্ণনাকারী ইহুদীদের মহানবী (সা.)-কে হত্যার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেন, বনু নযীরের সর্দার হুয়াই বলে, "হে ইহুদীর দল! মুহাম্মদ (সা.) তাঁর কতিপয় সাথীকে নিয়ে তোমাদের কাছে উপস্থিত হয়েছে, তাদের সংখ্যা দশজনেরও কম। এই বাড়ির ছাদে উঠে বড় একটি পাথর ফেলে মুহাম্মদকে (সা.)-কে হত্যা করো, তোমরা এর চেয়ে উত্তম সুযোগ আর কখনো পাবে না। যদি তাকে মেরে ফেলতে পারো তাহলে তার সঙ্গীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যাবে। মক্কা থেকে আসা তোমাদের সাথীরা মক্কায় ফিরে যাবে এবং এখানে শুধু আওস ও খাযরাজ থাকবে, যারা তোমাদেরই মিত্র। তাই তোমরা যা করতে চাও, এখনই করো"। একথা শুনে এক দুর্ভাগা ইহুদী আমর বিন জাহাশ বলে, "আমি বাড়ির ছাদে উঠে পাথর ফেলে মুহাম্মদ (সা.)-কে (নাঊযুবিল্লাহ্) হত্যা করবো"। যখন এসব সলাপরামর্শ করা হচ্ছিল তখন বনু নযীরের এক নেতা সালাম বিন মিশকাম বলে, "হে ইহুদীর দল! তোমরা চাইলে সারাজীবন আমার বিরোধিতা কোরো, কিন্তু আজ আমার কথা মেনে নাও। আল্লাহ্‌র কসম! মুহাম্মদ (সা.)-কে তোমাদের এই ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে অবগত করা হবে। আর এটি আমাদের এবং তাদের মাঝে বিদ্যমান সন্ধিচুক্তির লঙ্ঘনও বটে।" কিন্তু ইহুদীরা তার কথায় কর্ণপাত না করে নিজেদের সিদ্ধান্তে অটল থাকে। হুযূর (আই.) বলেন, 'ইনশাআল্লাহ্ আগামীতে বর্ণনা করা হবে যে, তারা কি পরিকল্পনা করেছিল এবং কীভাবে আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-কে রক্ষা করে তাদের ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন।'

পরিশেষে হুযূর (আই.) পাকিস্তানের আহমদীদের জন্য দোয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'পাকিস্তানের আহমদীদের জন্য বিশেষ দোয়ার আহ্বান করতে চাই। সম্প্রতি তাদের ওপর পুনরায় নির্যাতন শুরু হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা শীঘ্র পাকিস্তানের আহমদীদেরকে অত্যাচারের কবল থেকে মুক্তি দিন আর সেখানেও আমাদের পরিস্থিতি অনুকূল করে দিন। কেননা কুরবানির বিষয়কে কেন্দ্র করে তাদের বিরুদ্ধে মামলা-মোকদ্দমা ও নির্যাতনের চেষ্টা করা হচ্ছে।' এরপর হুযূর (আই.) পাকিস্তানের দু'জন শহীদ ও একজন মরহুমের স্মৃতিচারণ করেন এবং নামাযের পর তাদের গায়েবানা জানাযা পড়ান। শহীদদের একজন হলেন, ৬৪ বছর বয়স্ক মুকাররম গোলাম সারোয়ার সাহেব আর অপরজন হলেন ৩২ বছর বয়স্ক শহীদ মুকাররম রাহাত আহমদ বাজওয়া সাহেব। মন্ডী বাহাউদ্দিন জেলার সাহজ্জোয়ালপুরে গত ৮ই জুন, ২০২৪ তারিখে একজন মাদ্রাসা ছাত্র সৈয়দ আলী রেযার গুলিতে তারা উভয়ই ঘটনাস্থলে শাহাদত বরণ করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। হুযূর (আই.) তাদের সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণ করার পর মুকাররম মালেক মুজাফ্ফর খান সাহেবেরও স্মৃতিচারণ করেন এবং তাদের তিনজনের আত্মার মাগফিরাত ও শান্তি কামনা করে দোয়া করেন, 'আল্লাহ্ তা'লা তাদের সাথে প্রীতি দয়া ও ক্ষমাসুলভ আচরণ করুন এবং তাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারকে ধৈর্য ধারণের তৌফিক দিন' আমীন।

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কোনোই বিকল্প নেই, আমরা সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে খুতবার সারমর্ম উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, **www.mta.tv** এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট **www.ahmadiyyabangla.org** -এ]

(সূত্র: কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)

এটর্নী মঈন চৌধুরী LAW OFFICES

Toll Free: 1-866-MOIN-LAW
Cell: 917-282-9256
(To schedule appointment only)

Michael Taub, Esq.

Moin Choudhury, Esq.

এক্সিডেন্ট কেইসেস-মেডিক্যাল ম্যালপ্রেক্টিস

বিনামূল্যে পরামর্শ

প্রয়োজনে এটর্নী বাসায় বা হাসপাতালে আসবেন

- গাড়ী এক্সিডেন্ট
- কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- ট্রিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
- লেড পয়জনিং
- কাজের জায়গায় দূর্ঘটনা

IMMIGRATION
(Consultation fee applies)

ক্লায়েন্টদের জন্য আমরা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি

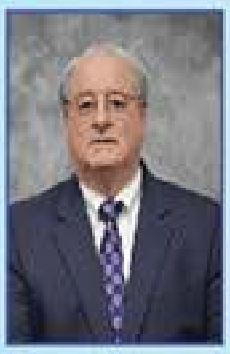

Attorney
Michigan Only.

Attorney
Michigan Only.

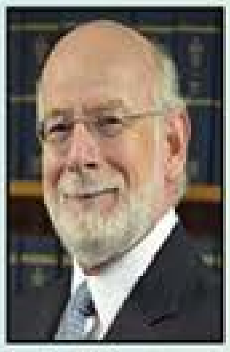

Attorney
New Jersey Only

Attorney, Buffalo
New York Only

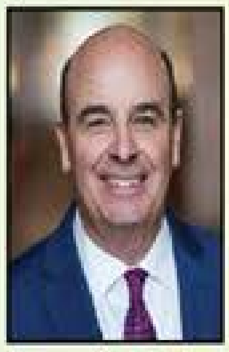

Attorney
Connecticut Only

Attorney
Pennsylvania Only

WWW.MOINLAW.COM

Prior result does not guarantee future outcome of any cases. Moin Choudhury is admitted in Michigan State only and also admitted in the Supreme Court of the United States.
Michael Taub is admitted in New York State Only and also admitted in the NY Federal District Courts.

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ও 'দুধভাত' প্রতিদ্বন্দ্বিতা

> এই নির্বাচনে কোনো উত্তেজনা থাকবে বলে মনে হয় না। সে বিবেচনায় একে 'দুধভাত' নির্বাচন বলা যায়। জামায়াত যে প্রার্থী দিচ্ছে, তারা কত ভোট পেতে পারে? আমার হিসাবে তাদের বড়জোর ৯০টি ভোট পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তারপরও কেন তারা নির্বাচন করছে? জামায়াত হয়তো বলবে-গণতান্ত্রিক ধারাকে সমুন্নত রাখতেই তারা নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে। কিন্তু আমার কেন যেন মনে হচ্ছে, ভালো একজন প্রার্থী দিয়ে প্রকারান্তরে তারা বিএনপির ওপর একটা চাপ সৃষ্টি করতে চাইছে। বিএনপি যদি আওয়ামী লীগ নেত্রীর মতো মো. সাহাবুদ্দিন মার্কা কোনো প্রার্থী দেয়, তাহলে জামায়াত তাদের বিকল্প প্রার্থীর নাম উচ্চারণের মাধ্যমে জনমত গড়ার চেষ্টা করতে পারবে। গণতন্ত্র এবং একনায়কতন্ত্রের মধ্যকার পার্থক্যটি আলোচনায় আনতে পারবে

মাসুদ কামাল

বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি পদটিকে আমার কাছে দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অথচ গুরুত্বহীন, সম্মানিত অথচ অবহেলিত, ক্ষমতাবান এবং একই সঙ্গে ক্ষমতাহীন ব্যক্তি বলে মনে হয়। উনি অনেক কিছুই পারেন, অথচ কিছুই পারেন না। মাত্র দেড়টি কাজ ছাড়া আর সবকিছুই তাঁকে করতে হয় প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী। এ রকম একটা পদে নির্বাচন হবে এ মাসের ২০ তারিখে। তবে ওই পদে কে নির্বাচিত হবেন, সেটা জানতে আমাদের হয়তো অত দিন অপেক্ষা করতে হবে না। এক সপ্তাহ আগেই আমরা সেটা জেনে যাব। ১৩ আগস্ট মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ দিনেই জানা যাবে কে হতে যাচ্ছেন আমাদের পরবর্তী রাষ্ট্রপতি। বিএনপি যাঁকে মনোনয়ন দেবে, বস্তুত তিনিই যাবেন ৫৪ একর জায়গার ওপর দাঁড়িয়ে থাকা বিশাল বঙ্গভবনের বাসিন্দা হয়ে।

এরই মধ্যে নির্বাচন কমিশন ঘোষণা করেছে ২০ আগস্ট হবে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন। সাবেক রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন পদত্যাগ করেছেন ২৪ জুলাই। সে হিসাবে এক মাস না পেরোতেই ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি হাফিজ উদ্দিন আহমদ ভারমুক্ত হবেন। এরই মধ্যে জাতীয় সংসদের প্রধান বিরোধী দল জামায়াতে ইসলামী জানিয়েছে তারা এই নির্বাচনে অংশ নেবে। যদি তারা শেষ পর্যন্ত প্রার্থী দেয়, তাহলে দীর্ঘ ৩৫ বছর পর ভোটের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবেন। এই নির্বাচন হবে কেবল সংসদ সদস্যদের ভোটের মাধ্যমে। এই মুহূর্তে জাতীয় সংসদের সদস্যসংখ্যা ৩৪৭ জন। ফলে ১৭৪ জন এমপি যাঁকে ভোট দেবেন, তিনিই নির্বাচিত হবেন। সংরক্ষিত মহিলা আসনসহ বিএনপির সদস্য আছেন ২৪৫ জন। এ ছাড়া তাদের জোটের আছে আরও তিনজন। স্বতন্ত্রদের মধ্যে যাঁরা নির্বাচনের আগেও বিএনপি করতেন, এখন বিএনপির সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে মিলে যাওয়ার চেষ্টা করছেন, তাঁদের সংখ্যাও ৩-৪ জন হবেন। ফলে ধরেই নেওয়া যায় ২৫০টি ভোট তারা অবধারিতভাবে পাবে। এই সংখ্যা নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার জন্য যথেষ্ট।

তাহলে জামায়াত এ নির্বাচনে প্রার্থী দিচ্ছে কেন? ফলাফল যখন জানাই, তাদের প্রার্থীর জয়ের কোনোই সম্ভাবনা নেই, তখন তারা এই নির্বাচনে অংশ কেন নিচ্ছে? এই অংশগ্রহণ কি নিতান্তই হাস্যকর? আমার কিন্তু তা মনে হয় না। উল্টো এখানে আমি একটা রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচয় দেখতে পাই। এ নিয়ে বিস্তারিত বলার আগে বরং আরেকবার রাষ্ট্রপতি পদটি আমাদের সংবিধানে কীভাবে আছে, সেটা একবার বলে নিই।

আজ পর্যন্ত যে সংবিধানটি বলবৎ আছে, তার ৪৮ অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রপতি সম্পর্কে বিস্তারিত বলা আছে। সেখানে বলা হয়েছে, 'রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের অন্য সকল ব্যক্তির ঊর্ধ্বে স্থান লাভ করিবেন।' এর পরেই আবার বলা হয়েছে-'এই সংবিধানের ৫৬ অনুচ্ছেদের (৩) দফা অনুসারে কেবল প্রধানমন্ত্রী ও ৯৫ অনুচ্ছেদের (১) দফা অনুসারে প্রধান বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্র ব্যতীত রাষ্ট্রপতি তাঁহার অন্য সকল দায়িত্ব পালনে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কার্য করিবেন।' এতটুকু পড়ে মনে হতেই পারে মাত্র এই দুটি কাজই কেবল রাষ্ট্রপতি নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী করতে পারেন। কিন্তু লক্ষ করবেন, এই লেখার শুরুতে আমি দুটি নয়, দেড়টি কাজের কথা বলেছিলাম! আসলে এই দুটি কাজের প্রথমটি তিনি করতে পারবেন শর্ত সাপেক্ষে। প্রধানমন্ত্রী নিয়োগটি তাঁকে করতে হবে ৫৬ (৩) অনুসারে। অর্থাৎ সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের যাঁর প্রতি সমর্থন আছে বলে রাষ্ট্রপতির কাছে মনে হবে, তাঁকেই তিনি প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করতে পারবেন। যাঁকে ইচ্ছা তাঁকেই প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দিতে পারবেন না। তবে প্রধান বিচারপতিকে তিনি নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী নিয়োগ দিতে পারবেন। এ জন্যই দেড়টি বলেছিলাম।

এর বাইরে যত কিছু আছে, করতে হবে তাঁকে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারে। সংবিধানে আরও বলা আছে-'প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতিকে আদৌ কোনো পরামর্শদান করিয়াছেন কি না এবং করিয়া থাকিলে কি পরামর্শ দান করিয়াছেন, কোনো আদালত সেই সম্পর্কে কোনো প্রশ্নের তদন্ত করিতে পারিবেন না।' সরকারি যেকোনো প্রজ্ঞাপনের দিকে তাকালে দেখবেন সকল আদেশ-নির্দেশ কিন্তু হয়ে থাকে 'রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে'। প্রধানমন্ত্রী কোনো আদেশ দেন না, সব রাষ্ট্রপতি দেন। প্রধানমন্ত্রী বা অন্য কোনো মন্ত্রীর আদেশই রাষ্ট্রপতির আদেশ হিসেবে জারি করা হয়। এ এক আজব পদ্ধতি! তাঁর কোনো কিছু করারই ক্ষমতা নেই, অথচ সবকিছুই তাঁর নামে হয়ে থাকে! আমি বুঝি না এভাবে ঘুরিয়ে খাওয়ার কী দরকার থাকতে পারে। নিশ্চয়ই কোনো অপরিহার্য কারণ রয়েছে, আমাদের মোটা মাথায় সেটা ঢোকে না।

রাষ্ট্রপতির জীবন যে খুব একটা উপভোগ্য, তা মনে হয় না। আমাদের সবশেষ দুই রাষ্ট্রপতির কথাবার্তায় সে রকমই ধারণা করি। আবদুল হামিদ সাহেব তো একাধিক পাবলিক মিটিংয়ে সে কথা প্রকাশও করেছেন। খাওয়া-দাওয়া, চলাফেরায় কীভাবে তাঁকে সার্বক্ষণিক নজরদারির মধ্যে থকিতে হতো, সেসব বলেছেন। রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন সাহেবের সঙ্গে আমার যতবার কথা হয়েছে, তিনি তাঁর অসহায়ত্বের কথা উচ্চারণ করেছেন। ওই বিশাল প্রাসাদে থাকাটা তিনি যে মোটেই এনজয় করছেন না, সে কথাও বলেছেন অকপটে। একাধিকবার নিজেকে তিনি অভিহিত করেছেন 'বন্দী' হিসেবে। তারপরও এরপর ২২ পৃষ্ঠায়

ভারতকে 'হাসিনা' থেকে বের হতে হবে

অধ্যাপক মোহাম্মদ সফি উল্যাহ

বাংলাদেশ ও ভারতের সম্পর্ক দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক। ভৌগোলিক নৈকট্য, অভিন্ন নদী, ঐতিহাসিক যোগাযোগ, সাংস্কৃতিক বন্ধন, অর্থনৈতিক সহযোগিতা, সীমান্ত ব্যবস্থাপনা এবং আঞ্চলিক নিরাপত্তার মতো বহু ক্ষেত্রে দুই দেশের স্বার্থ গভীরভাবে পরস্পরনির্ভরশীল। ফলে বাংলাদেশ ও ভারতের সম্পর্কের স্থিতিশীলতা শুধু দুই দেশের জন্য নয়, সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ার শান্তি, নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্যও গুরুত্বপূর্ণ।

কিন্তু বর্তমান রাজনৈতিক বাস্তবতায় একটি মৌলিক প্রশ্ন সামনে এসেছে-ভারত কি এখনও শেখ হাসিনা কেন্দ্রিক পুরোনো রাজনৈতিক সমীকরণ থেকে বেরিয়ে এসে বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে নতুনভাবে দেখতে প্রস্তুত? আমার দৃষ্টিতে, বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক স্বাভাবিক করার পথে অন্যতম বড় রাজনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক বাধা হলো অতীতের সেই ব্যক্তি ও দলকেন্দ্রিক সম্পর্কের কাঠামো থেকে বেরিয়ে আসতে না পারা।

বাংলাদেশে রাজনৈতিক বাস্তবতা বদলে গেছে। জনগণের প্রত্যাশা বদলেছে। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সমীকরণও পরিবর্তিত হয়েছে। এই পরিবর্তিত বাস্তবতাকে উপেক্ষা করে পুরোনো সম্পর্কের কাঠামো ধরে রাখার চেষ্টা করলে দুই দেশের মধ্যে আস্থার সংকট আরও গভীর হতে পারে।

বাংলাদেশ একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র। তার পররাষ্ট্রনীতি বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থ, জনগণের প্রত্যাশা এবং পরিবর্তিত আন্তর্জাতিক বাস্তবতার ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে। অতীতে কোনো সরকার কোন দেশের সঙ্গে কী ধরনের সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল, সেটি ইতিহাসের অংশ। কিন্তু অতীতের কোনো সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ককে ভবিষ্যতের বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের স্থায়ী ভিত্তি হিসেবে ধরে নেওয়া বাস্তবসম্মত নয়।

গত দেড় দশকে ভারত ও আওয়ামী লীগ সরকারের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার একটি বিশেষ পর্ব ছিল। নিরাপত্তা সহযোগিতা, সীমান্ত ব্যবস্থাপনা, আঞ্চলিক যোগাযোগ, বাণিজ্যসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুই দেশ একসঙ্গে কাজ করেছে। এসব সহযোগিতার অনেক ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রের দীর্ঘমেয়াদি স্বার্থের সঙ্গে সম্পর্কিত। কিন্তু রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক এবং একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের সঙ্গে একটি রাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠতা এক বিষয় নয়। সরকার পরিবর্তিত হয়, রাজনৈতিক নেতৃত্ব পরিবর্তিত হয়, জনগণের রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা পরিবর্তিত হয়; কিন্তু প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি সম্পর্ক টিকে থাকে রাষ্ট্রের পারস্পরিক স্বার্থের ওপর।

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর দেশের জনগণের মধ্যে এমন ধারণা তৈরি হয়েছে যে ভারত এখনও পূর্ববর্তী রাজনৈতিক সমীকরণের আলোকে বাংলাদেশকে মূল্যায়ন করছে। এই ধারণা সম্পূর্ণ সত্য কি না, সেটি নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে, তেবে খালি চোখে সেটিই বুঝা যাচ্ছে। কিন্তু কূটনীতিতে শুধু বাস্তবতা নয়, বাস্তবতা সম্পর্কে জনগণের ধারণাও গুরুত্বপূর্ণ। কোনো একটি দেশের জনগণের মধ্যে যদি প্রতিবেশী রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও অবস্থান নিয়ে দীর্ঘস্থায়ী সন্দেহ তৈরি হয়, তাহলে সরকার-সরকার সম্পর্ক স্বাভাবিক হলেও জনগণ-জনগণ সম্পর্কের আস্থা পুনর্গঠন কঠিন হয়ে পড়ে।

বাংলাদেশ এখন এমন একটি পরিবর্তিত ভূরাজনৈতিক বাস্তবতার মধ্যে রয়েছে, যেখানে কোনো একটি দেশের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীল না থেকে বিভিন্ন রাষ্ট্র ও অঞ্চলের সঙ্গে অর্থনৈতিক, কৌশলগত ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক সম্প্রসারণের সুযোগ তৈরি হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের জুন ২০২৬-এর চীন সফরের সময় দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য, বিনিয়োগ, অবকাঠামো, শিল্পায়ন ও আঞ্চলিক যোগাযোগ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়েছে। একই সময়ে চীন বাংলাদেশ থেকে মিয়ানমার হয়ে চীন পর্যন্ত একটি অর্থনৈতিক করিডোর প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব দিয়েছে। এর উদ্দেশ্য আঞ্চলিক যোগাযোগ ও বাণিজ্য সম্প্রসারণ। তবে এটি এখনো একটি প্রস্তাবিত করিডোর, বাস্তবায়িত অর্থনৈতিক করিডোর নয় এই পার্থক্যটি মনে রাখা জরুরি।

চীনের সঙ্গে আলোচনায় মোংলা বন্দর আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণ এবং চট্টগ্রামে Chinese Economic and Industrial Zone উন্নয়নের বিষয়ও গুরুত্ব পেয়েছে। একই সঙ্গে চীনের বাজারে বাংলাদেশের পণ্যের জন্য ১০০ শতাংশ tariff lines-এ শুল্কমুক্ত সুবিধার বিষয়টি দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় এসেছে। তিস্তা নদী ব্যবস্থাপনা ও পুনরুদ্ধার প্রকল্প নিয়েও সহযোগিতার বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে। এসব উদ্যোগের অর্থ এই নয় যে বাংলাদেশ ভারত থেকে দূরে সরে যেতে চায়। বরং এর অর্থ হলো বাংলাদেশ তার অর্থনীতি, বাণিজ্য, অবকাঠামো ও কৌশলগত অংশীদারিত্বকে বহুমুখী করতে চাইছে।

একইভাবে যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, জাপান, মধ্যপ্রাচ্য, পাকিস্তান এবং অন্যান্য আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক অংশীদারের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কও নিজস্ব জাতীয় স্বার্থের ভিত্তিতে বিকশিত হচ্ছে। একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়ন করবে-এটাই স্বাভাবিক। এটিকে কোনো নির্দিষ্ট দেশের বিরুদ্ধে অবস্থান হিসেবে দেখা উচিত নয়। বরং এই বহুমুখীকরণ ভারতের জন্যও একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা বহন করে: বাংলাদেশকে আর কোনো একটি রাজনৈতিক দল বা ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্কের মধ্য দিয়ে ব্যাখ্যা করার সুযোগ নেই। বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্কের এরপর ৪৩ পৃষ্ঠায়

> বাংলাদেশকে দেখতে হবে একটি স্বাধীন, সার্বভৌম এবং পরিবর্তনশীল রাষ্ট্র হিসেবে; তার জনগণের রাজনৈবাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের স্থায়ী ভিত্তি কোনো ব্যক্তি নন, কোনো রাজনৈতিক দলও নয়। স্থায়ী ভিত্তি হলো ভূগোল, জনগণ, তিক আকাঙ্ক্ষা ও জাতীয় স্বার্থকে সম্মান করতে হবে। পারস্পরিক স্বার্থ, সার্বভৌম সমতা এবং ভবিষ্যতের অভিন্ন সম্ভাবনা। তাই এখন সময় অতীতের 'হাসিনা কার্ড' নিয়ে রাজনীতি করার নয়; বরং সেই কার্ডের সীমাবদ্ধতা থেকে বেরিয়ে এসে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে একটি নতুন, বাস্তববাদী, ভারসাম্যপূর্ণ এবং জনগণকেন্দ্রিক সম্পর্ক গড়ে তোলার। ভারত যদি সত্যিই বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে চায়, তাহলে তাকে প্রথমেই বাংলাদেশকে হাসিনার বাইরে দেখতে শিখতে হবে

দেশে যাওয়ার পথে কম খরচে ওমরাহ করে যেতে পারেন
স্পেশাল ওমরাহ প্যাকেজ $১৫৫০
• ওমরাহ প্যাকেজ
• ওমরাহ ভিসা
• মোয়াল্লেম
• হোটেল ও ট্রান্সপোর্ট
বিশ্বের সকল দেশের ভিসা প্রসেসিং করা হয়
সবচেয়ে কমদামের গ্যারান্টি আমরাই দিচ্ছি
৭৪৯
JFK-Dhaka-JFK Return
আমরা IATA অনুমোদিত
আমরা ARC অনুমোদিত
DELTA AIR LINES
Biman BANGLADESH AIRLINES
AmericanAirlines
ETIHAD AIRWAYS
QATAR AIRWAYS
Emirates
KUWAIT AIRWAYS
Mohammad B Hossain (Belal)
President & CEO
বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা বিভিন্ন এয়ার লাইন্সের স্টক হোল্ডার
বাংলাদেশ থেকে আসার টিকেট সবচেয়ে কম দামে আমাদের কাছেই পাবেন।
আবু তাহের খান
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
কাঞ্চন
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
জামান রঞ্জু
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
কে.এম. শহিদ
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
মাহির
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
জাহাঙ্গীর
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
নিলয়
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
NEW YORK OFFICE
73-05 37th Road, Jackson Heights NY 11372
ATLANTA OFFICE
4229 1st Ave, Suite B, Tucker, GA 30084
Tel: 404-704-7753
DHAKA OFFICE
Floor #03, House #09 Road # 17, Block-E, Banani, Dhaka-1213
+88 01711256872
Phone: 917-396-4140, 917-592-7828

পাকিস্তানের জন্য 'ফাঁদ', ভারতের চ্যালেঞ্জ

সৈয়দ ইশতিয়াক রেজা

সৌদি আরব, পাকিস্তান ও তুরস্কের মধ্যে ৭ আগস্ট ২০২৬ মক্কায় স্বাক্ষরিত নতুন যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তি মধ্যপ্রাচ্য ও দক্ষিণ এশিয়ার কৌশলগত পরিবেশে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে। চুক্তিটি সৌদি যুবরাজ ও প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ বিন সালমান, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ এবং তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ানের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়। এর মূল নীতি হলো, তিন দেশের যে কোনো একটির ওপর সশস্ত্র হামলাকে তিন দেশের ওপর হামলা হিসেবে বিবেচনা করা হবে।

চুক্তিটি ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরে সৌদি আরব ও পাকিস্তানের মধ্যে স্বাক্ষরিত কৌশলগত পারস্পরিক প্রতিরক্ষা চুক্তির ওপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে। নতুন ত্রিপক্ষীয় কাঠামোতে যৌথ সামরিক মহড়া, প্রতিরক্ষা শিল্পে সহযোগিতা, প্রযুক্তি হস্তান্তর, গোয়েন্দা তথ্য বিনিময় এবং সামরিক প্রশিক্ষণের মতো ক্ষেত্র আরও বিস্তৃত হতে পারে। তবে চুক্তির নির্দিষ্ট সামরিক প্রতিশ্রুতি, বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া এবং কোন পরিস্থিতিতে কী ধরনের সামরিক সহায়তা দেওয়া হবে, এসব বিষয়ে এখনো বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করা হয়নি।

চুক্তির সময়কাল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মধ্যপ্রাচ্য বর্তমানে গভীর নিরাপত্তা সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র-ইরান সংঘাতের কোনো স্থায়ী সমাধান এখনো দৃশ্যমান নয়। একই সঙ্গে ইরান-সমর্থিত হুতি বাহিনীর তৎপরতা ও সৌদি আরব এবং সৌদি স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট স্থাপনা ও জাহাজের বিরুদ্ধে হুমকি রিয়াদের নিরাপত্তা উদ্বেগ বাড়িয়ে দিয়েছে।

হরমুজ প্রণালির সম্ভাব্য বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং লোহিত সাগরে হুতিদের হামলার হুমকি দেখিয়ে দিয়েছে, আঞ্চলিক সংঘাত কত দ্রুত সৌদি আরবের বাণিজ্য, জ্বালানি রপ্তানি এবং বিনিয়োগ পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। ভিশন ২০৩০-এর মাধ্যমে অর্থনীতিকে রূপান্তর করার উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সৌদি আরবের জন্য স্থিতিশীল নিরাপত্তা পরিবেশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এ কারণেই রিয়াদ এমন অংশীদার খুঁজছে, যারা প্রয়োজনে জনবল, সামরিক সক্ষমতা, গোয়েন্দা তথ্য, প্রযুক্তি এবং কৌশলগত সহায়তা দিতে পারে। পাকিস্তান ও তুরস্ক এ সমীকরণে ভিন্ন ধরনের সক্ষমতা নিয়ে হাজির হয়েছে।

পাকিস্তানের রয়েছে বিশাল সামরিক বাহিনী, দীর্ঘ সামরিক অভিজ্ঞতা এবং সৌদি আরবের সঙ্গে বহু দশকের প্রতিরক্ষা সম্পর্ক। ফলে সৌদি আরবের জন্য পাকিস্তান একটি গুরুত্বপূর্ণ সামরিক অংশীদার হতে পারে। তবে পাকিস্তানের জন্য চুক্তিটি শুধু নিরাপত্তা সহযোগিতার বিষয় নয়; এর সঙ্গে অর্থনৈতিক স্বার্থও গভীরভাবে যুক্ত। পাকিস্তানের অর্থনীতি দীর্ঘদিন ধরে বৈদেশিক ঋণ, আর্থিক সহায়তা, বেলআউট কর্মসূচি এবং বিদেশি অর্থপ্রবাহের ওপর নির্ভরশীল। চীন-পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডোর বা সিপিইসি পাকিস্তানের কাঠামোগত অর্থনৈতিক সমস্যার পুরোপুরি সমাধান করতে পারেনি। একই সঙ্গে চীনও অতিরিক্ত অর্থায়নের ক্ষেত্রে আগের তুলনায় বেশি সতর্ক হয়ে উঠেছে। এ পরিস্থিতিতে সৌদি আরবের কাছ থেকে আর্থিক সহায়তা, বিনিয়োগ ও জ্বালানি সহযোগিতা পাকিস্তানের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। অন্যদিকে তুরস্কের কাছ থেকে পাকিস্তান পেতে পারে সামরিক প্রযুক্তি, প্রশিক্ষণ, গোয়েন্দা সহযোগিতা এবং প্রতিরক্ষা শিল্পে অংশীদারত্ব। তবে এর বিপরীত দিকও রয়েছে। সৌদি আরব ও তুরস্কের নিরাপত্তা স্বার্থের সঙ্গে পাকিস্তান যত বেশি যুক্ত হবে, তার স্বাধীন পররাষ্ট্র ও নিরাপত্তা নীতি পরিচালনার সুযোগ তত সংকুচিত হতে পারে।

চুক্তিতে তুরস্কের অংশগ্রহণ এ সমীকরণকে আরও গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে। প্রেসিডেন্ট এরদোয়ানের নেতৃত্বে তুরস্ক মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা, মধ্য এশিয়া ও দক্ষিণ এশিয়ায় নিজের রাজনৈতিক ও সামরিক প্রভাব বাড়ানোর চেষ্টা করছে। সিরিয়া, কুর্দি গোষ্ঠী এবং মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন সংঘাতে তুরস্কের সক্রিয় ভূমিকা দেখায় যে, আঙ্কারার নিরাপত্তা ও ভূরাজনৈতিক স্বার্থ তার নিজস্ব সীমান্তের অনেক বাইরে বিস্তৃত।

পাকিস্তানের সঙ্গে তুরস্কের প্রতিরক্ষা সম্পর্কও এরই মধ্যে উল্লেখযোগ্য পর্যায়ে পৌঁছেছে। ড্রোন, নৌযান, প্রতিরক্ষা প্রযুক্তি, প্রশিক্ষণ এবং বিভিন্ন সামরিক প্রকল্পে দুই দেশ সহযোগিতা করছে। ২০২৫ সালের মে মাসে ভারত-পাকিস্তান সংঘাতের সময় তুরস্ক পাকিস্তানের প্রতি রাজনৈতিক সমর্থন প্রদর্শন করে। সেই অভিজ্ঞতা দুই দেশের প্রতিরক্ষা সহযোগিতাকে আরও গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে।

নতুন ত্রিপক্ষীয় কাঠামো এ সহযোগিতাকে আরও দ্রুত এগিয়ে নিতে পারে। ড্রোন, নৌ-প্রযুক্তি, যুদ্ধবিমান এবং ভবিষ্যৎ প্রতিরক্ষা প্রকল্পে পাকিস্তান তুরস্কের প্রযুক্তিগত সক্ষমতা থেকে আরও বেশি সুবিধা নিতে পারে। তুরস্কের কান যুদ্ধবিমান প্রকল্পসহ উন্নত প্রতিরক্ষা প্রযুক্তিও ভবিষ্যতে পাকিস্তান-তুরস্ক সহযোগিতার অংশ হতে পারে।

একটা প্রশ্ন উঠছে যে, পাকিস্তান কি তুরস্কের দক্ষিণ এশীয় প্রভাবের সেতু? তুরস্ক শুধু বাণিজ্যিক প্রতিরক্ষা সহযোগিতা চাইছে না; আঙ্কারা মুসলিম বিশ্বে তার রাজনৈতিক ও কৌশলগত প্রভাব বাড়াতে চায়। 'এশিয়া অ্যাগেইন' উদ্যোগের মাধ্যমে দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়ায় তুরস্কের উপস্থিতি বাড়ছে।

বাংলাদেশ, পাকিস্তান এবং অন্যান্য মুসলিম-অধ্যুষিত দেশের সঙ্গে তুরস্কের ক্রমবর্ধমান সম্পর্ক এবং ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে তার সামুদ্রিক ও প্রতিরক্ষা উপস্থিতি নয়াদিল্লির জন্য নতুন বাস্তবতা তৈরি করছে।

এ পরিস্থিতিতে পাকিস্তান তুরস্কের দক্ষিণ এশীয় কৌশলগত সম্প্রসারণের একটি গুরুত্বপূর্ণ এরপর ২২ পৃষ্ঠায়

> সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, সৌদি আরবকে ভারত-পাকিস্তান প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে কোনো পক্ষ বেছে নিতে বাধ্য করার চেষ্টা না করে, রিয়াদের সঙ্গে নিজস্ব কৌশলগত সম্পর্ক আরও শক্তিশালী করতে চেষ্টা করবে ভারত। শেষ পর্যন্ত মক্কা যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তি শুধু তিন দেশের সামরিক সহযোগিতার বিষয় নয়। এর পেছনে রয়েছে ইরান, সৌদি আরব, তুরস্ক, পাকিস্তান, যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য শক্তির মধ্যে বৃহত্তর ভূরাজনৈতিক প্রতিযোগিতা। পাকিস্তান হয়তো এ চুক্তির মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা ও আন্তর্জাতিক গুরুত্ব বাড়াতে পারবে। কিন্তু একই সঙ্গে এমন সংঘাতে জড়িয়ে পড়ার ঝুঁকিও বাড়বে, যা সরাসরি তার জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। অন্যদিকে ভারতের জন্য মূল চ্যালেঞ্জ হলো, তুরস্কের ক্রমবর্ধমান দক্ষিণ এশীয় প্রভাব এবং সৌদি সম্পদ ও পাকিস্তানি সামরিক সক্ষমতার সম্ভাব্য সমন্বয়

বিদেশনির্ভরতার ঝুঁকি

মে. জে. এইচআরএম রোকন উদ্দিন (অব.)

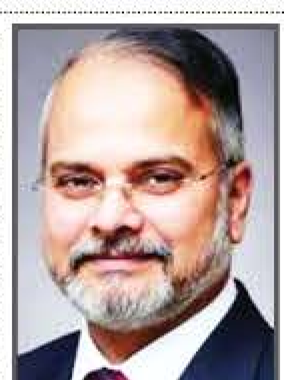

দক্ষিণ এশিয়ার ভূ-রাজনৈতিক বাস্তবতায়, ছোট ও মধ্যম আকারের রাষ্ট্রগুলোর জন্য বৃহৎ প্রতিবেশীর প্রভাব মোকাবিলা করা সবসময়ই একটি জটিল কৌশলগত চ্যালেঞ্জ। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এ চ্যালেঞ্জ আরও বড়, কারণ ভূগোলগতভাবে দেশটি প্রায় সম্পূর্ণরূপে ভারত দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং স্বাধীনতার পর থেকেই দুই দেশের সম্পর্ক রাজনৈতিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক-এ তিনটি ক্ষেত্রেই গভীরভাবে জড়িয়ে আছে। এ নৈকট্য সহযোগিতার সুযোগ তৈরি করে, কিন্তু একইসঙ্গে নির্ভরতা ও প্রভাবের ঝুঁকিও বহন করে আনে, যা আজকের বাংলাদেশের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয় হওয়া উচিত।

দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতা এ প্রশ্নে কিছু প্রাসঙ্গিক প্রেক্ষাপট তৈরি করে। নেপালে ২০১৫ সালে ভারত আরোপিত অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক অবরোধ, যা নেপালের নতুন সংবিধান নিয়ে মতভেদের জের ধরে ঘটেছিল, ভারত-প্রভাবিত নীতির একটি ব্যাপকভাবে আলোচিত উদাহরণ হিসাবে থেকে গেছে। শ্রীলংকায় তামিল সংকটকালে এবং পরবর্তী রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহে ভারতের ভূমিকা নিয়ে দীর্ঘদিনের বিতর্ক রয়েছে। মালদ্বীপে গত কয়েক বছরে 'ইন্ডিয়া আউট' নামে পরিচিত একটি রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে উঠেছে, যা মালদ্বীপের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও সামরিক বিষয়ে ভারতীয় উপস্থিতির বিরুদ্ধে জনমত প্রতিফলিত করে এবং ২০২৩-২৪ সালে নির্বাচিত সরকার ভারতীয় সামরিক কর্মীদের প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছিল। ভুটানের ক্ষেত্রে ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক ঐতিহাসিকভাবে ঘনিষ্ঠ হলেও, ভুটানও ধীরে ধীরে তার বৈদেশিক সম্পর্ক বৈচিত্র্যময় করার চেষ্টা করছে। এ উদাহরণগুলো প্রমাণ করে, আঞ্চলিক প্রভাব নিয়ে উদ্বেগ বাংলাদেশের একক কোনো পরিস্থিতি নয়, এটি দক্ষিণ এশিয়ার ছোট রাষ্ট্রগুলোর একটি সাধারণ কৌশলগত প্রশ্ন, যা প্রতিটি দেশ নিজ নিজ পরিস্থিতি অনুযায়ী মোকাবিলা করার চেষ্টা করেছে।

ভারতের বহিঃগোয়েন্দা সংস্থা রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালাইসিস উইং (RAW) ১৯৬৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক রাজনীতিতে একটি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে বলে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা বিশ্লেষক ও গবেষণা সংস্থা মত দিয়েছে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সহায়তায় ভারত-এর ভূমিকা সুপরিচিত ইতিহাস, যা সেই সময়ের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের জন্য সহায়ক প্রমাণিত হয়েছিল। তবে স্বাধীনতা-উত্তর সময়ে আঞ্চলিক ক্ষমতার ভারসাম্য ও কৌশলগত স্বার্থ বদলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, প্রতিবেশী দেশগুলোর প্রতি ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনা ও বিতর্কও বদলেছে।

বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের আর্থ-বাণিজ্যিক দিকটিও পরীক্ষা করা প্রয়োজন। দুই দেশের মধ্যে বার্ষিক বাণিজ্যের পরিমাণ কয়েক বিলিয়ন ডলারের এবং বিভিন্ন অর্থনৈতিক চুক্তি, সীমান্ত হাট, ট্রানজিট সুবিধা এবং অবকাঠামো প্রকল্প উভয় দেশের মধ্যে সম্পাদিত হয়েছে। এ সম্পর্কের একটি স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য হলো-বাণিজ্য ভারসাম্য সাধারণত ভারতের অনুকূলে থাকে, যা ছোট প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে বড় প্রতিবেশীর বাণিজ্যিক সম্পর্কের একটি প্রচলিত প্যাটার্ন। এ বাণিজ্য ভারসাম্যহীনতা নিয়ে বাংলাদেশে অর্থনীতিবিদ ও নীতিনির্ধারকদের মধ্যে দীর্ঘদিনের আলোচনা রয়েছে এবং এটি অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে একটি বৈধ নীতিগত উদ্বেগ হিসাবে বিবেচিত হতে পারে-বিশেষ অভিযোগ ছাড়াই।

তথ্যপ্রযুক্তি ও ডিজিটাল অবকাঠামোর ক্ষেত্রে, এটি একটি প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা নীতির বিষয় যে-যে কোনো রাষ্ট্রের জন্য, তার সংবেদনশীল সরকারি ও সামরিক তথ্যপ্রযুক্তি অবকাঠামোতে বিদেশি সরবরাহকারীর ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা একটি সম্ভাব্য ঝুঁকি তৈরি করে-এ ঝুঁকি কোনো নির্দিষ্ট দেশের প্রতি অভিযোগ ছাড়াই সাধারণভাবে প্রযোজ্য। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের একাধিক দেশ গত দশকে চীনা টেলিকম সরঞ্জাম প্রস্তুতকারক হুয়াওয়ে সম্পর্কে একই ধরনের নিরাপত্তা পর্যালোচনা পরিচালনা করেছে এবং কিছু ক্ষেত্রে তাদের ৫জি নেটওয়ার্কে নির্দিষ্ট কোম্পানির অংশগ্রহণ সীমিত বা নিষিদ্ধ করেছে-এ দৃষ্টান্ত প্রমাণ করে, জাতীয় নিরাপত্তা স্বার্থে ডিজিটাল অবকাঠামো নিরীক্ষা একটি স্বাভাবিক ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নীতি প্রক্রিয়া, যা বাংলাদেশের জন্যও প্রাসঙ্গিক বিবেচনা হতে পারে যে কোনো নির্দিষ্ট দেশকে দায়ী না করেই।

বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা সংগ্রহ ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, আমাদের দেশ ঐতিহ্যগতভাবে তার সামরিক সরঞ্জাম ও প্রশিক্ষণের জন্য একাধিক উৎসের ওপর নির্ভর করেছে-চীন বাংলাদেশের সামরিক সরঞ্জামের একটি প্রধান সরবরাহকারী, রাশিয়া রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পে যুক্ত এবং যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, তুরস্কের সঙ্গেও প্রশিক্ষণ ও প্রতিরক্ষা সহযোগিতা রয়েছে। এ বহুমাত্রিক সম্পর্ক প্রকৃতপক্ষে একটি কৌশলগত ভারসাম্য তৈরির প্রচেষ্টা হিসাবে দেখা যেতে পারে, যা কোনো একক দেশের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা এড়াতে সহায়ক।

আগস্ট ২০২৪-এর রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর, বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি ও নিরাপত্তা কাঠামো পুনর্বিবেচনার একটি স্বাভাবিক সময় এসেছে। যে এরপর ২২ পৃষ্ঠায়

> জাতীয় স্বার্থ, সার্বভৌমত্ব, তথ্য নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা রক্ষায় বহুমাত্রিক অংশীদারত্ব গড়ে তোলে এবং একক নির্ভরতার ঝুঁকি কমানোর চেষ্টা করে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও একই নীতি প্রযোজ্য। ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক ও ঐতিহাসিক বাস্তবতার কারণে ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখা যেমন অপরিহার্য, তেমনি একইসঙ্গে অন্যান্য আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক অংশীদারদের সঙ্গে ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা, প্রাতিষ্ঠানিক স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা, প্রযুক্তিগত ও নিরাপত্তাগত সক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং জাতীয় স্বার্থকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়াও সমান গুরুত্বপূর্ণ। আঞ্চলিক সহযোগিতা ও জাতীয় স্বার্থের সুরক্ষা একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়; বরং একটি আধুনিক, স্বাধীন ও বাস্তববাদী পররাষ্ট্রনীতির পরস্পর-পরিপূরক দুটি মৌলিক ভিত্তি

Grand Sponsor

GOLDEN AGE HOME CARE

Event Partner: NYSADC New York Senior Adult Day Care

Powered By: ALL COUNTY হোম কেয়ার — Muhammad Kader, CIP, CEO, 585-456-0739

Organized By: Bangladesh Society, Inc. 1975

SAUP — South Asian Unity Parade — One Region · One Culture · One Future

SOUTH ASIAN UNITY PARADE

CELEBRATING OUR CULTURE, HERITAGE & COMMUNITY

August 9, 2026 Sunday | **10 AM to 3 PM**

PLACE: 37 AVE BETWEEN 69 ST TO 87 ST
JACKSON HEIGHTS, NY 11372

Chief Guest (Invited)
Honorable Zohran Mamdani
Mayor, New York City

Guest of Honor
Honorable Donavan Richards
Queens Borough President (Guest Speaker)
Honorable Melinda Katz
Queens District Attorney (Guest Speaker)

Chief Advisor
Muhammad Kader, CIP

Chairman Social Welfare
Shamsun Nahar Sheikh

Chairman Community Affairs
Sifa Bhuiyan

Advisor
Dr. Abu Zubair Dara
Dr Golam Matabar
Dr. Sadia Afrin
Saghir khan, Harun Bhuiyan
Abdul Hasim Hasnu
Badrul Khan, Mohammad Pier
Aldin Blue, Jasim Uddin
Eng. Mohammad A Khalek
Muhammad Saif Ullah Nagra
ABM Osman Goni
Abdur Rahim Badsha
Kabir Ratan, Md. Akhtar Hossain
Faruk Hossain Mazumder
Sirajuddin Sohag
S M Mahabubur Rahman Titu
Maksudul Haque Chowdhury
Bipul Uzzal, Sakawat Biswas
Imam Kazi Quyuum
Joy Chowdhury, Syed Sawkat
Farhana Chowdhury

Renowned Singer RANO AMENA NAWAZ

Film Actress SHIRIN SHILA

Film Actress SAFA KABIR

Theme Song Lyricist Humayun Kabir Dhali

Presenter Sharmina Siraz Sonia

Grand Marshal
SHAH NAWAZ, MBA, CIP

Parade Executive Committee

Chairperson Cultural Affairs: Rano Amena Nawaz

Athaur Rahman Salim, *President*, Bangladesh Society, Inc.

Convenor: Mohiuddin Dewan

Mohammed Ali, *General Secretary*, Bangladesh Society, Inc.

Chief Coordinator: Shah Shahidul Haque

Coordinator: Jahangir Alam Joy, Toriqul Hossain Badol, Subarna Lama, Surya Simkhada, Raju Rauniyar

Member Secretary: Mohammad Alam Nomi

Co-Convenor: Nuruzzaman Sardar, Iqbal Hossain, Khairul Islam Khokan, J Mollah Sunny, Amin Mehedi, MR Khan Salim

Cultural Secretary: Anik Raj, Bangladesh Society, Inc.

Joint Member Secretary: Mia Mohammad Dulal, Rukon Hakim, Nowshad Haider, Gonesh Kirtonia

Trustee Board of Bangladesh Society: Mohammad Akhter Hossain, Kazi Azharul Hauqe Milon, Azimur Rahman Burhan, Mohammed Atwarul Alam, Abdur Rahim Howladar, Dr. Mohammed Enamul Hoque MD., Juned Ahmed Chowdhury, Kazi Sakawat Hossain Azam, MD. Fakrul Islam Delwar, Ahsan Habib, Naim Tutul.

Organizer: Shakil Miah, Engr. Abdus Sobhan, Redwana Razzaque (Shetu), Jabed Uddin, Sabita Das, Md Abul Kalam Azad, Masud Rana Topan, Miah Alim Pakhi, Nazmul Alam Samal, Shahadat Hossain.

Bangladesh Society: Md. Kamruz Zaman Kamrul (Vice President), Abul Kalam Bhuiyan (Asst. General Secretary), Mofijul Islam Bhiyan (Treasurer), Duke Khan (Organizing Secretary), Rezu Mohammed (Public & Publicity Secretary), Md. Jamil Ansari (Social Welfare Secretary), Md Akhter Babul (Literary Secretary), Asrab Ali Liton (Sports & Ent Secretary), Mohammad Hassan Zilani (School & Edu Secretary), Executive Member: Md A Siddique, Harun Chairman, Abul Kashem Chowdhury, Jahangir Shahid Suhrawardhy, Mansur Ahammad, Hasan Khan.

In collaboration with: Mir Nizamul Haque, Didarul Islam, Kazi Pervez, Sayed Sawkat, Arif Chowdhury, Shamim Ahmed, Sahana Hossain, Rumana Ahmed, Nur Alam Mina

Entertainment Organizer: Belal Ahmed, Badruduzza Sagor, Ajazul Islam

Sponsors: SHAJADI PARVIN SARAH — 1st AIDE Home Care Inc; Empire Care Agency — NURUL AZIM, Ph: 516-451-3748; Send Money; BANGLA TRAVELS, PH: 917-396-4140; KR SHERA INC, 917-667-7324, 347-968-8499; MAHA Construction; FAHEEM HOSSAIN, Mortage Broker, Call: 718-864-4417; Blue Green Insurance Brokerage; CHISHTI CPA PC; JAMAICA Social Adult Day Care; APNA BAZAR; DERA; KABAB KING; Shanai Restaurant & Party Hall; Nuruzzaman Sarder; MASUD SIRAZI, Licensed Realtor, 646-363-0331, kw Landmark II; HABIBUR R. TUHIN, 347-656-5207

Supported By: World Human Rights Development USA

Special Thanks: আজকাল, Channel i, Rtv, ATN, NTV, TBN24, Time TV, ঠিকানা, বাঙালী, IBTV, পরিচয়, প্রথম আলো, ইত্তেফাক, দেশ, বাংলা গেজেট, The Generation, বাংলা পোস্ট, প্রবাস, বাংলাদেশ, Channel 14, KIRON TV, খবর

For more info Call: 347 476 9424 | 718 300 6953 | 917 523 1344 | 646-512-8551

ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের জন্মবার্ষিকীতে দোয়া

৬২ পৃষ্ঠার পর

যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সহসভাপতি ড. মাসুদুল হাসান, হবিগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট আলমগীর চৌধুরী, সাংবাদিক শাবান মাহমুদ, উপদেষ্টা বীরমুক্তিযোদ্ধা মুজাহিদুল ইসলাম, উপদেষ্টা নুরুল আফসার সেন্টু, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এমদাদ ভূঁইয়া রাজু, নিউইয়র্ক স্টেট আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শাহীন আজমল, শামসুল আরেফিন। অনুষ্ঠানের শুরুতে দোয়া মুনাজাত পরিচালনা করেন মাওলানা মঈনুদ্দীন আহমেদ।

অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ডা. শিহাব আহমেদ, কেন্দ্রীয় যুবলীগের সদস্য নুরুল করিম জুয়েল, যুক্তরাষ্ট্র ছাত্রলীগের সভাপতি মাহমুদুল হাসান, সাধারণ সম্পাদক জনয় মিয়া, কানেকটিকাট আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হুমায়ুন আহমেদ চৌধুরী, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক এম উদ্দিন আলমগীর, নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ইলিয়াস আশফী, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক দুলাল বিল্লাহ, সাংগঠনিক সম্পাদক জুনেদ আহমেদ, প্রচার সম্পাদক শেখ শফিকুর রহমান, ব্রুকলিন আওয়ামী লীগের সভাপতি আব্দুল মুহিত, সাধারণ সম্পাদক মোশাহিদ চৌধুরী, কুইন্স আওয়ামী লীগের সভাপতি নজরুল ইসলাম প্রমুখ। অনুষ্ঠানে নিউইয়র্কের বিভিন্ন স্থান থেকে বিপুল সংখ্যক নেতা-কর্মীরা অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানে নারায়ণগঞ্জের আলোচিত সাবেক এমপি শামীম ওসমান বলেন, শেখ হাসিনার সরকার বাংলাদেশকে ডিজিটাল করেছে, আর অন্যরা সেটা কে কাজে লাগিয়ে মিথ্যাচার করে বাংলাদেশকে পৃথিবীর সামনে ব্যর্থ রাষ্ট্র বলছে। ড. মুহাম্মদ ইউনূসের মূল এজেন্ডাই ছিল বাংলাদেশের অর্থনীতিকে ধ্বংস করে দেওয়া। তা না হলে দেশে জঙ্গিবাদ মাথাচাড়া দিয়ে শক্তিশালী হতো না। তার সময়েই বাংলাদেশ থেকে সবচেয়ে বেশি টাকা পাচার হয়েছে লুটপাট দুর্নীতি হয়েছে। বাংলাদেশে ইউনূস নামটি আজ গালিতে পরিনত হয়েছে। বাংলাদেশের মানুষের সামনে তিন সরকারের শাসন ব্যবস্থা তুলনামূলক মূল্যায়ন করার সুযোগ হয়েছে। দেশের সাধারণ মানুষ বুঝে গেছেন শেখ হাসিনা তথা আওয়ামী লীগ সরকার ছাড়া দেশের উন্নয়ন কিছুতেই সম্ভব নয়। সে জন্য বলছেন আগেই ভালো ছিলাম।

সবিতা 'লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড' পেলেন

আজকাল রিপোর্ট

নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত এক সমাবেশে গত ৬ জুলাই ড. সবিতা রাণী সূত্রধরকে 'গোল্ডেন ক্রাউন লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড' প্রদান করা হয়েছে। সম্মাননাপত্রে উল্লেখ করা হয়, দক্ষিণ এশীয় সংগীত, নৃত্য ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণে দীর্ঘদিনের নিরলস সাধনা, নারী ও শিশুদের শিক্ষা ও ক্ষমতায়নে অসামান্য ভূমিকা, শিল্প-সংস্কৃতির মাধ্যমে নতুন প্রজন্মকে আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা এবং অসহায় ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের পাশে মানবিক সহায়তা নিয়ে দাঁড়ানোর অনন্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ড. সবিতা রাণী সূত্রধরকে 'গোল্ডেন ক্রাউন লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড' প্রদান করা হয়েছে।

সম্মাননাপত্রে আরও বলা হয়, বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন ইনক'র মাধ্যমে সবিতা রাণী দীর্ঘদিন ধরে দক্ষিণ এশীয় সংগীত, নৃত্য ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিচ্ছেন। একই সঙ্গে 'সবিতা মাদার অ্যান্ড চিলড্রেন ফাউন্ডেশন ইনক'র মাধ্যমে নারী, শিশু, অসহায় পরিবার এবং সমাজের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কল্যাণে শিক্ষা, সামাজিক উন্নয়ন ও মানবিক সহায়তামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছেন। তাঁর দূরদর্শী নেতৃত্ব, সাংস্কৃ এরপর ৪০ পৃষ্ঠায়

কুনু-ফিরোজ পরিষদের প্রচারণার সূচনা ব্রঙ্কসে

৬২ পৃষ্ঠার পর

এসোসিয়েশনের সভাপতি মইনুল ইসলাম, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান চৌধুরী শেকাজ, অধ্যাপক শাহজাহান, কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব আব্দুল গাফফার চৌধুরী খসরু। সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত ও দোয়া মুনাজাত পরিচালনা করেন মাওলানা আবুল কাসেম ইয়াহিয়া।

খতেজান্ন বক্তব্য রাখেন মো. ফুল মিয়া।

অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন নুরুল আলম জিন্টু, আলতাফ হোসেন, ফজলুল চৌধুরী মনজুর, জবেদ উদ্দিন, লেইছ চৌধুরী, বাংলাদেশ সোসাইটি অব ব্রঙ্কসের প্রচার সম্পাদক শেখ শফিকুর রহমান, সাংবাদিক এম ইদ্রিছ আলী, গোল্ডেন প্যালেসের কর্ণধার কেলাল ইসলাম, আখতারুজ্জামান হ্যাপি, মোজাফফর হোসেন, অধ্যাপক আব্দুল করিম, মোশাহিদ চৌধুরী, মোস্তাকুর রহমান লিটন।

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সভাপতি প্রার্থী আজমল হোসেন কুনু তার বক্তব্যের এক পর্যায়ে তার পরিষদের প্রার্থীদের সবার কাছে পরিচয় করিয়ে দেন প্রার্থীরা হলেন সিনিয়র সহসভাপতি দুলাল মেহেদু, সহ-সভাপতি আব্দুল কালাম, সাধারণ সম্পাদক ফিরোজ আহমেদ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নওশাদ হোসেন, কয়েস আহমেদ, আব্দুল বাসির, ইঞ্জিনিয়ার আলম, আব্দুল বাশার, মুর্শেদ আলম এবং ব্রঙ্কস থেকে চারজন প্রার্থীরা হলেন সৈয়দ সোহেল হোসেন, জামিল আনসারি, মাইনুদ্দিন নট্টু এবং কাজী হাসান।

অনুষ্ঠানে ব্রঙ্কস বারো নির্বাচন পরিচালনা কমিটির নাম ঘোষণা করা হয় নির্বাচন পরিচালনা চেয়ারম্যান সুলায়মান ভুঁইয়া,প্রধান উপদেষ্টা বীরমুক্তিযোদ্ধা তোফাজ্জল আহমেদ চৌধুরী, আহ্বায়ক আব্দুল গাফফার চৌধুরী খসরু, সদস্য সচিব কবিরিদ সুলায়মান এবং প্রধান সমন্বয়কারী লেইছ চৌধুরী চেয়ারম্যান।

পূর্ণাঙ্গ কমিটি পরবর্তীতে ঘোষণা করা হবে। সভাপতি প্রার্থী আজমল হোসেন কুনু বলেন আমাকে নির্বাচিত করলে আপনাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে না আমার পরিষদ সকল প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করবে অক্ষরে অক্ষরে ইনশাআল্লাহ।

সাধারণ সম্পাদক ফিরোজ আহমেদ বলেন, প্রবাসী বাংলাদেশীদের সবচেয়ে বৃহৎ সংগঠন বাংলাদেশ সোসাইটি যেভাবে এগিয়ে যাবার কথা কিন্তু নেতৃত্বের দক্ষতার অভাবে সেভাবে অগ্রগতি হয়নি।

আমরা নির্বাচিত হলে মানুষের চাহিদা অনুযায়ী সকল সেবা মূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবো ইনশাআল্লাহ।

নিউইয়র্কে দ্বিতীয় বৃহত্তর বাংলাদেশী অধ্যুষিত এলাকা ব্রঙ্কসে বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত প্রবাসীদের অংশগ্রহণে মতবিনিময় সভাটি বিশাল সমাবেশের রূপ ধারণ করে। মিলনায়তনের ভেতরে বসার জায়গা অবশিষ্ট ছিল না। অনেক কে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেছে। সবশেষে উপস্থিত সবাইকে নৈশভোজে আপ্যায়ন করা হয়।

ভার্জিনিয়ার স্প্রিংফিল্ডে মুগ্ধতা ছড়ালেন টুটুল ও মেহা

৬২ পৃষ্ঠার পর

ইভেন্ট সেন্টার'-এ এক জন্মদিনের উৎসব আয়োজনে তারা অংশ নেন।

নজরুল ইসলাম এবং শারমিন আক্তারের আদরের কন্যা সিনরা ইসলামের দ্বিতীয় শুভ জন্মদিনের উন্মুক্ত আয়োজনে স্থানীয় প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটির গুণীজন এবং আত্মীয়-স্বজনদের উপস্থিতিতে পুরো অনুষ্ঠানস্থল যেন রূপ নিয়েছিল এক টুকরো বাংলাদেশে। রঙিন আলো, চমৎকার সব ফুলের সাজসজ্জা আর আমন্ত্রিত অতিথিদের হাসিমুখ উৎসবের আমেজকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়।

অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ছিল লাইভ মিউজিক্যাল পারফরম্যান্স। এতে মঞ্চে আসেন বাংলাদেশের জনপ্রিয় ও কালজয়ী কণ্ঠশিল্পী এস আই টুটুল এবং সুপরিচিত গায়িকা সিন্দু কণা।

একে একে জনপ্রিয় সব গান গেয়ে পুরো মিলনায়তনকে মাতিয়ে তোলেন তারা।

সেই সাথে মিষ্টি কণ্ঠের জাদুতে সবাইকে মুগ্ধ করেন প্রবাসী জনপ্রিয় গায়িকা মেহজাবিন মেহা, সঙ্গে ছিলেন নবাগত শিল্পী অপু।

আমন্ত্রিত অতিথিরাও শিল্পীদের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে এবং করতালি দিয়ে পুরো আয়োজনটি উপভোগ করেন। অনুষ্ঠানের শেষাংশে কেক কাটার মাধ্যমে ছোট্ট সিনরার দ্বিতীয় জন্মদিন উদযাপন করা হয়। উপস্থিত সবাই সিনরার সুন্দর, সুস্থ ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করে দোয়া এবং ভালোবাসা জানান।

সবমিলিয়ে গান, আড্ডা আর চমৎকার খাবারে ভার্জিনিয়ার বুকে প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য এটি ছিল একটি মনে রাখার মতো দারুণ সন্ধ্যা।

এই সপ্তাহের কবিতা

বিদেশ পাড়ি

খন্দকার হামিদুল আজম

সুখের খোঁজে বাঁধন ছিঁড়ে
দিলাম বিদেশ পাড়ি।
দুঃখ এখন চির সাথী
কান্না সারি সারি।

কষ্ট বুকে দেশ ছেড়েছি,
ছেড়েছি সোনার গ্রাম।
দিন রাত্রি কাজ করেছি,
ঝড়িয়ে গায়ের ঘাম।

মায়ের কথা পড়ে মনে
কেমন আছে মা?
বাবা নামক গাছের ছায়ার
হয়না উপমা।

সকাল-দুপুর উপোস থাকি
কি আসে যায় তাতে?
সকালের খাবার দুপুরে খায়
দুপুরের খাবার রাতে।

ভোর চারটায় উঠে পড়ি
চলি যে যার কাজে।
ক্লান্ত দেহে ঘরে ফিরতে
রাত বারোটা বাজে।

মাস শেষে বেতন পেয়ে
খুশিতে ভরে মন।
সারা মাসের খাটুনি ভেবে
হৃদয়ে রক্তক্ষরণ।

পূরণ করবো পরিবারের,
বায়না আছে যত।
বউ, বাচ্চা, মা-বাবা,তাই
খুশি হবে কত!

ছেলের নতুন পোশাক লাগবে।
বউয়ের নতুন শাড়ি।
মা বলবে লাগবে না কিছু,
ফিরে আয় তুই বাড়ি।

ঘরের ছেলে ফিরবে ঘরে
অপেক্ষায় থাকে মা।
মায়ের এমন ভালোবাসার
হবে না উপমা।

অন্তর্দৃষ্টির ভ্রম!

রকিবুল ইসলাম

এই ধরিত্রীতে সুন্দর-অসুন্দর বলতে হয়না কিছুই,
সকলই আমাদের মনন ও অন্তর্দৃষ্টির ভ্রম!
এই ধরণীতে ভাল-মন্দ বলতেও হয়না কিছু,
সকলই আমাদের অন্তর্দৃষ্টি ও মানসিকতার ভ্রম।
এই তু-তুকে ভালবাসা বলে হয়না কিছু,
সবকিছুই মিথ্যা মরীচিকা ও আমাদের অন্তর্দৃষ্টির ভ্রম।
এই তু-তুলে সকল সৌহার্দ্য বলতে হয়না কিছু,
শুধুই ছলনা আর শুধুই অন্তর্দৃষ্টির ভ্রম।
অগ্রগামী যে জন হয়না সুজন কভু তার,
পশ্চাৎগামী যে জন।
যদিও ভাবি,তাহা শুধুই অন্তর্দৃষ্টির ভ্রম।
উদার মননশীলতা খুঁজে পাবে তব
স্বার্থের আড়ালে ঢাকা,
সুহৃদ বলি যারে তা ও মোদের অন্তর্দৃষ্টির ভ্রম।
অন্তরের টান বলি যারে,হৃদয়ের টান সে তো হয়না
কভু,
সে সব শুধুই অন্তর্দৃষ্টির ভ্রম আমাদের।
পরোপকার কহি যারে,
সেও যে শুধুই স্বার্থের টানে,
সেটাও মোদের অন্তর্দৃষ্টির ভ্রম।

নিজেকে দেখি না

সাগর আহমেদ

অন্ধের দুয়ারে সুখ খুঁজে ফেরে বেপরোয়া মন।
পৃথিবীর গোলকধাঁধায় মানুষ-
একেকটি যান্ত্রিক অবয়ব।
মনের ঋতু বদলায়,অর্থের অবকাঠামোয় বন্দী হয়ে।
রাত নামলেই দুঃখরা নগ্ন হয়ে নাচে অসহায় চোখে।
বারান্দার ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে সিগারেটের
কালো ধোঁয়ায় দুঃখ উড়াই।
দেখি, অপেক্ষারত মৃত্যুরা দাঁত কেলিয়ে হাসে।
আকাশের মেঘমেদুর ক্যানভাসে
আমি চাঁদ দেখি, তারা দেখি, দুঃখের বসরা
দেখি-শুধু নিজেকে দেখি না।
দেখি-নিজেরই বিকল্প,এক সস্তা আত্মা।

আমার জন্মভূমি

লুৎফুর রহমান চৌধুরী

সবুজে শ্যামল দৃশ্য দেখেও
পাশে আছো মাগো তুমি.
সকল দেশের সেরা হলো তবে
আমার জন্মভূমি।

কৃষক ছুটেছে লাঙল'টা নিয়ে
যাচ্ছে জমিন চাষে
লাঙল'টা দেখে জমি'টা আজকে
খিলখিলিয়ে যে হাসে।

এমন মধুর দেশ'টা আমার
আর যে কোথাও নাই
সেই দেশেরই কথা মাগো আমি
কি করেই ভুলি তাই।

যেদিকে তাকাই সেদিকেই দেখি
সুন্দর রূপ ভরে.
আমার দেশের সৌন্দর্য
সবারই মনে ধরে।

রাখাল ছেলে'টা বাজাচ্ছে বাশি.
কদম তলায় বসে.
গান গেয়ে তাই বলছে রাখাল
কথা গুলো বসে বসে।

প্রাণের সাথে দেহের সম্পর্ক

ডা. এইচ এম ফখরুল ইসলাম

সুখ আসিলে প্রকৃতি হাসে,
আশা জুগায় ভালোর দিকে চলতে,
সুখের দিন ভুলিয়ে গেলে,
আবার ও দুঃখ আসিতে পারে পরিহাসে।

রূপসী প্রাকৃতির খেলা যায় আসে,
মানুষ আশা নিয়ে বেঁচে থাকে,
হাসি কান্নার মধ্যখানে পরিশ্রমের ঘাটতি,
পরিশ্রম ছাড়া হয়না কোন সুখ।

একা একা প্রাকৃতিতে প্রকৃত মানুষ খুঁজি,
প্রাণ আর সুস্থ মন না থাকিলে,
করা যায়না কোন অগ্রগতি,
আশাকে বুকের ভেতর বন্ধি করে রাখি।

কোন অর্থ নেই তাতে তাই খোঁজাখুঁজি করি,
সুখকে ছেড়ে অনতিবিলম্বে দরজা খোলে শান্তির বাতাস দেখি,
দুঃখকে ছেড়ে সুখের পথ পাবার জন্য,
সংগ্রাম আর বিপ্লব করতে শিখি।

প্রেমের বার্তা প্রেমিকের কাছে পাঠাই,
আশ্রয় নিয়ে তাঁর কাছে করি কাকুতি মিনতি,
দয়া যদি হয় বন্ধুর আমার অবস্থার হবে উন্নতি,
সেই বন্ধুই পরিবর্তনের খোঁজ খবর পাবেন বুঝতে,
থাকে তার হাতে মূল চাবি।

অবশেষে চলে যাচ্ছি

রাহেলা আক্তার

অবশেষে চলে যাচ্ছি...
শ্রাবণের কোনো এক সন্ধ্যায় ঢেউয়ের হাত ধরে,
সমুদ্রের নিনাদময় স্রোতে লতাপাতা জড়িয়ে
এসেছিলাম এই দ্বীপকুঞ্জে।
মরিচাধরা সেই অচেনা দ্বীপ এখন স্মৃতির আয়নায়
পূর্ণিমার চাঁদের মতো ঝলমল করে।
রাতের নিস্তব্ধতায় সমুদ্রের গর্জন, লোনা জলের তাণ্ডবনৃত্য
পাহাড়কে জড়িয়ে মিলনের উচ্ছ্বাসে এঁকে দেয়
আঁচড়ের চুম্বন।

পাহাড়ের বুক চিরে ঝর্ণার গোপন আলাপন
পাথর ছুঁয়ে শ্রাবণের ধারায় মিশে
স্মৃতির অ্যালবামে এঁকে যায় অজস্র প্রাকৃতি।
লোনা বাতাসের গন্ধ, সাগরপাড়ের নীল বিষণ্নতা-
সৌন্দর্যের উপঢৌকন রেখে ক্ষণিকের পরিযায়ী জীবন
দ্বীপকুঞ্জের প্রতিটি প্রহরে রেখে গেলাম অগণিত স্মৃতিচিহ্ন।
নীড় ছেড়ে একদিন ফিরতেই হয় নিজ আবাসে।

তবু থেকে যাবে-
সমুদ্রের গর্জন, পাহাড়ের নীরবতা, ঝর্ণার গোপন সুর,
আর এই দ্বীপকুঞ্জের অসংখ্য না-বলা গল্প।
অবশেষে চলে যাচ্ছি...শ্রাবণের আরেক সন্ধ্যায়,
তবু এক টুকরো মন রয়ে যাবে এই দ্বীপকুঞ্জেই।

শতবর্ষ আগে

সুধাংশু কুমার মন্ডল

আজি হতে শতবর্ষ আগে কবি
লেখা যাহা শুরু।
কবি কুল শিরো মনি প্রনাম লহো
ওগো কবি গুরু।

কত ভালো লাগা ভালোবাসা দিলে
শতবর্ষ আগে।
বিশ্বকবি তুমি সেদিন লিখে ছিলে
বাংলার ফুল বাগে।

সেই ফুলের ঘ্রান আজি মোর কাছে
এলো দেখ ভেসে।
সেই পাখির কুহু ডাক শুনি আমি
এই দূর দেশে।

এপার ওপার বাংলা গাহিছে সকলে তোমার
লেখা মধুর গান।
ভুবন ঘুরে দিলে পোঁছে সৌরভে গৌরবে
বাংলা ভাষার মান।

বিশ্বকবি যে আনন্দ অভিবাদন
তা পাঠিয়ে ছিলে।
শতবর্ষ পরে কোন কবি তরে
উজাড় করে দিলে,

তব হৃদয় সাগরের সে আকুতি তো
আমি শুনতে পাই,
কালের প্রহরি ফাঁকি দিয়ে তব স্বপ্ন
পাশে যেতে চাই।

খুলিয়া এ বাতায়ন আজ হেরি তুমি
আছো হৃদয় জুড়ে।
যায় যাক শত বর্ষের কালের চাকা
তাহা যত ঘুরে।

আমার সোনার বাংলা গানে তুমি রবে
চির কাল বেঁচে।
হাজার হাজার লেখা নিয়ে মোরা বেড়াই
গানের তালে নেচে।

বহে বাইশে শ্রাবণ সে তিরোধানের
শোকের বারি ধারা।
বাংলার রবি কবি রবী স্মৃতি হতে
হবো না কভু হারা।.

কোরআনের পাখি

মো. সৈয়দুল ইসলাম

কোরআনের পাখি তুমি
অমুটা করে,
দিনরাত শান্তি পাও
কোরআন পড়ে।

কোরআনের পাখি তোমার
কণ্ঠ মধুর,
মধুর কণ্ঠে বাণী
যায় ভেসে দূর।

কোরআনের পাখি তুমি
প্রভুর প্রিয়,
দেশে দেশে কোরআন
ছড়িয়ে দিয়ো।

কোরআনের পাখি তুমি
আঁধারের বাতি,
ইহ পরকালে তোমার
কোরআনই সাথী।

চোখের বয়স বাড়ে না

আরিয়ান আহমেদ

দেহের ক্যালেন্ডারে
প্রতিদিন একটি করে বয়স জমা হয়,
শুধু চোখ
সময়কে কোনোদিন স্বীকার করে না।

তাই আজও
একটি মুখ নীরবে ভেসে ওঠে দৃষ্টির গভীরে,
একটি স্মৃতি
জলের ওপর চাঁদের আলোর মতো কাঁপে।

মানুষ বুড়িয়ে যায়,
পৃথিবী বদলে যায়-
কিন্তু চোখের ভেতর
প্রিয়জনেরা থেকে যায়
চিরকাল একই বয়সে।

এই সপ্তাহের কবিতা

ফেসিস্ট অর্থ
লুৎফর রহমান রিটন

'ফেসিস্ট' 'ফেসিস্ট' বলতে বলতে
পাগল হয়ে গেলি!
এ শব্দটার অর্থ কি রে?
কোথায় এটা পেলি?
কেউ যদি তাই একাত্তরের স্মৃতিচারণ করে--
তাকেই তোরা 'ফেসিস্ট' বলিস
চেঁচিয়ে সমস্বরে!
'ফেসিস্ট' বলতে মুক্তিযুদ্ধ স্বাধীনতাই বুঝিস?
জয় বাংলা শ্লোগানটাতেও
'ফেসিস্ট' তোরা খুঁজিস!!
'ফেসিস্ট' বানান করতে পারিস?
তাও পারিস না! মদন!!
'আমার সোনার বাংলা' গাইলে
ব্যথিত তোর বদন!!!
'ফেসিস্ট' খায় না মাথায় দেয় রে?
বলতে পারিস গাধা?
(দুয়ারে তোর এত্তোগুলো
মারখোর ক্যান বাঁধা!!!)....
আইন কানুনের ধার না ধেরে
মব লিঞ্চিং ক'রে--
দেশকে নরক বানিয়েছিলি
আঠারো মাস ধ'রে! ....
পুলিশ মেরে লাশ ঝুলিয়ে
জ্বালিয়ে দিয়ে থানা--
কী বলেছিস কী করেছিস
সে তো সবার জানা! ....
রক্তমাখা হাতে তোদের
দায়মুক্তির তোড়া!
পার পাবি না, বিচার হবেই,
আসল ফ্যাসিস্ট তোরা....

ভেবে দেখুন কলমজীবি
সুজন দাশ

অনেক আছে কলমজীবি বুদ্ধি বিবেক ভোঁতা,
কূপমণ্ডুক ধর্মান্ধ পক্ষপাতের হোতা।
বিচার শালিশ সবই মানে
তালগাছ তার পক্ষে আনে
মন মগজে বিষও গরল মরা নদীর শ্রোতা।

বিবেক ছাড়া হয় না লেখক যতই ভালো লেখে,
বিবেকবাদী লেখক শুধু নিজেরও দোষ দেখে।
কারোর বুকে দেয়না পারা
যুক্তি জ্ঞানে ভাসেও তারা
মানুষ ভাবে উর্ধ্বে সবার প্রীতিও দেয় মেখে।

জাত ধর্ম কুলের পক্ষে ভন্ড লেখক থাকে,
মনের মাঝে হিংসা পোষে ঘৃণার ছবি আঁকে।
সবার আগে ধর্ম বোঝে
বিভেদ করে শান্তি খোঁজে
মানবতা মনুষ্যত্ব রয়না মনের বাঁকে।

ভবিষ্যতের পৃথিবীতে হারিয়ে যাবে ওরা
মুছে যাবে পদ পদবী খ্যাতি যশের ঘোড়া।
সবার জন্য যারা ভাবে
সবার অগ্রে ওদের পাবে
ওরাই পাবে অমরত্ব শ্রদ্ধা ফুলের তোড়া।

আগুন পাখির অপেক্ষায়
আনজানা ডালিয়া

চলে যাই যাই করে চলেই গেলো
বলে গেলো হয়তো আর দেখা হবে না।
আমার সাথেই এমন হয় বারবার
কেন,কিসের প্রায়শ্চিত্ত আমার জানা নেই।
আমার বিশ্বাস আগুন পাখি ফিরবেই
ফিরতেই হবে আমার জীবনে রঙ দিতে।
আমার সাহস-শক্তি ওই আগুন পাখি
আনন্দ,কষ্ট প্রহর এক এক করে জমিয়ে রাখি।

ভাবনা
মহসিন আলম মুহিন

আমি আর আমার 'ভাবনা'-
একসাথে অনেক হেঁটেছি।
ক্লান্ত আশা, সুপ্ত কামনা-
অনেক কষ্টে হৃদয়ে পুষেছি।।

একে অন্যের দেহের চাদর,
সবুজ ঘাসে গল্প করেছি।
চোখে চোখ, ঠোঁটে ঠোকর-
মনের অজান্তে অনেক কেঁদেছি।।

কাছে থেকেও এতটা কাল-
কেউ কাউকে বুঝতে পারিনি,
আমি যেন পুরোনো বিকেল-
'ভাবনা' আমায় আপন করেনি।।

বসন্ত কাননে রিক্ত বুকে-
অশ্রু শূন্য নয়নে প্রেয়সী।
চলে যায় কালের বাঁকে-
একা ফেলে 'ভাবনা' বিলাসী।।

রিমঝিম বর্ষায়
দিমা নেফারতিতি

জয়িতা মনে আছে তোর,
নানীবাড়িতে ছোটবেলার বর্ষা?

ঝুল বারান্দায় আকাশ পানে একলা চেয়ে থাকা,
জল-রঙেতে তুলি মেখে মেঘের ছবি আঁকা।

তারপর বইত হঠাৎ হিম ধরানো হাওয়া,
ভাইবোনেরা দলবেঁধে বর্ষার গান গাওয়া।

খানিক বাদে নানীর কাছে গল্প হতো শুরু,
বাইরে তখন শ্রাবণ ধারা, মেঘ যে গুরুগুরু।

রাজকন্যে, দৈত্যপুরীর ছবি উঠত ভেসে,
ভাইবোনেরা হারিয়ে যেতাম রূপকথার দেশে।

ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি যখন নামতো দুপুরবেলা,
রান্নাঘরে জমতো তখন অন্য রকম মেলা।

আম্মা মাখতেন আতপ চাল আর সোনামুগের ডাল,
খিচুড়ির গন্ধে মাতাল, স্মৃতির বর্ষাকাল।

মামী ভাজতেন গরম তেলে টাটকা ইলিশ মাছ,
তখন জানলা দিয়ে উঁকি দিতো ভেজা আমগাছ।

বিকেল হলে নৌকোগুলো ভাসিয়ে দিতাম জলে,
কার নৌকো আগে যাবে- তর্ক সবাই মিলে।

কে ভাসাবে তরী আগে, চলতো কাড়াকাড়ি,
কার নৌকো ডুবলো আগে, কার সাথে আজ আড়ি!

উথাল-পাথাল সেই উঠোনে ছোট্ট এক নদী,
কাগজের নৌকো ছোটে, আনন্দ নিরবধি।

হাততালিতে মুখর হতো বৃষ্টি-ভেজা ক্ষণ,
ছোট্ট সুখের সেই ভেলাতে ভাসতো সবার মন।

এখন আমরা ব্যস্ত সবাই, জীবন গেছে বদলে,
শৈশব আজ হারিয়ে গেছে স্মৃতির অতল তলে।

আগের মতোই বৃষ্টি নামে, মাঠেও জমে জল,
তবু, কোথায় গেলো কাগজের সেই নৌকো ভাসার দল!

প্রকৃতির মায়া
মাহনূর রহমান

কালো আবছায়া মেঘের ভেলা
নির্জন এই প্রহরের মাঝে
শান্ত মনোরম পরিবেশ,
নদীর ধারে বসে মুচকি হেসে
সঙ্গীতের মোহনায় রঙিন হয়ে
নতুন জীবনের সন্ধানে নীলরাঙা পাখি হয়ে।

পাখিদের আনাগোনা, মিষ্টি ডাক দিয়ে
প্রকৃতির সঙ্গে মিশে ডানা মেলে
নিস্তব্ধ এই ভিড়ে উড়ছে মলিনতা,
উড়িয়ে সকল বাঁধ, মিশিয়ে সকল মলিন হাওয়া
গন্ধুজের সুন্দর্যে ফুটে উঠেছে মনের মাধুরিতা।

এই প্রহর যদি থমকে যেত
ব্যস্ত নগরীর কথা ভুলে থাকত,
সবুজের মায়ায় জীবন কাটত
আশার বীজ আজ রঙিন আলোয় ঢেকে যেত।

বাবার শুন্যতা অপূরণীয়
এম আলী হুসাইন

বাবা অতুলনীয়, বাবা অপূরণীয়
স্রষ্টার দেওয়া শ্রেষ্ঠ দান,
নিজ সন্তানের লালন-পালনে
স্বেচ্ছায় জীবন করেন দান।

অন্ধকারে ঢাকা আঁধার রাতের
বাবা কিন্তু চাঁদের আলো,
মেঘে ঢাকা ঐ আকাশের তিনি
সূর্যের শীতল শান্ত কিরণ বলো।

বাবা হলেন ফলের মত
সব ফলের সেরা ফল,
বাবার একটু আদর পেলে
সন্তান পায় সাহস মনোবল।

বাবা বলেন ফুলের সুবাস
ছড়িয়ে দেয় তার ঘ্রাণ,
বাবার জন্য ধন্য হয় গুণিজন
সব বাবার আদর্শ সন্তান।

বাবা কিন্তু পাখির রাজা
উড়তে পারে এই পৃথিবী,
ঘুরে ঘুরে খাবার নিয়ে এসে
বাঁচায় তার শিশু প্রতিচ্ছবি।

আমার ছড়া
সুফিয়ান আহমদ চৌধুরী

আমার ছড়া স্বপ্ন আঁকে
দেশের স্বপ্ন আঁকে,
আমার ছড়া দূর প্রবাসে
খুঁজছে প্রিয় মাকে।
আমার ছড়া মায়ের হাসি
মায়ের খুব মায়া,
আমার প্রিয় বাবার খুশি
পরম সুখ ছায়া।
আমার ছড়া পাখ পাখালি
খুঁজে ভোরের আলো,
দেশের গান বাজছে কানে
লাগছে মনে ভালো।
আমার ছড়া বনভোজনে
মাইকে খুশি কী যে,
বৃষ্টির দিনে গাঁয়ের চাষি
বৃষ্টিতে মাঠে ভিজে।
আমার ছড়া শীতের দিনে
শিশির ভেজা দেশ,
গাঁয়ের মাঠে ছেলেমেয়েরা
খেলছে সুখে বেশ।
আমার ছড়া বিজয় দিনে
আনন্দ মনে জয়,
সবুজ শোভা রূপের ছবি
নেইতো দুঃখ ভয়।

বন্ধু মানে
উৎপলকান্তি বড়ুয়া

বন্ধু মানে
সকল কথা মন খুলে যায় বলা,
আঁকার খাতায় অলেখা রঙ তুলির শিল্পকলা।

এক অপরের
সঙ্গে থাকা একসাথে হয় চলা,
দুঃখ-সুখে পাশে রে তাই, 'বন্ধু' তো যায় বলা।

এক অপরের
জন্য কাজও কথার অনেক দাম,
মন্দ ভালোয় আঁধার কালোয় এক ভরসার নাম।

বন্ধু মানে
স্বজন সুহৃদ দুইটি মনের মিল,
এক মন ঠিক অন্য মনের খুলতে পারে খিল।

ঝগড়া মন-
মালিন্য হয় বন্ধ কথা বলা,
বিপদকালে পাশে এসে হাত ধরে ফের চলা।

ছায়া হয়েই
লেগে থাকা একসাথে ডান বাম,
বন্ধু মানে বিশ্বস্ত শব্দের অপর নাম।

হাসি খুশির বিকেল
বিভাস গুহ

পাঠশালাতে ছুটির ঘন্টা
যখন বেজে ওঠে
মিলেমিশে সবাই তখন
খেলতে মাঠে ছোটে।

হকি ক্রিকেট ডাংগুলি আর
বৌচি কানামাছি
আনন্দেতে খেলে সবাই
করে নাচানাচি।

খেলায় খেলায় যায় কেটে যায়
সারা বিকেলবেলা
বন্ধ হয়ে যায় তখনি
হাসি খুশির মেলা।

সূর্য যখন পাটে তখন
ফিরে আপন নীড়ে
হাসি খুশির বিকেল তাদের
মনটা থাকে ঘিরে।

শিশুকিশোর সময়টা যে
এমন করে কাটে
পড়ালেখার ফাঁকে ফাঁকে
মনটা থাকে মাঠে।

State orders removal of Queens judge over misconduct findings

Ajkal Desk

The Queens Civil Court Judge Joseph Kasper was found to have improperly handled his transition from attorney to judge in 2022 in a number of ways.

Running afoul of the state's judiciary laws, Kasper continued to run his law practice after being elected as a judge. He also failed to return money owed to his clients that was being held in his escrow account and allowed a paralegal with a criminal history to pose as an attorney and run his practice in his stead. The commission also said that Kasper failed to file a mandatory financial disclosure statement.

The Commission on Judicial Conduct said that as a result, Kasper should be removed from office.

Kasper, the lone Republican judge on the bench in Queens, and his attorney didn't dispute that he committed the misconduct described in the commission's 69-page report released Thursday. But they took issue with the level of discipline the commission imposed.

"This decision is without precedent," said Richard Emery, Kasper's attorney and a founding partner at Emery, Celli, Brinckerhoff Abady Ward & Maazel LLP. "Removal is the last resort. It is not the usual sanction for misconduct of a judge, but only misconduct which threatens the public."

"In this case, Judge Kasper has done a creditable job on the bench, he has virtually no backlog, he's not been criticized in any way for his conduct on the bench," he added. "The alleged misconduct relates to his misplaced loyalty to his former clients

when he was surprisingly elected."

After unsuccessfully running for a spot on the bench in Queens for a number of years, Kasper was elected to the Civil Court in 2021. His victory was a surprise, even to him. Kasper, a mainstay in the Queens County Republican Party, defeated Democratic nominee, Paul Vallone, the late city councilman and member of one of Queens' former political dynasties.

"I feel like I have to poke myself with a pin right now to wake up," Kasper told the Eagle after his victory. "To quote William F. Buckley, 'If I win, I'll demand a recount.'"

But even as he made the transition to the bench, Kasper allegedly had a difficult time letting go of his old life.

While Kasper transferred a number of his cases to Michael Mossa, an attorney he shared an office with who also is a perennial Republican judicial candidate, he also left attorney work to Janice Bar, his longtime friend and paralegal.

Though Bar is not an attorney, she allegedly performed tasks only a lawyer licensed to practice law in New York is allowed to complete, the commission said.

Sometimes, she appeared to purposefully mislead the courts and clients, indicating that she was an attorney in her signature.

"We are troubled by respondent's facilitation of and failure to supervise Janice Bar as she improperly performed legal services for clients who had retained respondent as an attorney before he became a judge," the commission's report read.

Kasper allegedly paid Bar $600 a week and continued to pay rent for his former law office where she worked for around two years after he officially took to the bench.

The commission said Kasper "should have known" Bar was improperly advertising her qualifications.

According to the report, Bar sent nearly 40 emails to Kasper that included the email signature "Janice Bar, Attorney at Law."

Bar also notarized a number of Continued on page 26

Trump secretly switch the plane due to security concern in Turkey

Ajkal Desk

President Donald Trump secretly slipped out of Turkey last month on an alternate military plane, which he boarded while hidden inside a catering truck, as part of an elaborate ruse prompted by an Iranian threat, according to a US official.

The clandestine security plan — first reported by the Washington Post and confirmed by CNN — underscored the lengths American officials went to in order to protect Trump from being assassinated by Iran.

Trump had flown to Turkey on a new plane gifted by Qatar and meant to be used as Air Force One. But while he was on the trip, officials announced he would fly out on an older presidential plane, which CNN and others had previously reported was due to security concerns.

That, though, was apparently part of the subterfuge. After boarding the older aircraft, a moment caught on camera, Trump secretly got off via the catering vehicle and moved to a smaller Air Force C-32A. The Qatari- Continued on page 26

Queens Village man sentenced for raping his 10-year-old

Ajkal Desk

A Queens Village man was sentenced to 25 years in prison for a pattern of persistent and escalating sexual abuse against his young daughter, including intercourse, Queens District Attorney Melinda Katz announced Monday.

According to the charges, the father initiated the sexual abuse with his then-10-year-old child during school break visits, then increased the assaults once he became her custodial parent.

The 60-year-old defendant was convicted by a jury of rape in the first degree, course of sexual conduct against a child in the first degree and incest in the first degree on June 29, following a six-day trial. He was not named in order to protect the victim's identity.

According to the charges and trial testimony, around May 2021, the defendant's daughter began visiting the defendant from out of state during school breaks, such as summer vacation. In January 2022, the defendant called his then 10-year-old child into his bedroom. He removed her clothing and raped her. The abuse continued, approximately every few months, during custodial visits.

In July 2023, the defendant became the primary custodian of his then 11-year-old daughter and the child moved into his home. He raped her on a regular basis, sometimes multiple times a week. The victim disclosed the abuse to a family member and the defendant was arrested.

"This defendant violated the most fundamental duty a parent can hold by inflicting harm on his young daughter," Katz said. "It is because the incredibly courageous survivor came forward that the defendant has now been held accountable for his reprehensible behavior."

Queens Supreme Court Justice Ira Margulis sentenced him on July 29 to 25 years in prison and 20 years of post-release supervision. He will be required to register as a sex offender upon his release. *(Source-Astoria post)*

Khairul Basar sustains injuries in accident during Thailand shoot

Ajkal Desk

Actor Khairul Basar and cinematographer Mehedi Rony were injured in a scooter accident while returning from a hill after a shoot in Thailand Tuesday.

The accident took place at around 4:30pm Bangladesh time on Koh Lan island, where the team was shooting for a drama. Rony was riding the scooter when it reportedly lost control while they were coming down the hill.

The two were seriously injured in the accident. Members of the shooting team, who were nearby, rescued them and took them for medical treatment. They have since been taken to a hospital in Pattaya.

Speaking to Prothom Alo, Basar said, "We came to Thailand to shoot a drama. Everything was going smoothly. We had a scene to shoot at Koh Lan island. At one point, we shot on top of a hill. The shooting went well. But while coming down, our scooter suddenly lost control. We fell immediately."

Basar sustained injuries to his chest and knees and is having difficulty walking. "I have pain in my chest and injuries to my knees. I am having difficulty walking. We have now come to Pattaya. We will receive treatment at a hospital here," he said.

They had to cancel the shooting due to the accident. "Given my physical condition, it is not possible for me to continue shooting," Basar said.

NYPD recovered 3,000 guns last 6 months

Ajkal Desk

The NYPD has seized more than 3,000 guns off the Big Apple's streets, the city's top cop celebrated on Tuesday.

Police Commissioner Jessica Tisch said on Aug. 11 that New York's Finest had removed 3,259 illegal firearms since January; almost 200 of the weapons were considered ghost guns, either produced through untraceable 3D-printing technology or had their serial numbers removed.

Tisch said the gun crackdown was largely the result of great cooperation between NYPD officials and a slew of state and federal agencies — a partnership forged through daily meetings between representatives of the police and the agencies that have taken place for more than half a decade.

"The NYPD has taken more than 3,000 guns off New York City streets so far this year, contributing to the fewest murders, shooting incidents, and shooting victims in recorded history," Tisch said. "This milestone is a direct result of our precision-policing strategy: putting officers where and when they are needed most, identifying the drivers of violence, and taking guns off our streets. I thank the brave NYPD officers who execute this work and our law enforcement partners, including the Gun Violence Strategies Partnership, who help us build strong cases, hold criminals accountable, and keep our city safe." Of the 3,259 illegal guns seized this year, 915 were taken in Brooklyn, 782 found in the Bronx, 764 seized in Manhattan, 605 recovered in Queens, and 193 taken on Staten Island.

Tisch shared that this milestone came on the 5th anniversary of the Gun Violence Strategies Partnership (GVSP), a weekly meeting held at 250 Vesey St. between more than 30 federal, state, and local law enforcement agencies. During this meeting, officials mull over the latest gun arrests to zero in on the most harm-causing trigger-pullers.

"NYPD detectives look and see who's been arrested in the last 24 hours for a gun-violent felony, shooting someone, robbing someone with a gun, illegal possession with a gun. They get the list of those people who meet that in the last 24 hours. Then they see if they are on parole, or they're on probation, or they're previously convicted of a gun-violent felony, or they're out on a gun- *Continued on page 26*

US rights groups sue Trump over 'anti-ICC push'

Ajkal Desk

Four leading US human rights groups on Tuesday sued the Trump administration over its campaign aimed at dismantling the International Criminal Court, calling the effort unconstitutional.

President Donald Trump last year issued an executive order authorising sanctions on prosecutors, judges and others working with the court for pursuing cases against officials from the US and its ally Israel, neither of which are members of the ICC.

Human Rights Watch, the Open Society Institute, the American Friends Service Committee and the Center for Constitutional Rights said in their lawsuit filed in New York that those sanctions prevent them from working with the court to seek justice for genocide, war crimes and crimes against humanity around the world. "The plaintiffs are seeking an end to this sanctions regime, which transgresses the president's authority and violates international and US law, including the rights to freedom of expression and religion," lead counsel Andrew Loewenstein of Foley Hoag LLP, which is representing the human rights groups, said in a statement.

The lawsuit comes after a similar lawsuit filed last month by advocacy groups who work on human rights for Palestinians. In response to that lawsuit, the State Department said the groups *Continued on page 26*

Trump administration revokes more than 175,000 visas

Ajkal Desk

The announcement marked an increase in visa revocations compared with the previous year, representing more than 10,000 visa cancellations per month in 2026, compared with more than 8,000 visa cancellations over the course of 2025.

The Trump administration announced in January it had revoked more than 100,000 visas over the course of the previous year.

The administration is framing its visa revocations "as *Continued on page 26*

Syria sentences Assad to death in absentia

Ajkal Desk

Bashar al-Assad

A Syrian court yesterday sentenced ousted leader Bashar al-Assad to death after a trial in absentia, convicting him of crimes including killings, torture, and arbitrary arrest during the country's nearly 14-year war.

It was the first conviction against Assad, who was ousted in a rebel offensive in December 2024 that ended decades of his family's iron-fisted rule over Syria, and the brutal war that killed hundreds of thousands of Syrians.

Assad fled the capital Damascus as rebel fighters approached nearly two years ago, and is currently in Moscow. In a trial of former government officials yesterday, a judge handed down a death sentence to Assad over the crimes of "premeditated and intentional murder of more than one person and of children, torture, arbitrary arrest and crimes against humanity". *(Source-Daily Star)*

I never said I was quitting acting: Hasan Masood

Anik Raj

Actor Hasan Masood has clarified that he has no plans to leave acting, addressing what he described as a misunderstanding stemming from his recent comments on television.

According to Masood, he had said that he had not been acting for the past two years because of a lack of quality content, but his remarks were interpreted as suggesting that he had decided to quit the profession altogether.

"It was a mistake to say it on a television channel. I said that I haven't been acting for two years and that there isn't much good content at the moment. But I never said that I would not act anymore," Masood said.

The actor also dismissed the notion that his increasing focus on religious practices would prevent him from continuing his career, saying that performing religious duties and working on a shooting set were not mutually exclusive.

"You can practise your faith and still offer your prayers during a shoot," he said.

Masood explained that prayer has long been part of his routine, including throughout his years as a working actor.

"Those I have worked with over the past four or five years know that I started praying regularly in 2000. During shoots, everyone would give me a break to pray, and I would make sure I didn't have any sequences scheduled at that time," he said. *(Source-Daily Star)*

MONIR SECURITY TRAINING SCHOOL

37-22 73 Street Suite # 1C
Jackson Heights, NY 11372

347-659-8842

7 DAYS OPEN

আমাদের আছে ঃ

1. 8 Hours Pre-Assingnment Class (for New License)
2. 8 Hours Annual Class (Every Year)
3. 16 Hours OJT Class (for New License)

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ

B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সুযোগ

- ব্যাবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সুযোগ

স্বনামধন্য আমেরিকান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি

Member of

FRANCHISE BROKER ACADEMY

FRANCHISE	L1A VISA
	E2 VISA
POLITICAL ASYLUM	

Captor USA, Inc.

Franchise & Business Consulting Firm

37 16 73rd street, Suite: 402, Jackson Heights, NY 11372.

Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590

Cell: (201) 456-3103, Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com

হটলাইন : +১ ৭১৮ ৪৩৩ ৯০০১

সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

রেনোভেশন/রিপিয়ার/কনস্ট্রাকশন

আপনি কি বাসা-বাড়ির কাজের জন্য লোক খুঁজছেন?
আমরা আপনাকে সহযোগিতা করতে পারি।

আমরা Binghamton এ কাজ করে থাকি

আমাদের কাজসমূহ:

* গরম পানির ট্যাঙ্ক ইনস্টলেশন/ মেরামত
* যে কোন প্রকার পাম্বিলিংয়ের কাজ/বাথরুম/কিচেন/অন্যান্য
* যে কোন প্রকার টাইলসের কাজ/নতুন ইনস্টলেশন/রিপ্লেস/ রেনোভেশন
* নতুন বাথরুম ইনস্টলেশন/রিপিয়ার
* কার্পেটিং/নতুন রুম/এক্সটেনশন
* ড্রাই ওয়াল/পেইন্ট/রি-পেইন্ট
* ব্যাকইয়ার্ড/ডক/বারান্দা/ছাদ
* উড ফ্লোর/পলিশ/নতুন ইনস্টলেশন/ক্লিনিং
* অয়েল হিটিং সিস্টেম পুরনোটি রিপ্লেস এবং নতুন থার্মাল ইনস্টলেশন।

Free ইস্টিমেট করা হয়ে থাকে

যোগাযোগ:

WOVENA CONSTRUCTION INC

172-11, 93 Ave, Jamaica, NY 114333

Phone: 347-822-9052, 716-828-6677

wovenatexusa@gmail.com

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই'র আহবায়ক কমিটি গঠিত

৩ পৃষ্ঠার পর

উপদেষ্টারা মিলে সাবেক সভাপতি ফজলুর আলম বাবুকে আহ্বায়ক এবং মো. আসাদুজ্জামানকে সদস্য সচিব করে ১৩ সদস্যবিশিষ্ট আহ্বায়ক কমিটি গঠন করেন। নতুন কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন-শফিকুর রহমান জন, জাহেদ খসরু, আহাদ জামান, শাহ শফি আনসারি, মো. রুহুল আমিন, সোনিয়া সুলতানা, মো. মামুন, এএইচএম কামাল মিলন, এইচএম ইয়াছিন, কৈরুত এবং মো. মনিরুজ্জামান বকুল। সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, আগামী দিনগুলোতে এই আহ্বায়ক কমিটি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের কার্যক্রম পরিচালনা ও নতুন কমিটি গঠনের প্রস্তুতি নেবে।

পাকিস্তানের জন্য 'ফাঁদ', ভারতের চ্যালেঞ্জ

১২ পৃষ্ঠার পর

প্রবেশদ্বার হয়ে উঠতে পারে। সৌদি অর্থ পাকিস্তানের সামরিক সক্ষমতা বাড়াতে পারে, পাকিস্তান দিতে পারে জনবল, সামরিক অবকাঠামো ও ভৌগোলিক সুবিধা, আর তুরস্ক দিতে পারে উন্নত প্রযুক্তি, প্রশিক্ষণ ও গোয়েন্দা সহযোগিতা। তিনটি উপাদান একত্রিত হলে পাকিস্তানের সামরিক সক্ষমতা আগের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেতে পারে। তবে এ চুক্তি পাকিস্তানকে আর্থিক ও সামরিক সুবিধা দিলেও দীর্ঘমেয়াদে এটি কৌশলগত ফাঁদে পরিণত হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। পাকিস্তান এরই মধ্যে বেলুচিস্তান ও পশ্চিম সীমান্তে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সংকট মোকাবিলা করছে। এর সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাতে সামরিকভাবে যুক্ত হলে পাকিস্তানের সামরিক সম্পদ ও জনবল আরও চাপের মুখে পড়তে পারে।

সবচেয়ে বড় সমস্যা হতে পারে ইরানের সঙ্গে সম্পর্ক। পাকিস্তানের ইরানের সঙ্গে প্রায় ৯০০ কিলোমিটার সীমান্ত রয়েছে। সৌদি আরব ও তুরস্কের সামরিক স্বার্থ রক্ষায় পাকিস্তান যদি আরও সক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়, তাহলে তেহরান ইসলামাবাদকে ইরানবিরোধী আঞ্চলিক জোটের অংশ হিসেবে দেখতে পারে। ফলে পাকিস্তানের পশ্চিম সীমান্তে নিরাপত্তা ঝুঁকি বাড়তে পারে এবং বেলুচিস্তানে বিদ্যমান অস্থিতিশীলতা আরও জটিল হতে পারে। পাকিস্তানকে একই সঙ্গে সৌদি আরবের আর্থিক সহায়তা, তুরস্কের সামরিক সহযোগিতা, চীনের সঙ্গে সম্পর্ক, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যোগাযোগ এবং ইরানের সঙ্গে সীমান্ত সম্পর্ক সবকিছু সামলাতে হবে। ফলে কৌশলগত গুরুত্ব বাড়লেও তার সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা কমে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

ভারত সৌদি আরবের অংশগ্রহণে সরাসরি ভারতবিরোধী পদক্ষেপ হিসেবে দেখতে পারছে না। কারণ সৌদি আরবের সঙ্গে ভারতের শক্তিশালী অর্থনৈতিক, জ্বালানি ও কৌশলগত সম্পর্ক রয়েছে। রিয়াদের প্রধান উদ্বেগ সম্ভবত ইরান ও ইরান-সমর্থিত গোষ্ঠীগুলোর কাছ থেকে আসা নিরাপত্তা হুমকি মোকাবিলা করা। তবে ভারতের উদ্বেগের জায়গা তৈরি হয় সৌদি অর্থ, পাকিস্তানি সামরিক সক্ষমতা ও তুর্কি প্রযুক্তি যখন একই কৌশলগত কাঠামোর মধ্যে যুক্ত হয়।

নয়াদিল্লি তাই চুক্তিটির বাস্তবায়ন খুব কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করবে। বিশেষ করে যৌথ সামরিক মহড়া, গোয়েন্দা তথ্য বিনিময়, প্রতিরক্ষা প্রযুক্তি হস্তান্তর, সামরিক শিল্পে যৌথ প্রকল্প এবং বিদেশে সক্রিয় সেনা মোতায়েনের দিকে নজর দিবে। ভারত এখন চাইবে সৌদি আরবসহ অন্যান্য উপসাগরীয় দেশের সঙ্গে প্রতিরক্ষা, গোয়েন্দা, সামুদ্রিক নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা আরও গভীর করতে। একই সঙ্গে ভারত মধ্যসাগরে নিজেদের নৌ ও গোয়েন্দা সক্ষমতা জোরদার করবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, সৌদি আরবকে ভারত-পাকিস্তান প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে কোনো পক্ষ বেছে নিতে বাধ্য করার চেষ্টা না করে, রিয়াদের সঙ্গে নিজস্ব কৌশলগত সম্পর্ক আরও শক্তিশালী করতে চেষ্টা করবে ভারত।

শেষ পর্যন্ত মক্কা যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তি শুধু তিন দেশের সামরিক সহযোগিতার বিষয় নয়। এর পেছনে রয়েছে ইরান, সৌদি আরব, তুরস্ক, পাকিস্তান, যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য শক্তির মধ্যে বৃহত্তর ভূরাজনৈতিক প্রতিযোগিতা। পাকিস্তান হয়তো এ চুক্তির মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা ও আন্তর্জাতিক গুরুত্ব বাড়াতে পারবে। কিন্তু একই সঙ্গে এমন সংঘাতে জড়িয়ে পড়ার ঝুঁকিও বাড়বে, যা সরাসরি তার জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। অন্যদিকে ভারতের জন্য মূল চ্যালেঞ্জ হলো, তুরস্কের ক্রমবর্ধমান দক্ষিণ এশীয় প্রভাব এবং সৌদি সম্পদ ও পাকিস্তানি সামরিক সক্ষমতার সম্ভাব্য সমন্বয়।

লেখক: জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ও 'দুধভাত' প্রতিদ্বন্দ্বিতা

১০ পৃষ্ঠার পর

এই পদটি পেতে অনেকের মধ্যে যে আকুতি দেখি, তা আমাকে বিস্মিত করে।

এরই মধ্যে ইঁদুরদৌড় শুরু হয়ে গেছে। অনেকের মধ্যেই দেখেছি আলোচনা। সম্ভাব্য রাষ্ট্রপতি নিয়ে নানা জল্পনাকল্পনা। বিএনপির অনেক সিনিয়র রাজনীতিকে নানা দেনদরবার করছেন বলেও শুনেছি। রাষ্ট্রপতি পদে কাকে মনোনয়ন দেওয়া যায়-তা নিয়ে বিএনপির শীর্ষ পর্যায়ে বৈঠক হয়েছে। স্থায়ী কমিটি দীর্ঘ আলোচনার পর প্রার্থী নির্বাচনের জন্য দায়িত্ব দিয়েছেন দলীয় চেয়ারম্যান প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের ওপর। অর্থাৎ, এখন যিনি রাষ্ট্রপতি হবেন, তিনি আসলে প্রধানমন্ত্রীর বদান্যতায়ই হবেন। এর আগেও তা-ই হয়েছে। জিল্লুর রহমান, আবদুল হামিদ, মো. সাহাবুদ্দিন-তাঁরা সবাই শেখ হাসিনার পছন্দে হয়েছেন। এই পছন্দের মধ্যে গণতন্ত্রহীনতার কতটা প্রকাশ, তার নির্মম উদাহরণ হচ্ছে মো. সাহাবুদ্দিনের রাষ্ট্রপতি হতে পারা। এই নামটি ঘোষণার আগমুহূর্ত পর্যন্ত আওয়ামী লীগের কোনো নেতা বা মন্ত্রী ভাবতেও পারেননি, তাঁকেই রাষ্ট্রপতি করা হবে। সবকিছু হাসিনার ইচ্ছায়ই হয়েছে। এখনো কি তা-ই হচ্ছে না? শেখ হাসিনার ক্ষেত্রে যদি সেটা একনায়কতান্ত্রিক আচরণ হয়ে থাকে, তাহলে এবারেরটাকে কী বলবেন? অথচ এই একচ্ছত্র সিদ্ধান্তের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনার যে পদ্ধতি, তার থেকে মুক্তি পেতেই হয়েছিল ২০২৪-এর জুলাই আন্দোলন। ব্যক্তিগতভাবে তারেক রহমান হয়তো তেমন একনায়ক হতে চান না, কিন্তু তাঁরই দলের শীর্ষ পর্যায়ের নেতারা কি তাঁকে সেই দিকেই ঠেলে পাঠাচ্ছেন না?

এমন বাস্তবতায় জামায়াতের এই যে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সিদ্ধান্ত, এটা অনেকের কাছে কৌতুককর মনে হতে পারে। নিশ্চিত পরাজয় জেনেও লড়াইয়ে নামা। ধরা যাক জামায়াত খুব ভালো একজনকে রাষ্ট্রপতি পদে মনোনয়ন দিল। হয়তো বিএনপির অনেক এমপি তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে পছন্দও করেন। তবু তাঁরা কি জামায়াতের প্রার্থীকে ভোট দিতে পারবেন? না, পারবেন না। সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদই তাঁদের এমন সিদ্ধান্ত নিতে দেবে না। বিএনপির ২৪৭ জন এমপির সবাইকেই বাধ্যতামূলকভাবে তারেক রহমানের মনোনীত প্রার্থীকে ভোট দিতে হবে।

তাহলে কেবল হেরে যাওয়ার জন্যই জামায়াত কেন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে? এর আগে ১৯৯১ সালে একবার এ রকম নির্বাচন হয়েছিল। সেবারই রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারের পরিবর্তে সংসদীয় পদ্ধতি চালু হয়েছিল। এরশাদ পতনের পর সেবার নির্বাচনে জিতে ক্ষমতায় এসেছিল খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি। বিএনপি তাদের সংসদ সদস্য আবদুর রহমান বিশ্বাসকে মনোনয়ন দিয়েছিল রাষ্ট্রপতি পদে। বিপরীত দিকে আওয়ামী লীগ প্রার্থী করেছিল সাবেক বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরীকে। জামায়াত এমপিদের সমর্থন নিয়ে আবদুর রহমান বিশ্বাস ১৭২ ভোট পেয়ে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। আর বদরুল হায়দার চৌধুরী পেয়েছিলেন ৯২ ভোট। ওই একবারই, এরপর প্রতিবারই রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছেন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। ৩৫ বছর পর এবার আবার সেই ভোট প্রদানের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

এই নির্বাচনে কোনো উত্তেজনা থাকবে বলে মনে হয় না। সে বিবেচনায় একে 'দুধভাত' নির্বাচন বলা যায়। জামায়াত যে প্রার্থী দিচ্ছে, তারা কত ভোট পেতে পারে? আমার হিসাবে তাদের বড়জোর ৯০টি ভোট পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তারপরও কেন তারা নির্বাচন করছে? জামায়াত হয়তো রূপক-গণতান্ত্রিক ধারাকে সমুন্নত রাখতেই তারা নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে। কিন্তু আমার কেন যেন মনে হচ্ছে, ভালো একজন প্রার্থী দিয়ে প্রকারান্তরে তারা বিএনপির ওপর একটা চাপ সৃষ্টি করতে চাইছে। বিএনপি যদি আওয়ামী লীগ নেত্রীর মতো মো. সাহাবুদ্দিন মার্কা কোনো প্রার্থী দেয়, তাহলে জামায়াত তাদের বিবেক প্রার্থীর নাম উচ্চারণের মাধ্যমে জনমত গড়ার চেষ্টা করতে পারবে। গণতন্ত্র এবং একনায়কতন্ত্রের মধ্যকার পার্থক্যটি আলোচনায় আনতে পারবে।

লেখক: জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক।

বিদেশনির্ভরতার ঝুঁকি

১২ পৃষ্ঠার পর

কোনো রাজনৈতিক ক্রান্তিকালে, রাষ্ট্রের প্রাতিষ্ঠানিক স্থিতিস্থাপকতা পরীক্ষা করা এবং বৈদেশিক নির্ভরতার ঝুঁকি মূল্যায়ন করা একটি দায়িত্বশীল নীতিগত পদক্ষেপ-এটি কোনো একক প্রতিবেশীর প্রতি বৈরিতা নয়, বরং সাধারণ রাষ্ট্রীয় সক্ষমতা মজবুত করার প্রক্রিয়া হিসাবে বিবেচিত হওয়া উচিত।

এ প্রেক্ষাপটে কিছু নীতিগত পদক্ষেপ বিবেচনা করা যেতে পারে। প্রথমত, সংবেদনশীল সরকারি ও সামরিক তথ্যপ্রযুক্তি অবকাঠামোর একটি নিয়মিত, স্বাধীন নিরাপত্তা পর্যালোচনা প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে-এটি কোনো নির্দিষ্ট দেশকে লক্ষ্য না করেই, বরং একটি সাধারণ সাইবার-নিরাপত্তা নীতি হিসাবে, যেমনটি অন্যান্য দেশও তাদের সরবরাহকারী যাচাইয়ের ক্ষেত্রে করে থাকে।

দ্বিতীয়ত, গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর-ডিজিএফআই ও এনএসআই-এর নিয়োগ ও পদোন্নতি প্রক্রিয়ায় যোগ্যতা ও পেশাদারত্বের ভিত্তিতে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি, যা পূর্ববর্তী আলোচনায় উল্লিখিত প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের অংশ, এ প্রসঙ্গেও রাজনৈতিক আনুগত্যের পরিবর্তে পেশাগত মান বজায় রাখবে।

তৃতীয়ত, একটি কার্যকর জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিল (NSC) গঠনের প্রস্তাব বিবেচনাযোগ্য, যেখানে সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী, গোয়েন্দা সংস্থা, পররাষ্ট্র ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং সাইবার সুরক্ষা বিশেষজ্ঞরা একত্রে কাজ করবেন। এ ধরনের কাউন্সিল ভারত, যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য বহু দেশে বিদ্যমান এবং এটি গোয়েন্দা তথ্য বিশ্লেষণ ও নীতি সমন্বয়ে কাঠামোগত উন্নতি আনতে পারে। সংসদীয় তদারকির অধীনে এ কাউন্সিলকে রাখা হলে এটি জবাবদিহিতার আওতায়ও থাকবে।

চতুর্থত, কূটনৈতিক ও প্রতিরক্ষা সম্পর্কের বৈচিত্র্যকরণ অব্যাহত রাখা একটি যুক্তিসংগত কৌশল-চীন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, তুরস্ক, মধ্যপ্রাচ্য ও আসিয়ান দেশগুলোর সঙ্গে প্রতিরক্ষা প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তি স্থানান্তর এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতার সম্প্রসারণ, একইসঙ্গে ভারতের সঙ্গেও স্থিতিশীল ও পারস্পরিক লাভজনক সম্পর্ক বজায় রাখা-এ দুটি একে অপরের বিরোধী নয়, বরং পরিপূরক কৌশল হতে পারে।

পঞ্চমত, ডিজিটাল সার্বভৌমত্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশীয় তথ্যপ্রযুক্তি সক্ষমতা বিনিয়োগ বাড়ানো-দেশীয় সফটওয়্যার শিল্প, স্থানীয় ডেটা সেন্টার অবকাঠামো এবং প্রযুক্তি শিক্ষায় বিনিয়োগ-দীর্ঘমেয়াদে যে কোনো একক বিদেশি সরবরাহকারীর ওপর নির্ভরতা কমানোর একটি ইতিবাচক পথ, যা বাংলাদেশের তরুণ তথ্যপ্রযুক্তি খাতের সম্ভাবনার সঙ্গেও সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ষষ্ঠত, জনসচেতনতা বৃদ্ধি-গণমাধ্যম সাক্ষরতা, সাইবার সচেতনতা এবং অপপ্রচার চিহ্নিত করার দক্ষতা শিক্ষাব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত করা-একটি গণতান্ত্রিক সমাজে তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা বাড়ায়, যা যে কোনো ধরনের বহিঃপ্রভাব বা অভ্যন্তরীণ অপপ্রচারের মোকাবিলায় সমাজকে অধিক প্রতিরোধী করে তোলে।

পরিশেষে, এ ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক সতর্কতা, কৌশলগত বৈচিত্র্যকরণ এবং নীতিগত প্রস্তুতি কোনো নির্দিষ্ট দেশের প্রতি অবিশ্বাস বা বৈরিতার বহিঃপ্রকাশ নয়; বরং এটি একটি পরিণত, আত্মবিশ্বাসী ও দূরদর্শী রাষ্ট্রের স্বাভাবিক কৌশলগত আচরণ। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বাস্তবতা হলো, প্রতিটি রাষ্ট্রই তার জাতীয় স্বার্থ, সার্বভৌমত্ব, তথ্য নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা রক্ষায় বহুমাত্রিক অংশীদারত্ব গড়ে তোলে এবং একক নির্ভরতার ঝুঁকি কমানোর চেষ্টা করে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও একই নীতি প্রযোজ্য। ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক ও ঐতিহাসিক বাস্তবতার কারণে ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখা যেমন অপরিহার্য, তেমনি একইসঙ্গে অন্যান্য আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক অংশীদারদের সঙ্গে ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা, প্রাতিষ্ঠানিক স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা, প্রযুক্তিগত ও নিরাপত্তাগত সক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং জাতীয় স্বার্থকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়াও সমান গুরুত্বপূর্ণ। আঞ্চলিক সহযোগিতা ও জাতীয় স্বার্থের সুরক্ষা একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়; বরং একটি আধুনিক, স্বাধীন ও বাস্তববাদী পররাষ্ট্রনীতির পরস্পর-পরিপূরক দুটি মৌলিক ভিত্তি।

মেজর জেনারেল এইচআরএম রোকন উদ্দিন (অব.) : নিরাপত্তা বিশ্লেষক।

মক্কা চুক্তি ঘিরে সৌদি আরব ও আমিরাতের মধ্যে উত্তেজনা

৩ পৃষ্ঠার পর

আবদুলখালেক আবদুল্লাহ। তিনি একাধিক পোস্টে নতুন প্রতিরক্ষা চুক্তির যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন রাজনৈতিক সংবাদ আপডেট একটি পোস্টে আবদুল্লাহ লিখেন, নতুন জোট গঠনের জন্য অভিনন্দন। তবে তার মতে, উপসাগরীয় দেশগুলোর সামরিক ও রাজনৈতিক সহযোগিতা জোরদার করা এবং 'উপসাগরীয় ঐক্য' সুসংহত করা বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

ইরান-ইসরাইল হুমকি মোকাবিলায় বিশ্বাসযোগ্যতা ও সক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে- এমন দেশগুলোকে নিয়ে আঞ্চলিক সামরিক ও রাজনৈতিক সহযোগিতায় বিনিয়োগের চেয়ে এটিই বেশি জরুরি বলে মন্তব্য করেন তিনি। তিনি আরও প্রশ্ন তোলেন, যেকোনো জোট সফল হওয়ার অন্যতম শর্ত হলো অভিন্ন শত্রু নির্ধারণ করা। তাহলে এই জোটের দেশগুলোর শত্রু কে?

তার মন্তব্যের দ্রুত জবাব দিয়েছেন সৌদি প্রিন্স আবদুর রহমান বিন মুসাইদ। তিনি বলেন, চুক্তিটি জাতীয় সার্বভৌমত্বের বিষয় এবং রিয়াদের কৌশলগত সিদ্ধান্ত নিয়ে কেন ইউএইর শিক্ষাবিদ মহল এতটা উদ্বিগ্ন- তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। এক্সে দেয়া এক পোস্টে প্রিন্স আবদুর রহমান লিখেন, এটি জোট, চুক্তি কিংবা অন্য যে নামেই হোক- সমস্যা কোথায়? তার প্রশ্ন, এটি কীভাবে 'উপসাগরীয় ঐক্য' প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সাংঘর্ষিক হতে পারে? কোনো দেশ তার জাতীয় স্বার্থে অন্য কোনো দেশ বা একাধিক দেশের সঙ্গে চুক্তি করার অধিকার রাখে না কি?

আনবার সেন্টার ফর স্ট্যাডিজ অ্যান্ড রিসার্চের চেয়ারম্যান ফাহাদ আল-আরাবি আল-হারথিও চুক্তিটির পক্ষে অবস্থান নেন। তিনি বলেন, মক্কা চুক্তি কারও বিরুদ্ধে গঠিত কোনো 'জোট' নয়। কারণ, এর ভিত্তি কোনো অভিন্ন শত্রু নির্ধারণ করা নয়; বরং যেকোনো পক্ষের সম্ভাব্য হুমকির মুখে সম্মিলিত প্রতিরোধ ও প্রতিরক্ষা সক্ষমতা গড়ে তোলা এবং নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা রক্ষা করা।

তবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কয়েকজন সৌদি ব্যবহারকারী আরও কড়া ভাষায় আমিরাতের সমালোচনা করেন। এক মন্তব্যে প্রশ্ন করা হয়, ২০২০ সালের আব্রাহাম অ্যাকর্ডসের মাধ্যমে ইসরাইলের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের আগে ইউএই কি উপসাগরীয় দেশগুলোকে জানিয়েছিল? ওই মন্তব্যে বলা হয়, ইসরাইলের সঙ্গে ইউএইর সম্পর্ক স্থাপনের আগে তারা কি উপসাগরীয় দেশগুলোকে অবহিত করেছিল? বিতর্ক তীব্র হওয়ার পর আবদুল্লাহ আরও এক ধাপ এগিয়ে এমন একটি বক্তব্য দেন, যা অনেকেই প্যান-ইসলামিক বা দ্বিপক্ষীয় জোটের পরিবর্তে কেবল জাতীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেয়ার সরাসরি বার্তা হিসেবে দেখেছেন।

তিনি লিখেন, যার কাছে তার সম্প্রদায় তার মাতৃভূমির চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, তার নিরাপত্তা নেই। আর যার কাছে আরব বা ইসলামি পরিচয় তার মাতৃভূমির চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, তারও নিরাপত্তা নেই। তার ভাষায়, আনুগত্য, বিশ্বস্ততা ও আন্তরিকতা কেবল মাতৃভূমির জন্যই হওয়া উচিত- এর কোনো অংশীদার থাকা উচিত নয়। আবদুল্লাহর এই পোস্টের জবাবে ইসলামিক ওয়ার্ল্ড এডুকেশনাল, সায়েন্টিফিক অ্যান্ড কালচারাল অর্গানাইজেশনের (ইসেস্কো) সাবেক প্রধান আবদুলআজিজ আল-তুওয়াইজরি ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করেছেন।

তিনি লিখেন, 'যে ব্যক্তি জায়নবাদীদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে সহযোগিতা করে, সে কখনো নিরাপত্তা পাবে না।' অন্য এক পোস্টে আল-তুওয়াইজরি ইউএইর নিজেদের নিরাপত্তা অংশীদারত্বের বিষয়ও তুলে ধরেছেন। তিনি প্রশ্ন করেন, ভারতের সঙ্গে আমিরাতের প্রতিরক্ষা চুক্তি এবং ইসরাইলের সঙ্গে তাদের ব্যাপক সহযোগিতা যদি গ্রহণযোগ্য হয়, তাহলে তুরস্ক ও পাকিস্তানের সঙ্গে সৌদি নেতৃত্বাধীন প্রতিরক্ষা চুক্তি নিয়ে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে কেন? পোস্টের শেষে তিনি একটি আরবি প্রবাদ ব্যবহার করেন- 'যাদের লজ্জা আছে, তারা মৃত'- যার মাধ্যমে তিনি চুক্তিটির সমালোচকদের নৈতিক অবস্থান নিয়ে তীব্র কটাক্ষ করেন। চুক্তিকে ঘিরে এই প্রকাশ্য পাল্টাপাল্টি বক্তব্য রিয়াদ ও আবুধাবির মধ্যকার আঞ্চলিক কৌশল ও নিরাপত্তা নীতি নিয়ে বিদ্যমান মতপার্থক্যকে নতুন করে সামনে এনেছে।

নিউইয়র্কে গ্লোবাল শর্ট ফিল্ম ফেস্ট অনুষ্ঠিত

৩ পৃষ্ঠার পর

প্রামাণ্যচিত্র জমা পড়ে। দীর্ঘ বাছাই ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়া শেষে সেখান থেকে নির্বাচিত ৩০টি চলচ্চিত্র উৎসবের দুটি ভেন্যুতে প্রদর্শিত হয়।

বিভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতির চলচ্চিত্র নির্মাতা, শিল্পী, কলাকুশলী এবং চলচ্চিত্রসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অংশগ্রহণে উৎসবটি পরিণত হয় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রের মিলনমেলায়। আমন্ত্রিত অতিথিদের উপস্থিতিও পুরো আয়োজনে যোগ করে ভিন্ন মাত্রা। এবারের উৎসবে সেরা স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র পুরস্কার পেয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের 'বানানা ট্রায়াঙ্গেল সিন'। চলচ্চিত্রটির পরিচালক মার্ক ই ক্যাভাগ। সেরা স্বল্পদৈর্ঘ্য প্রামাণ্যচিত্র নির্বাচিত হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের 'ব্যাক টু ওয়ান, রিটার্ন টু গ্রাউন্ড জিরো'। এর পরিচালক নিকোলেন্টার পি দুকানিয়েভিচ।

ফ্রান্সের জেকান মার্টিনে তাঁর 'আ ট্রান্সেন্ট্রোক, আন কু দ্য পিন্সো' চলচ্চিত্রের জন্য সেরা পরিচালক স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র পুরস্কার পেয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রের মার্ক ফেন্নেলম্যান 'স্টপ চ্যাট উইথ আলেথিয়া অ্যান্ড আরিয়াম' চলচ্চিত্রের জন্য পেয়েছেন সেরা পরিচালক প্রামাণ্যচিত্র পুরস্কার। ব্রাজিলের সাত্তিয়াগো হোসে আসেক পরিচালিত 'আই লার্নড টু ক্রাই' পেয়েছে সেরা চিত্রগ্রহণ পুরস্কার। বাংলাদেশের রায়হান জামান পরিচালিত 'মেবি দ্যাটস হোয়াই' পেয়েছে সেরা সম্পাদনা পুরস্কার। চীনের গুওজং শু পরিচালিত 'স্প্রিং ইন দ্য বটল' পেয়েছে সেরা পরীক্ষামূলক চলচ্চিত্র পুরস্কার।

তুরস্কের জিন আতাশ পরিচালিত 'মেমেসিন' পেয়েছে সেরা চিত্রনাট্য পুরস্কার। ভারতের অরুণা আর্য গুপ্তা পরিচালিত 'ওয়ান রুপি অ্যাই' পেয়েছে সেরা সামাজিক প্রভাববিষয়ক চলচ্চিত্র পুরস্কার। যুক্তরাষ্ট্রের পলি রবিনোভিৎজ পরিচালিত 'হোয়াট শ্যাডস ওয়ার্থ' পেয়েছে সেরা শিক্ষার্থী চলচ্চিত্র পুরস্কার।

যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাডাম বালজেভিচ পরিচালিত 'দ্য রেড লেটার' পেয়েছে সেরা অপেশাদার চলচ্চিত্র নির্মাতা পুরস্কার। বিশেষ ফেস্টিভ্যাল স্পিরিট অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের কেৎদি লি ও ক্রিস্টিনা অরলেটকা পরিচালিত 'ইন ইয়োর শুজ'। স্কুল বুলিং ও সচেতনতা বিষয়ক এই চলচ্চিত্রটি নির্মাণ ও অভিনয় করেছেন ব্রুকলিনের মিড উড হাই স্কুলের শিক্ষার্থীরা।

ব্রাজিল, তুরস্ক, ফ্রান্স ও চীনের পুরস্কারজয়ীরা সশরীরে উপস্থিত হতে না পারলেও উৎসবের জন্য শুভেচ্ছা পাঠান। অন্য বিজয়ী এবং তাঁদের প্রতিনিধিরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে ট্রফি ও সনদ গ্রহণ করেন। নিউইয়র্ক ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য অঙ্গরাজ্য থেকে বিজয়ী ও চলচ্চিত্রসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা অনুষ্ঠানে যোগ দেন। ভারত ও বাংলাদেশের পুরস্কারজয়ীদের উপস্থিতিও উৎসবের আন্তর্জাতিক বৈচিত্র্যকে আরও সমৃদ্ধ করে।

সেরা অপেশাদার চলচ্চিত্র নির্মাতা পুরস্কারজয়ী 'দ্য রেড লেটার' এর পরিচালক অ্যাডাম বালজেভিচের পরিবর্তে চলচ্চিত্রটির অভিনেতা জ্যাক পানকি অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে প্রতিনিধিত্ব করেন।

দিনের প্রথম অধিবেশন শুরু হয় সকালে কুইন্স পাবলিক লাইব্রেরি সেন্ট্রালের মিলনায়তনে। সকালের অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন তরুণ চলচ্চিত্র নির্মাতা ও প্রযোজক সুপর্ণা চৌধুরী। স্বাগত ও পরিচিতি পর্বের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। বক্তব্য রাখেন নিউইয়র্ক ফিল্ম ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা ও উৎসবের পরিচালক শামীম আল আমিন এবং কুইন্স পাবলিক লাইব্রেরি সেন্ট্রালের প্রোগ্রামিং ও আউটরিচ বিভাগের সহকারী ব্যবস্থাপক চিত্রা দেওনাত। উৎসব আয়োজনে সহযোগিতার স্বীকৃতি ও কৃতজ্ঞতা হিসেবে চিত্রা দেওনাতের হাতে সম্মাননা স্মারক তুলে দেন শামীম আল আমিন।

এরপর শুরু হয় চলচ্চিত্র প্রদর্শনী। সকালের অধিবেশনে বিভিন্ন দেশের ১৮টি নির্বাচিত স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ও প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়। প্রদর্শনীতে উপস্থিত কয়েকজন নির্মাতা তাঁদের চলচ্চিত্র ও নির্মাণের অভিজ্ঞতা নিয়ে সংক্ষিপ্ত অনুভূতি প্রকাশ করেন। প্রথম অধিবেশনের সমাপনী বক্তব্য দেন উৎসবের ইভেন্ট সমন্বয়ক ইশতিয়াক আহমেদ।

উৎসবের দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হয় বিকেল প্রটায় জ্যামাইকা সেন্টার ফর আর্টস অ্যান্ড লার্নিং মিলনায়তনে। শুরুতেই ছিল চলচ্চিত্র নির্মাতা, অতিথি ও দর্শকদের অংশগ্রহণে মিট অ্যান্ড গ্রিট পর্ব। এই পর্বের অন্যতম আকর্ষণ ছিল জমকালো রেড কার্পেট আয়োজন। বিভিন্ন দেশ ও ভাষার চলচ্চিত্র নির্মাতা, শিল্পী, অতিথি এবং চলচ্চিত্রসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে ভেন্যুএলাকা প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। পারস্পরিক পরিচয়, শুভেচ্ছা বিনিময় এবং ছবি তোলার মধ্য দিয়ে এই পর্বটি চলচ্চিত্র নির্মাতা ও অতিথিদের মিলনমেলায় পরিণত হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার ২৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে গ্লোবাল শর্ট ফিল্ম ফেস্টের প্রথম আসরটি আমেরিকাকে উৎসর্গ করা হয়। এবারের উৎসবের থিম কান্ট্রি ছিল আমেরিকা। মূল অনুষ্ঠান শুরু হয় আমেরিকার ২৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে নির্মিত একটি বিশেষ ভিডিওচিত্র প্রদর্শনের মাধ্যমে। এরপর পরিবেশিত হয় বিশ্বখ্যাত গান 'নিউইয়র্ক নিউইয়র্ক'। শিল্পী মিনেলি ও ফ্রাঙ্ক সিনাত্রার পরিবেশনায় জনপ্রিয়তা পাওয়া গানটি অনুষ্ঠানে পরিবেশন করেন আলভান চৌধুরী।

পুরস্কারজয়ী গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব জেনিফার রামপারসাদের সঞ্চালনায় এগিয়ে চলে মূল অনুষ্ঠান। স্বাগত বক্তব্য দেন নিউইয়র্ক ফিল্ম ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা ও উৎসব পরিচালক শামীম আল আমিন। উদ্বোধনী বক্তব্য দেন উৎসবের আহ্বায়ক ও জালালাবাদ ইউএসএ এর প্রতিষ্ঠাতা ডা. প্রতাপ দাস।

২০২৬ সালের আট সদস্যের বিচারক বোর্ডের প্রধান, খ্যাতিমান আমেরিকান চলচ্চিত্র নির্মাতা ও ফাইন আর্ট ফটোগ্রাফার পিয়ার লেভিন অনুষ্ঠানে সশরীরে উপস্থিত হতে না পারলেও ভিডিওচিত্রের মাধ্যমে তাঁর বক্তব্য ও শুভেচ্ছা তুলে ধরা হয়। আরও বক্তব্য দেন উৎসবের প্রধান সমন্বয়ক ও জালালাবাদ ইউএসএ এর সাধারণ সম্পাদক এরজাজ আলম।

এই অধিবেশনে পুরস্কারজয়ী চলচ্চিত্রসহ আরও ১২টি নির্বাচিত স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ও প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়। পরে বিজয়ী চলচ্চিত্র নির্মাতা ও তাঁদের প্রতিনিধিদের হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে ট্রফি ও সনদ তুলে দেওয়া হয়। পুরস্কার ও সনদ তুলে দেন চিত্রনাট্যকার ক্রিস মুর, উৎসব ব্যবস্থাপনা পরিচালক আশরাফুন নাহার লিউজা, নিউইয়র্ক ফিল্ম ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা ও উৎসব পরিচালক শামীম আল আমিন, শিক্ষাবিদ ও সমাজসেবা পেশাজীবী ফিলিপ এঞ্জেলিনসান, উৎসবের আহ্বায়ক ও জালালাবাদ ইউএসএ এর প্রতিষ্ঠাতা ডা. প্রতাপ দাস, কুইন্স ওয়ার্ল্ড ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের নির্বাহী পরিচালক কাথা ক্যাটো, কুইন্স ওয়ার্ল্ড ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের শিল্প নির্দেশক ডোনাল্ড ক্রেটিন ক্যাটো, অটিজম সোসাইটি হ্যাবিলিটেশন অর্গানাইজেশনের নির্বাহী পরিচালক রুবাইয়া রহমান, সিপিএ সারোয়ার চৌধুরী, সাপ্তাহিক বাঙালির সম্পাদক কৌশিক আহমেদ, বিশিষ্ট শিল্পী তাজুল ইমাম, সংস্কৃতি ব্যক্তিত্ব আতিয়া সীমা, উৎসবের প্রধান সমন্বয়ক ও জালালাবাদ ইউএসএ এর সাধারণ সম্পাদক এরজাজ আলম এবং চলচ্চিত্র নির্মাতা সিথ পাওয়েল।

অনুষ্ঠানের তৃতীয় পর্ব সঞ্চালনা করেন শারমিন সুলসুল। এই পর্বে চলচ্চিত্র প্রদর্শনের পাশাপাশি অটিজম সচেতনতা নিয়ে বিশেষ আয়োজন রাখা হয়। অটিজম সোসাইটি হ্যাবিলিটেশন অর্গানাইজেশনের উদ্যোগে অটিজম বিষয়ে সচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে নির্মিত একটি পাপেট কার্টুন সিরিজের একটি পর্ব অনুষ্ঠানে প্রদর্শন করা হয়। অটিজম সম্পর্কে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি এবং এ বিষয়ে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরির বার্তা ছিল এই বিশেষ পরিবেশনায়। প্রদর্শনীর পর সংগঠনটির নির্বাহী পরিচালক রুবাইয়া রহমান অটিজম সচেতনতার গুরুত্ব এবং সংগঠনটির কার্যক্রম নিয়ে বক্তব্য রাখেন।

আন্তর্জাতিক এই চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন করে অলাভজনক প্রতিষ্ঠান নিউইয়র্ক ফিল্ম ফাউন্ডেশন। উৎসবের অন্যতম অংশীদার ছিল জালালাবাদ ইউএসএ। এ ছাড়া অংশীদার হিসেবে যুক্ত ছিল ফিল্মফ্রিওয়ে, কুইন্স পাবলিক লাইব্রেরি, অটিজম সোসাইটি হ্যাবিলিটেশন অর্গানাইজেশন এবং ওয়ান ওয়ান অর্গানাইজেশন। উৎসবের পৃষ্ঠপোষক ছিল টক মেক কার্ড, স্ট্যান্ডার্ড এক্সপ্রেস, বিএ এক্সপ্রেস এবং সিপিএ সারোয়ার চৌধুরী। উৎসবের কারিগরি অংশীদার ছিল ড্রিম স্টুডিও এবং সৃজনশীল অংশীদার ছিল দ্য লেন্স নিউইয়র্ক।

প্রথম আয়োজনেই ৩৮টি দেশের ২৮২টি চলচ্চিত্র জমা পড়ায় গ্লোবাল শর্ট ফিল্ম ফেস্ট একটি বৈচিত্র্যময় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র প্ল্যাটফর্ম হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। নিউইয়র্কের দুটি ভেন্যুতে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, মিট অ্যান্ড গ্রিট, রেড কার্পেট, সংগীত পরিবেশনা, পুরস্কার বিতরণ, অটিজম সচেতনতামূলক আয়োজন এবং বিভিন্ন দেশের চলচ্চিত্র নির্মাতা ও অতিথিদের অংশগ্রহণ পুরো দিনটিকে একটি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র মিলনমেলায় রূপ দেয়।

আয়োজকদের প্রত্যাশা, গ্লোবাল শর্ট ফিল্ম ফেস্ট ভবিষ্যতেও বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের নতুন ও প্রতিভাবান চলচ্চিত্র নির্মাতাদের কাজ তুলে ধরার পাশাপাশি চলচ্চিত্রের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশ, সংস্কৃতি, ভাষা ও মানুষের মধ্যে সংযোগ তৈরির একটি আন্তর্জাতিক মঞ্চ হিসেবে এগিয়ে যাবে।

KARNAFULLY
TRAVEL INC.
বিশেষ সুবিধা:
মহিলাদের জন্য আলাদা
মহিলা গাইডের
সুব্যবস্থা রয়েছে।
এক্সক্লুসিভ ওমরাহ প্যাকেজ
নভেম্বর ২০২৬
ভ্রমণ তারিখ
জেএফকে - জেদ্দা
৪ নভেম্বর
মদিনা - জেএফকে
১৪ নভেম্বর
মোট দিন
৯ দিন
(২টি জুম্মা - মক্কা ও মদিনায়)
প্যাকেজে অন্তর্ভুক্ত:
- বিমান টিকিট (যাতায়াত)
- ভিসা
- ৫-তারকা হোটেল হারাম শরীফের কাছে (ক্লক টাওয়ারে) ভিআইপি নাস্তার ব্যবস্থা।
- লাক্সারি বাসে সম্পূর্ণ স্থল পরিবহন (বিমানবন্দর থেকে বিমানবন্দর)
- গাইডের সাথে উমরাহ পালন
- মক্কা ও মদিনার ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় স্থান ভ্রমণ (গাইড সহ)।
- মক্কা তায়েফ এবং মদিনা ওয়াদি-ই-জ্বিন অতিরিক্ত ভ্রমণ।
- মহিলাদের জন্য আলাদা মহিলা গাইডের সুব্যবস্থা আছে।
- রাওদার পারমিট পেতে সহায়তা করা হয়।
প্রতি রুমে ৪ জন
KARNAFULLY TRAVEL INC.
37-16 73rd St. Suite #201 FR, Jackson Heights, NY 11372
Karnafully Hajj & Umrah service
facebook
Office : 718-205-6050
Celll & WhatsUp : 917 691 7721
Celll & WhatsUp : 646 724 5933 (MINU)
karnafullytravel@yahoo.com | www.karnafullytravel.com

অচলায়তনে রবীন্দ্র মানস

৭ পৃষ্ঠার পর

সার্থকতা পায় বাংলা নাটক। এসময় দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩১-৭৩), গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১২), মনোমোহন বসু (১৮৩১-১৯১২), মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১২), জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৮-১৯২৫), অমৃতলাল বসু (১৮৫৩-১৯২৯), দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩) প্রমুখের হাতে বাংলা নাট্যসাহিত্য সমৃদ্ধি লাভ করে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বিচিত্রমুখী প্রতিভার অধিকারী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা নাটকেও আবির্ভূত হন বৈচিত্র্য নিয়ে। বাংলা নাটকের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১), অবদান তাই বিশেষ গুরুত্বের পরিচায়ক। তাঁর হাতে হয়েছে বৈচিত্র্যপূর্ণ নাট্যসৃষ্টি, প্রত্যেক নিদর্শনেই যার অপরিসীম কৃতিত্ব বিদ্যমান। বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে রীতিনীতিগত বন্ধন স্বীকৃত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের পূর্বেই, কিন্তু পূর্ববর্তী ধারার বৈশিষ্ট্য উপেক্ষা করে গতানুগতিক নিয়মের বাইরে নাটক সৃষ্টিতে তিনি হয়েছেন সফলকাম।

নিজের আত্মপরিচয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন 'একটি মাত্র পরিচয় আমার আছে, সে আর কিছু না, আমি কবি মাত্র'। আবার ছিন্ন পত্রাবলীতে লিখেছিলেন,'আমার বুদ্ধিতে যতটা আসে, ততেতো বোধ হয় কবিতাতেই আমার সকলের চেয়ে বেশি অধিকার। কিন্তু আমার ক্ষুধা বিশ্বরাজ্যে ও মনোরাজ্যের সর্বত্রই আপনার জ্বলন্ত শিখা প্রসারিত করতে চায়। একেক সময় মনে হয় আমার মাথায় এমন অনেকগুলো ভাবের উদয় হয় যা ঠিক কবিতায় ব্যক্ত করার উপযুক্ত নয়। রবীন্দ্রনাথের কবির এই স্বভাবটিই তাঁর অন্যান্য সাহিত্য সৃষ্টির মত নাটক রচনায়ও প্রকাশিত হয়েছে। তাই তার নাটক কাব্য লক্ষণাক্রান্ত। নাটকের বিষয়বস্তু নির্বাচনে রবীন্দ্রনাথ যেমন বৈচিত্র্য দেখিয়েছেন, তেমনি আঙ্গিক এবং অপরাপর বৈশিষ্ট্যের দিক থেকেও প্রকাশ পেয়েছে বৈচিত্র্যের পরিচয়। যেমন: রবীন্দ্রনাথপূর্ব নাটকে বাইরের ক্রিয়া ও সংঘর্ষের প্রাধান্য ছিল, কিন্তু তিনি তা বাদ দিয়ে অন্তরের ভিতরের বৈশিষ্ট্য রূপায়নে সচেষ্ট ছিলেন। নাটকে তিনি যে সূক্ষ্ম কলাকৌশল ও গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় ফুটিয়ে তুলেছেন বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে তা অনন্য নজির।

অন্যান্য সাহিত্য সৃষ্টির মত নাটকেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনদর্শন রূপায়িত করেছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর সাংকেতিক নাটকগুলো উল্লেখযোগ্য। এর মধ্যদিয়ে তিনি আপন আদর্শবাদ, ধর্মনির্ভর মৃত্যু জীবনতত্ত্ব প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছেন। নাট্যকৌশলের মাধ্যমে রূপায়িত হয়েছে তাঁর আত্মজীবনের নিগূঢ় রহস্য। নাটকে তাঁর ভাষা সৃষ্টিও অতুলনীয়। নাটকগুলো আবেগ প্রধান ও গতিশীল হয়ে উঠেছে ভাষার অনুপম বৈশিষ্ট্যের জন্যে। তিনি নাট্যসাহিত্যে আত্মনিয়োগ করে বিচিত্র বিষয়ে রচনা করেছেন অসংখ্য নাটক।

তাঁর নাটককে কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন : গীতিনাট্য, কাব্যনাট্য, সাংকেতিক নাটক, সামাজিক নাটক, প্রহসন, নৃত্যনাট্য ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত সাংকেতিক নাটকসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি হচ্ছে অচলায়তন। অচলায়তন শব্দের অর্থ হচ্ছে রক্ষণশীল, প্রগতিবিরোধী গতানুগতিক গোড়ামিপূর্ণ প্রথা বা প্রতিষ্ঠান, গতিহীন বা সংস্কারবিহীন আচার বা প্রথা, অনড়, অপরিবর্তনীয়, প্রগতিহীন ইত্যাদি। অচলায়তন নাটকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইঙ্গিতে সংকেতে মূলতঃ এ কথাই বলেছেন। তিনি এখানে ভারতবর্ষীয় হিন্দুধর্মের মন্ত্র ও আচারের কথা বলতে গিয়ে ইঙ্গিত মধুর এ নাটকে হিন্দুদের গোড়ামির প্রতি কটাক্ষ করেছেন এবং অচলায়তন ভেঙে প্রচলিত গতানুগতিক ধারনার অন্ধত্ব দূর করে ভারতবাসীকে প্রগতির পথে নিয়ে যেতে চেয়েছেন। অচলায়তন নাটকটি আলোচনা করতে গেলে যে বিষয়টি প্রথমেই নজরে আসে সেটি হলো অচলায়তনের ধরনের ভিন্নতা। বিশাল জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত ভারতে হিন্দুধর্ম এবং ভক্তিবাদের বিভিন্ন ধরন লক্ষ্য করা যায়। এ বিষয়টি প্রাবন্ধিকের দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারেনি বলেই তার হাতে সৃষ্টি হয়েছে এই অচলায়তন। অচলায়তনের নাট্যরূপ দিতে গিয়ে তিনি তিন শ্রেণির অচলায়তনের কথা বলেছেন, যার মধ্যে প্রথমঃ অচলায়তনিকদের অচলায়তন, দ্বিতীয়ঃ শোণপাংশুদের অচলায়তন এবং তৃতীয়ঃ দর্ভকদের অচলায়তন। নাট্যকার এখানে তিনটি দল বিশেষকে অচলায়তন পর্যায়ভুক্ত দল চিহ্নিত করলেও শিল্পের প্রয়োজনে মহাপঞ্চকের অচলায়তনের উপরই উজ্জ্বলভাবে শিল্পের আলো ফেলে তাকে উজ্জ্বল করে দেখিয়েছেন। অপর দুদিকে তেমন উজ্জ্বলভাবে পাঠকের সামনে কিংবা মনোযোগেরকেন্দ্রে আকর্ষণ করা হয়নি। নাট্যকলার প্রয়োজনে শেষের দু'দলকে অপেক্ষাকৃত ম্লান দেখানো হলেও অন্তর্বিচারে অচলায়তন সৃষ্টির অপরাধ তিন দলেরই। কারোর চেয়ে কারো কম নয়। এখানে অচলায়তন সৃষ্টির অপরাধে তিন দল সমান দোষে দুষ্ট হলেও তাদের অচলায়তনের রূপ ভিন্ন ভিন্ন। অর্থাৎ তিনটি দলই সাধনায় মগ্ন ভিন্ন ভিন্ন পথে, তাই তাদের অচলায়তনের রূপ আলাদা। যেমন: মহাপঞ্চকের অচলায়তনের সাধনা জ্ঞানমার্গে, শোণপাংশুর অচলায়তনের সাধনা কর্মমার্গে, এবং দর্ভক দলের অচলায়তনের সাধনা ভক্তিমার্গে।

তিনটি ভিন্নমার্গে সাধনা করে চলছে তিন দল, কোন দলই এই সাধনায় তিন মার্গের মধ্যে সমন্বয়ের চেষ্টা করেনি। প্রত্যেকেই তারা ধরে নিয়েছে নিজ নিজ সাধনার পথই সঠিক এবং উত্তম। এতেই তাদের সিদ্ধিলাভ হবে নিশ্চিত। নিজ নিজ পথ ও মতকে তারা শ্রেষ্ঠত্বের আসনে স্থান দিয়ে অটল-অচল অবস্থায় অবস্থান নিয়েছে, একারণে তারা গুরুর প্রকৃত রূপদানে ব্যর্থ। অথচ তিন দলই একই গুরুর অন্বেষণে আত্মমগ্ন। এটিই হচ্ছে অচলায়তন নাটকের সারকথা।

উল্লেখ্য যে, মহাপঞ্চকের অচলায়তনিকগণ বিশুদ্ধ জ্ঞানমার্গের সাধনায় একাগ্রচিত্তে আত্মনিয়োগ করে মন্ত্রকে মননের চেয়ে বড়, আচারকে মানুষের চেয়ে বড় এবং পুঁথিকে গুরুর চেয়ে বড় করে দেখেছে। তাই তারা স্বাভাবিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সৃষ্টি ছাড়া এক সৃষ্টির মধ্যে বাস করছে। সাধনার এই একাগ্রতার ঘোর আবর্তে নিজেদের চারপাশে তারা যে প্রাচীর সৃষ্টি করেছে, সে প্রাচীর পাথরের নয়, তার চেয়ে কঠিন মোহের মন্ত্রণার গাঁথুনিতে দুর্ভেদ্য হয়ে উঠেছে। এই দুর্ভেদ্য প্রাচীর গুরু ছাড়া ভাঙে কার সাধ্য, তাই হয়েছে গুরুর আবির্ভাব।

অপরদিকে শোণপাংশুর দল হচ্ছে কর্মমার্গী। কর্মরসিক হিসেবে তারা কাজকেই একমাত্র লক্ষ্য হিসেবে নিয়েছিল। কর্মই যে কোন কিছুর লক্ষ হতে পারে না, হতে পারে অন্যকিছুর উপলক্ষমাত্র, তারা যেন সেকথা ভুলেই গিয়েছিল। জ্ঞান যেমন উপলক্ষ, তেমনি কর্মও উপলক্ষ। সুতরাং মহাপঞ্চক এবং শোণপাংশুর দল উভয়েরই ভুল পথে সাধনায়, তবে তাদের ভ্রান্ত পথও ভিন্ন, পার্থক্য এখানেই। এতে তাদের সাধনার সার্থকতা নেই, আসবে না। তারা আটকে পড়েছে এক কঠিন অচলায়তনে। তাই তাদের মুক্ত করে সঠিক পথে সাধনায় নিয়োগের প্রয়োজনে এ অচলায়তন ভেঙে ফের গড়তে হবে বৃহদায়তনে। যেখানে সব দলের সাধনার সমন্বয়ে পূর্ণাঙ্গ সাধনায় ব্রতী হবে সকলে। তাই দাদাঠাকুর এখানে পঞ্চককে উপদেশ দিলেন অচলায়তনের ভাঙা প্রাচীর বৃহদায়তনে পুনরায় গড়ে তোলার। পঞ্চক যখন প্রশ্ন রাখলেন সবাইকি কুলবে? তাঁর জবাবে দাদাঠাকুর বললেন, না যদি কুলোয় তাহলে এমনি করে দেয়াল আবার আর একদিন ভাঙতেই হবে, সে বুঝে গেঁথো আমার কাজ আর বাড়িয়োনা। পঞ্চক এবার নির্দিষ্ট করে শোণপাংশুদের বিষয় উল্লেখ করে জানতে চাইলে দাদাঠাকুর বললেন, 'হাঁ ওদের ডেকে এনে বসাতে হবে, ওরা একটু বসতে শিখুক।' পঞ্চকের ভয় শোণপাংশুদের বসিয়ে রাখা যাবে না, কারণ ওরা কাজ ছাড়া সাধনার আর কোন পথ জানে না এবং মানেও না। "শোণপাংশুরা অন্তরের ভিতর হইতে মুক্তি চায় না, বাহিরের স্বাধীনতা চায়- সে স্বাধীনতার অপর নাম কাজ করিবার অবাধ অবসর। কাজ করিতে করিতে তাহাদের মন শুকাইয়া উঠিয়াছে তবু তাহারা রসের প্রার্থী নহে, কারণ রসের বর্ষণে কাজ নষ্ট হয় বলিয়া তাহাদের বিশ্বাস।" এর সমাধানও দাদাঠাকুর দিয়েছেন বলেছেন "যেখানে আকাশ থেকে বৃষ্টি পড়ে না সেখানে খাল কেটে জল আনতে হয়। ওদের যখন রসের প্রয়োজন হবে তখন দূর থেকে বয়ে আনবে।" কিন্তু ওরা বর্ষণ চায় না, কাজ কামাই যায় বলে ওরা তা সহ্যই করতে পারে না। তাদের এটা স্বভাব হয়ে গেছে। তাতে সাধনার ব্যাঘাত ঘটবে বলে তাদের বিশ্বাস। এখানে মহাপঞ্চকও শোণপাংশুদের মধ্যে আশ্চর্যজনক মিল আছে। তাই কবি মনে করেন অচলায়তনিকদের যেমন শান্তি রসের প্রয়োজন, শোণপাংশুদের প্রয়োজন শান্তির। আগেই বলেছি, শোণপাংশুরা গুরুর রূপ বুঝতে পারেনি, তারা তাকে কেবল কর্মের সঙ্গী মনে করেছে।

"তিনি সকল কাজের কাজী, মোরা তাঁরই কাজের সঙ্গী।"

তারা শুধু গুরুর কর্মটুকু জানে, সমগ্র রূপ নয়, কাজেই গুরুর স্বরূপ সম্পর্কে তারা জানে না।

অপর দিকে দর্ভকরা নীরবে নিরহংকার ভক্তিমার্গে সাধনা করে চলেছে। শোণপাংশুদের যিনি খেলার সাথী, দাদাঠাকুর, অচলায়তনের কাছে যিনি জ্ঞানদাতা গুরু, দর্ভকদের কাছে তিনিই গোসাই ঠাকুর, যে 'পূর্ণিমার দিনে এসে আমাদের পিঠে খেয়ে গেছে, তারপর এই এতদিন পরে দেখা।"

কবির মতে দাদাঠাকুর, গোসাই, গুরু এই তিন মূর্তিতে মিলিয়া গুরুর সম্পূর্ণ রূপ; ইহাদের মধ্যে যে কোন একটিকে বাদ দিলেই তাহাকে খন্ডিত করা হইল। কবি বলতে চান জ্ঞান, কর্ম, ভক্তির সমন্বয়ে সাধনার সার্থকতা।'

এখানে জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির সমন্বয়ের কথা বলা হলেও জ্ঞানমার্গী' অচলায়তনিকগণ, কর্মমার্গী শোণপাংশুগণ নাটকে যতটা গুরুত্ব পেয়েছে ভক্তিমার্গী দর্ভকদের সে গুরুত্ব দেয়া হয়নি। অর্থাৎ দর্ভক চরিত্রে কেবলই দীনতা। অচলায়তনের নতুন প্রাচীর গাঁথার জন্যে যাদের ডাকা হয়েছে তাদের মধ্যেও দুই দল আছে কিন্তু দর্ভকরা নেই।

এছাড়া গুরু না দাদাঠাকুর প্রশ্নের উত্তরে দাদাঠাকুর বলিতেছেন, 'যে জানতে চায় না,আমি তাকে চালাচ্ছি, আমি তাঁর দাদাঠাকুর, আর যে আমার আদেশ নিয়ে চলতে চায়, আমি তার গুরু।' এখানেও জ্ঞান মার্গের উল্লেখ আছে, কর্ম মার্গের উল্লেখ আছে, কিন্তু ভক্তি মার্গের উল্লেখ নেই। দর্ভকরা একেবারেই বাদ পড়েছেন। এতে স্পষ্টতই মনে হয় তিন দল অচলায়তনিকের মধ্যে দুটি দলের প্রতি কবির যে দরদ দর্ভকদের প্রতি তা তত গভীর নয়। তবে এই নাটকের অচলায়তনিকদের প্রাণহীন আচার, মানহীন মন্ত্রের প্রতি কবির ব্যঙ্গ বিদ্রুপ বর্ষিত হয়েছে। কিন্তু জ্ঞান মার্গের মৌলিক মাহাত্মকে তিনি অস্বীকার করতে পারেননি । জ্ঞান মার্গের তপস্যায় মানুষের মন যতই শুষ্ক হোক না কেন, এই শুষ্কতাই তার মনকে সংযত, সংযত করে এক প্রকার রুদ্রশক্তি দান করে, জীবনের পক্ষে যা অপরিহার্য। এর বড় প্রমাণ মহাপঞ্চক চরিত্র। অনেকেই মনে করেন, রবীন্দ্রনাথ এ নাটকে আচার ও মন্ত্রের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন,প্রকৃতপক্ষে তা নয় অর্থহীন আচার আর মননহীন মন্ত্রের বিরুদ্ধে তার অভিযান। তিনি বুঝেছিলেন আচার ও মন্ত্র যতক্ষণ উপলক্ষ, জীবনকে এগিয়ে নেয়ার সহায়ক, ততক্ষণই তাঁর প্রয়োজন। কিন্তু যখন লক্ষ্যে পরিণত হয়ে জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তখন তা জঞ্জালে রূপায়িত হয়, সে জঞ্জাল সাফ করতেই গুরুর আবির্ভাব। বিশেষভাবে লক্ষণীয় বিষয় হলো এই যে, রবীন্দ্রনাথের রচনায় যখনই যেখানেই প্রকৃত গুরুর আগমন বর্ণিত হয়েছে, তখনই সেখানেই একই পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে। গুরু জড়ত্বকে আঘাত করে, বাধা ভেঙে, সযত্নে সঞ্চিত জঞ্জাল অপসারিত করে শিষ্যের গৃহে প্রবেশ করেছেন। কোন সান্ত্বনা দয়া কিংবা নিরর্থক সহানুভূতি দেখিয়ে তাদের অপমান বা ছোট করেননি। গুরু বলতে তিনি ভগবৎ প্রেরিত দূত বুঝেন।

অচলায়তনের গুরু যেমন ভ্রান্ত বুদ্ধি অথচ বীর চরিত্র মহাপঞ্চককে আঘাত করে তাঁর প্রতি সম্মান দেখিয়ে গেছেন, অন্যান্য বিপথগ্রস্ত দুর্বলদের প্রতি ফিরেও তাকাননি, তেমনি রাজা নাটকের যোদ্ধবেশী ঠাকুরদাদা সমবেত রাজন্যগণের মধ্যে একমাত্র বীর চরিত্র কাঞ্চীরাজাকেই দ্বন্দ্বে আহবান করেছেন। অন্যদের দৃষ্টিপাতের যোগ্যই মনে করেননি।

নাটকটিতে ভাঙনের কথা প্রাধান্য পেয়েছে। অর্থহীন আচার বর্জনের প্রতি বিশেষ জোর দেয়া হয়েছে, কিন্তু গড়ার কথাও বাদ পড়েনি। হয়তো সেদিকে বেশি জোর দেয়া হয়নি। এ কারণে হয়তোবা পাঠকের মনোযোগ ভাঙার দিকেই বেশি আকৃষ্ট হয়। কিন্তু একটু দৃষ্টি দিলেই দেখা যাবে, গড়ার কথা তিনি কম বাক্যে হলেও জোর দিয়েই বলেছেন। পঞ্চক যখন তাড়াহুড়ো করে সকল ছেড়ে উধাও হয়ে যেতে চেয়েছিল তখন তিনি বলেছেন, "না তা যাইতে পারিবে না- যেখানে ভাঙা হইল সেখানেই প্রশস্ত করিয়া গড়িতে হইবে? গুরুর আঘাত, নষ্ট করিবার জন্য নহে, বড়ো করিবার জন্য। তাহার উদ্দেশ্য ত্যাগ করার নহে, সার্থক করা।"

অচলায়তনে মন্ত্রমাত্রের প্রতি তীব্র শ্লেষ প্রকাশ করা হয়েছে একথা কখনোই সত্য হতে পারে না। যেহেতু মন্ত্রের সার্থকতা সম্বন্ধে লেখকের কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু মন্ত্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য মননে সহায়তা করা। ধ্যানের বিষয়ের প্রতি মনকে গভীরভাবে নিবিষ্ট করার উপায় মন্ত্র। উপাসনার এই যে আশ্চর্য পথ তৈরি হয়েছে এটিই ভারতবর্ষের বিশেষ মাহাত্ম্যের পরিচয়।

নাটকের শেষাংশে সুস্পষ্ট ভাবে উল্লেখ আছে গড়ার কথা। দাদাঠাকুর এখানে শোণপাংশুদের বলেছেন-

'আমাদের পঞ্চক দাদার সঙ্গে মিলে ভাঙা ভিতের উপর আবার গাঁথতে লেগে যেতে হবে।'

'ঐ ভিতের উপর কাল যুদ্ধের রাত্রে দ্বারিকের রক্তের সঙ্গে শোণপাংশুর রক্ত মিলে গিয়েছে'

' সেই মিলনেই শেষ করলে চলবে না। এবার লাল নয়, এবার একেবারে শুভ্র। নূতন সৌধের সাদা ভিতকে আকাশের আলোয় অভ্রভেদী করে দাঁড় করাও। মেলো তোমরা দুই দলে, লাগো মোদের কাজে।'

অচলায়তনের প্রাচীর মূলত আচার ও মন্ত্রের প্রতীক। পুরনো প্রাচীর ভেঙেছে একথা যেমন সত্য তেমনি নতুন প্রাচীর গড়ার আদেশও সত্য। একথা যদি সত্য হয় তবে মানুষের পক্ষে আচার ও মন্ত্রের প্রয়োজন নেই অচলায়তন নাটককে কেন্দ্র করে এমন দোষারোপ কবিকে করা যায় না।

অচলায়তন নাটকের প্রধান কয়েকটি চরিত্র নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনায় গেলে প্রথমেই আসে পঞ্চক ও মহাপঞ্চকের নাম। এরা দুজন সহোদর ভাই। মহাপঞ্চক সাধনায় নিষ্ঠা ও কঠোরতার দিক, আর পঞ্চক সাধনার সরলতা ও প্রাণ। রক্তের সম্বন্ধ সত্ত্বেও দু'জনের মধ্যে এতদিন বিরোধ লেগেই ছিল; কঠোরতা সরলতাকে সহজে করতে পারেনা না। কিন্তু দু'জনে মিলিত না হলে সাধনার পূর্ণতার আশা বৃথা, তাই গুরু এসে পঞ্চককে মুক্তি না দিয়ে নয়া আয়তনের আচার্য করে বসিয়ে দিয়েছেন। আবার মহাপঞ্চককেও ছাড়েননি। গুরু মনে করেন দু'জনের সম্মিলন হলে আয়তন আর অচলায়তন হতে পারবে না। আবার পঞ্চককে উচ্চপদে দেয়ার ক্ষেত্রে ইঙ্গিত দেয়া হল কঠোরতা আর সরলতার মধ্যে সরলতাই বড়। কঠোরতাকে উচ্চস্থান দিলে সাধন আবার বাঁধন হওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়। সুতরাং মহাপঞ্চক আর পঞ্চক মিলেই আদর্শ আচার্য। আচার্য ব্যক্তিগতভাবে মুক্ত পুরুষ হলেও আয়তনের সংস্কার ও দায়িত্বের কারণে পীড়িত। আয়তনের ভার তাকে এমনি আড়ষ্ট করে ফেলেছে যে, ব্যক্তিগত মুক্তিও তাকে আর মুক্তির আনন্দ দিতে পারেনি। এখানেই তার বেদনা। তাই গুরু যেতে সংকল্প কাজ না দিয়ে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। কারণ তার কর্মের বন্ধন ক্ষয় হয়েছে। আনন্দ মঠের মহাপুরুষ কর্তৃক মঠাধিপতি সত্যানন্দকে কর্মশৃঙ্খল থেকে মুক্তি দিয়ে সঙ্গে করে নিয়ে যাবার সঙ্গে এটি তুলনীয় বলে মনে হয়? এই নাটকে গুরু বলতে জ্ঞান-কর্ম-ভক্তি ত্রি-মার্গের মিলনই হল যার মন্দির তাকে বুঝানো হয়েছে। আর ভগবান? রবীন্দ্রনাথ ভগবান কিংবা ভগবানের অবতার রূপে কীর্তিত কোন মহাপুরুষকে রঙ্গমঞ্চে আনেননি তার কোন নাটকে। যেমন রাজা নাটকের রাজা প্রচ্ছন্ন থেকে গেছে, চন্ডালিকা নাটকে বুদ্ধদেবকে রঙ্গমঞ্চে আনার বহু সুযোগ থাকা সত্ত্বেও আনেননি। দাদাঠাকুরের যোদ্ধবেশে প্রবেশের সঙ্গে নাটকের ঠাকুরদাদার যোদ্ধবেশ তুলনীয়। তবে এখানে ঠাকুরদাদা নিজেকে রাজার (ভগবানের) দূত পরিচয় দিয়েছেন। সুতরাং অচলায়তনের যোদ্ধবেশধারী দাদাঠাকুরকে ভগবৎ প্রেরিত দূত বলেই মনে করতে হবে।

শোণপাংশু চরিত্রটি হচ্ছে ভারতবর্ষের বাইরের এমন এক জাতির, যারা রাজসিক উন্মাদী, যারা আপন রাজসিক উদ্যমে আপনি স্বাধীনভাবে চলতে পারে। যুগক যাদের জাতিগত বা দেশগত নাম। আর শোণপাংশু তাদের গুণগত ও ক্রিয়াগত নাম। 'যুবক কথাটি যবন যোন' প্রভৃতি কথারই সমার্থক। অর্থাৎ আমাদের রক্তহীন সংস্কৃতির বাইরের সচল সক্রিয় কোন জাতি। শোণপাংশুও তাই। শোণ বর্ণ লাল, অর্থাৎ যারা বিধিনিষেধ কন্টকিত রক্তহীন, সাদা নয়।

এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট রবীন্দ্র গবেষক প্রমথনাথ বিশী বলেছেন যে, কোন শিল্প সৃষ্টিকে তার সার্বভৌম ভিত্তি থেকে টেনে সংকীর্ণতর ক্ষেত্রে দাঁড় করালে তার মর্যাদা হানি হয়-এ কথা সত্য। কিন্তু শোণপাংশু ও অচলায়তনের মধ্যে যখন এমন সুস্পষ্টভাবে ভারতীয় ইতিহাসের পক্ষে প্রযোজ্য যে সমালোচকের পক্ষে এই লোভ সংবরণ করা সহজ নয়। বিশেষত স্বয়ং কবিও এই নাটকখানিকে ভারতীয় সমাজের সঙ্গে বহিরাগত সভ্যতার সংঘর্ষ বলে ব্যাখ্যা করেছেন।

ঐক্যমূলক মানবজাতির যে চরম সত্যতা, ভারতবর্ষ অনাদিকাল থেকে বিচিত্র উপকরণের সাহায্যে তাঁর ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করে আসছে। পর বলে কাউকে দূরে ঠেলেনি, অনার্য বলে কাউকে বহিষ্কার করেনি, অসঙ্গত বলে সে কিছু উপহাস করেনি। সবকিছু গ্রহণ করেছে এবং সবকিছুই স্বীকার করেছে ভারতবর্ষ। পুলিন্দ, শবর, ব্যাধ প্রভৃতিদের কাছ থেকেও বিভিন্নই সামগ্রী গ্রহণ করে তাতে নিজের ভাব বিস্তার করেছে। নিজের আধ্যাত্মিকতা বিস্তার ঘটিয়েছে। এই ঐক্য বিস্তার ও শৃংখলা শুধু সমাজ ব্যবস্থায় নয়, ধর্ম-নীতিতেও বিদ্যমান। ভারতবর্ষ অচলায়তনে হয়ে উঠলেও নতুনকে গ্রহণ করার ক্ষমতা তার আছে। যখন কোন নতুনকে গ্রহণ করে তখন প্রাচীর গাঁথার ক্ষমতাও তাঁর আছে।

শিল্প সৃষ্টি হিসেবে একেবারে ত্রুটি মুক্ত নয়। কারণ এর বেশির ভাগ চরিত্রই সৃষ্টি করা হয়েছে রক্তমাংসহীন ব্যাক্তিত্বহীন, ছায়াপ্রায় আইডিয়ার মুখোশ হিসেবে। একমাত্র মহাপঞ্চকের চরিত্রে সামান্য পরিমাণে মানব সুলভ সজীবতা লেপন করা হয়েছে। এ চরিত্রে ক্লাসিক্যাল ট্রাজেডির উপাদানও মিশে আছে। শুধুমাত্র এই মানবসুলভ গুণাবলীর কারণেই এই লোকটা পাঠকের অন্তরে প্রবেশের সুযোগ পেয়েছে। এছাড়া বাকি সবগুলো চরিত্রই পাঠকের মস্তিষ্কে স্থান পেয়েছে, অন্তরে প্রবেশে সমর্থ হয়নি। কারণ মানুষের অন্তরে শুধু মানুষেরই প্রবেশাধিকার আছে অন্য কারো নয়। তদুপরি অচলায়তন নাটকে যে সমাজ ব্যবস্থা অঙ্কিত হয়েছে, সেখানে নারীর কোন স্থান রাখা হয়নি। কোন নাটকে নারীচরিত্র থাকবে, কোনটিতে থাকবেনা সেটি একান্তই নাট্যকারের নিজস্ব চিন্তা, চেতনা ও মননের বিষয়, কিন্তু এখানে দাবিটির পক্ষে যুক্তি সংগত কারণ রয়েছে।

জ্ঞান, কর্ম-ভক্তি মিলনে নতুন যে সমাজের চিত্র নাট্যকার এঁকেছেন, সেখানে নারীর স্থান কোথায় এ প্রশ্ন স্বভাবতই আসে। অবশ্য অচলায়তন ব্রহ্মচারীদের আয়তন, সেখানে নারীর স্থান না থাকতেও পারে, শোণপাংশুরাও আততায়ী, বহিরাগত ভিন্নজাতি নারী সঙ্গে নাও আনতে পারে- লেখকের পক্ষ থেকে এর উত্তরও দেয়া যেতে পারে, কিন্তু তা যথার্থ উত্তর নয়। এটি শুধু একটি গল্প নয়, সমাজ ব্যবস্থার এক নতুন ছক। যদি তাই হয় তবে এই ছকের নতুন সমাজে নরনারী সকলেরই যথাযোগ্য স্থান হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। কিন্তু এখানে নারীর সে স্থান কোথায়? নারীর স্থানটি নির্দিষ্ট হয়নি বলে গুরুর আদেশে পুরাতন অচলায়তন ভেঙে নতুন করে গড়া অচলায়তনেও যথেষ্ট উদারতা রক্ষিত হয়নি। মানবপ্রকৃতি এ অচলায়তনের চেয়েও ব্যাপকতর। সুতরাং এটিও আবার ভেঙে গড়তে হবে। গুরু যদি সেই আঘাত না করেন, কবিও যদি সে প্রশ্ন না করেন, তবে সমালোচককেই বাধ্য হয়ে সে প্রশ্ন করতে হয়। সে শুধু প্রশ্নই করতে পারে। এই প্রধান ত্রুটিটি যদি থেকেই যায়, তবে নতুন সমাজতন্ত্র হিসেবে এই নাটক সর্বাঙ্গীণ থেকে যাবে এবং সর্বজনবিদিত সর্বকালগ্রাহ্য হয়ে উঠতে পারবে না।

পরিশেষে বলা যায়, নাট্যসাহিত্য বিচারে অচলায়তন নাটকে নানা ত্রুটি বিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও এতে পর্যাপ্ত পরিমাণ কবিত্ব রস জমেছে, যা এ নাটকের প্রধান সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। যেমন : নববর্ষা সমাগমের সমারোহ এবং আশা। প্রথম বারিপাতের সিক্ত অভ্যর্থনা এবং উল্লাস। পঞ্চকের কন্ঠে ভাষায় ও সঙ্গীতে প্রকাশ। বস্তুত এতে প্রকৃতিকে নাটকের মূল ভাবের প্রতীক করেই কবি বর্ণনা করেছেন। নাটকের ঘটনার প্রারম্ভ গ্রীষ্মকালে। পৃথিবী যখন রসের অভাবে শুষ্ক, এর অবসান প্রথম বর্ষা সমাগমে পৃথিবী যখন নব ধারাপাতে স্নিগ্ধ। অচলায়তনের আচার সর্বস্ব জীবন গ্রীষ্মের প্রতীক, মহাপঞ্চক তাঁর মানবরূপ, তাঁর চরিত্রে গ্রীষ্মের তাপ ও তপস্যাজাত শক্তি দুই-ই বিদ্যমান। প্রথম বারিপাতে শুধু পৃথিবীই স্নিগ্ধ হয়নি, গুরুর আগমনে অচলায়তনের জীবনেও ফিরে এসেছে মাধুর্য। কবচকিরীচ এবং কিরীটকুণ্ডলধারী যোদ্ধবেশী গুরু যেন বজ্র বিদ্যুৎ-সমুজ্জ্বল বর্ষার মত উদার মেঘাগমনেরই। তৃষিত পঞ্চকের চিত্তচাতক এই মেঘ আগমনের অপেক্ষাতেই ছিল। তার কন্ঠে যেন অনাগত মেঘের বন্দনাই শুনতে পেত আচার্য। শুনে বুঝলো, মেঘ, মুক্তি ও গুরুর আবির্ভাব আসন্ন। প্রকৃতির এই প্রতীক রূপটি উপলব্ধি করলেই নাটকটি পাঠ এবং রঙ্গমঞ্চে দর্শনের সার্থকতা আসবে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতবর্ষীয় হিন্দু সমাজের জীর্ণতা ও অর্থহীন আচার পরায়ণতাকে আঘাত করতে উদ্যত হয়েছেন, কিন্তু এই অচলায়তন ভাঙতে যে কাঠামো তিনি গ্রহণ করেছেন তাঁর সাথে হিন্দু সমাজ ব্যবস্থার সংস্কৃতির কোন মিল নেই। অচলায়তনের বিশাল অট্টালিকা ওদন্তপুরী, নালন্দা ও বিক্রমশীলা প্রভৃতি বৌদ্ধ বিহারের কথা মনে করিয়ে দেয়। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির কেন্দ্রছিল তপোবন। অচলায়তনের মতো সেখানে শুধু পুরুষ বিদ্যার্থী বাস করতো না। দূরে হলেও তপোবনগুলো অনুসরণ করতো জনপদের কাঠামো। সংসারের ছাঁচে ঢালা ছিল তপোবনের গুরুর আশ্রম। সেখানে পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা সকলেরই স্থান ছিল। বিদ্যার্থীরা সেখানে সন্তানের মত পালিত ও শিক্ষিত হতো। কিন্তু অচলায়তনে এসবের কিছুই নেই। অচলায়তনের সমাজ ব্যবস্থার ছাঁচ তপোবনের চেয়ে আলাদা। অচলায়তনের পরিবেশ যেমন বৌদ্ধবিহারের আদলে রচিত, এর রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহারও তেমন অদ্ভুত। মন্ত্র ও মন্ত্রের নামের বেশির ভাগই পুঁথিতে মহাযান মতবাদের সংগ্রহগ্রন্থ থেকে। বস্তুতপক্ষে হিন্দু সমাজের কাছে পুরোপুরি অপরিচিত এর সমাজ ও পরিবেশ। অচলায়তনের পরিবেশ যদি অধিকতর পরিচিত হত ও বাস্তবধর্মী হত তাহলে শিল্পসৃষ্টি হিসেবে এটি আরও উচ্চমার্গের হত এবং এর রচনার উদ্দেশ্যও সফল হতে পারতো। ভূতের ছিল শরীরে আঘাত করে না। যেমন কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও পাঠক সাধারণ এ নাটকের দ্বারা আহত হওয়ার লক্ষণ প্রকাশ করেনি। এর জন্যে নাটকের অদ্ভুত ও অবাস্তব পরিবেশই দায়ী।

নুরুল আমিন রোকন: সাবেক মহাসচিব, বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন - বিএফইউজে।

কন্ট্রাক্ট মেরিজে গ্রিনকার্ড : অনেক বাংলাদেশি উদ্বিগ্ন

১ পৃষ্ঠার পর

এক হাজারের বেশি সাজানো বিয়ের অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছে ১১ জন জন চাইনিজ।এই প্রতারণা ব্যবসায় পাকিস্তানীরাও লিপ্ত। বিদেশি নাগরিকদের কাছ থেকে আদায় করা অর্থের সম্ভাব্য অঙ্ক ছুঁতে পারে ১০ কোটি ডলার।

তদন্তকারীদের অভিযোগ, ২০১৬ সাল থেকে ২০২৬ সালের জুলাই পর্যন্ত নিউইয়র্ককে কেন্দ্র করে সক্রিয় ছিল এই নেটওয়ার্ক। বিদেশি নাগরিকদের কাছ থেকে প্রতিটি বিয়ের জন্য নেওয়া হতো বিপুল অর্থ। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সেই অঙ্ক ১ লাখ ডলার পর্যন্ত পৌঁছাত। অভিযোগের সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর দিক-অনেক বিয়েই ছিল শুধু কাগজে-কলমে। কথিত চক্রের সদস্যরা বিদেশি নাগরিকদের জন্য মার্কিন নাগরিক 'স্বামী' বা 'স্ত্রী' খুঁজে দিতেন। এরপর বিয়েকে সত্যিকারের মনে করাতে ছবি, পোশাক, অনুষ্ঠান ও অন্যান্য প্রমাণ তৈরি করা হতো।

কিছু ক্ষেত্রে বিয়ের আগেই নির্ধারণ করা হতো দম্পতি আলাদা থাকবেন এবং স্বাভাবিক দাম্পত্য জীবনযাপন করবেন না। অভিবাসন প্রক্রিয়া শেষ হলে বিবাহবিচ্ছেদের ব্যবস্থাও করা হতো বলে অভিযোগ।

অর্থের বিনিময়ে ভুয়া বিয়েতে অংশ নেওয়া মার্কিন নাগরিকদের কাউকে প্রায় ৩০ হাজার ডলার পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ রয়েছে। নতুন বিদেশি 'ক্লায়েন্ট' সংগ্রহ করে দেওয়ার বিনিময়ে মধ্যস্থতাকারীরাও পেতেন হাজার হাজার ডলার। এক হাজার বিয়েতে সর্বোচ্চ ১ লাখ ডলারের হিসাব ধরলে সম্ভাব্য অঙ্ক ১০ কোটি ডলার পর্যন্ত দাঁড়ায়। তবে এটি সর্বোচ্চ সম্ভাব্য অঙ্কের গাণিতিক হিসাব। কর্তৃপক্ষের নিশ্চিত করা মোট আয় হিসেবে ১০ কোটি ডলারকে দেখানো উচিত নয়।

গ্রিন কার্ড পাওয়ার উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে ভুয়া বিয়ে করা যুক্তরাষ্ট্রের আইনে গুরুতর অপরাধ। শুধু বিদেশি নাগরিক নয়, অর্থের বিনিময়ে এমন বিয়েতে অংশ নেওয়া মার্কিন নাগরিকও ফেডারেল আইনের আওতায় পড়তে পারেন।

অভিবাসন বিশেষজ্ঞদের মতে, বৈধ বিবাহের সুযোগকে ব্যবহার করে প্রতারণা নতুন কোনো বিষয় নয়। তবে বড় আকারের সংগঠিত নেটওয়ার্ক, বিপুল অর্থের লেনদেন এবং এক হাজারের বেশি কথিত ভুয়া বিয়ের অভিযোগ বিষয়টিকে বিশেষভাবে উদ্বেগজনক করে তুলেছে।

একদিকে বৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ী হওয়ার আশায় হাজারো অভিবাসী বছরের পর বছর অপেক্ষা করছেন, অন্যদিকে অর্থের বিনিময়ে আইনের পথকে পাশ কাটানোর এমন চেষ্টা পুরো অভিবাসন ব্যবস্থার ওপরই চাপ তৈরি করছে।

চলে গেলেন মির্জা আজম

৬৪ পৃষ্ঠার পর

অত্যন্ত মিষ্টভাষী মির্জা আলী আজম কম্যুনিটিতে অত্যন্ত সচেতন মানুষ ছিলেন। অন্যায়ের প্রতিবাদ করতেন। মির্জা আলী আজম গত ৭ আগস্ট নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কনস্যুলেট আয়োজিত জুলাইয়ের অনুষ্ঠানে যাওয়ার জন্য তার কর্মস্থল এস্টোরিয়া থেকে বাসে ওঠেন। আনুমানিক সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার সময় তিনি বাসের মধ্যেই হার্টঅ্যাটাকে আক্রান্ত হন এবং বাসের মধ্যে পড়ে যান। এ সময় অ্যাম্বুলেন্স কল করা হয় এবং তাকে এস্টোরিয়ার মাউন্টসিনাই হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত ডাক্তার পরীক্ষা করে তাকে মৃত ঘোষণা করেন (ইন্না লিল্লাহি... রাজিউন)। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬০ বছর। তিনি স্ত্রী, ২ ছেলে, ১ মেয়ে ও আত্মীয়স্বজন রেখে গেছেন।

ট্রাভেল ব্যবসায়ী মির্জা আলী আজমের জানাজা গত ৮ আগস্ট এস্টোরিয়া ইসলামিক সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয় এবং তার লাশ নিউ জার্সির মুসলিম মেমোরিয়াল গোরস্থানে দাফন করা হয়। তার দাফনের ব্যবস্থা করা হয় মুসলিম উম্মাহর নেতৃত্বে।

উল্লেখ্য, মির্জা আলী আজমের দেশের বাড়ি বাংলাদেশের মাগুরায়। তার মৃত্যুতে পুরো কম্যুনিটিতে শোকের ছায়া নেমে আসে।

সামার সেল! সামার সেল!
Mybestfly
New York, United States
Dhaka, Bangladesh
Nov 21
Return Date
Search Flight
DISCOUNT
Plan your next flight
Scan Me
এই সামারে বিমান, এমিরেটস, কাতার, টার্কিশ এবং
সৌদি এয়ারলাইন্স এর ফ্লাইট বুকিংয়ে পাচ্ছেন বিশেষ ছাড়
ভিজিট করুন আমাদের ওয়েবসাইট
www.mybestfly.com
Emirates
QATAR AIRWAYS القطرية
TURKISH AIRLINES
السعودية SAUDIA
Biman BANGLADESH AIRLINES
এছাড়াও আমাদের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিশ্বের সকল দেশের ইন্টারন্যাশনাল
এবং ডোমেস্টিক ফ্লাইট বুক করতে পারবেন
BOOK ONLINE
mybestfly.com
CALL TO BOOK
718-406-9745
Global Tours & Travel
USA Office
37-12 75th St,
2nd floor Suite # 206.
Jackson Heights, NY-11372, USA
Dhaka Office
78/E (3rd Floor),
Purana Paltan Line,
Bijoynagar, Dhaka-1000

Trump secretly switch the plane due to security concern in Turkey

Continued from page 18

gifted plane, the older aircraft used as Air Force One and the C-32A then all departed separately for the UK. Once there, Trump got on board the Qatari-gifted plane and flew home. For the last month, much of the public discussion about the plane swap had been centered on the security capabilities of the Qatari-donated plane. Trump had boasted about the new aircraft — even though officials felt it was not as secure as other planes because it had to be retrofitted to serve as Air Force One — and the president seethed privately over coverage of its deficiencies, CNN previously reported. *(Source-CNN)*

Trump administration revokes more than 175,000 visas

Continued from page 19

a result of the State Department's continuous vetting operations, which ensure that visa recipients abide by the terms of their visa and do not endanger Americans." "The majority of these visas were revoked due to law enforcement encounters for a range of criminal activity, with assault, driving under the influence, theft, and drug crimes being the leading causes. A significant share of visas were revoked for reckless driving, sexual assault, child abuse, fraud and embezzlement, and other crimes," the State Department said in a statement. *(Source-The Hill)*

State orders removal of Queens judge over misconduct findings

Continued from page 18

documents for Kasper, even though she was not allowed to do so, having previously been convicted of falsely notarizing a document. Emery said that while Kasper admits retaining Bar amounted to misconduct, he did so out of loyalty. "He was still committed to her as a person and as a friend, and he kept her on while he was a judge to wind down these cases," Emery said. The commission also charged Kasper with allegedly failing to keep track of around $17,000 sitting in his attorney escrow accounts in the two-year period following his election. Though he located around $10,000 of funds meant to be paid to clients, he couldn't account for over $7,000 as of 2024, the commission said. *(Courtesy-Queens Daily Eagle)*

US rights groups sue Trump over 'anti-ICC push'

Continued from page 19

were seeking to "enable ICC overreach" and said the court posed a threat to US sovereignty. Three ICC judges have separately sued the Trump administration over the sanctions.

Trump's opposition toward the ICC goes back to his first term. A similar executive order Trump issued in 2020 was blocked by a judge, who said it likely violated the First Amendment, before being rescinded by President Joe Biden's administration in 2021.

NYPD recovered 3,000 guns last 6 months

Continued from page 19

violent felony from another county," said Chauncey Parker, executive director of New York/New Jersey High Intensity Drug Trafficking Area. "They're laser-focused on the very, very small number of people who are shooting people and hurting people in New York City, and that's what this team does." Four of the five boroughs' District Attorneys, Attorney General Letitia James, and U.S. Attorney for the Eastern District of New York Joseph Nocella Jr. also joined the announcement that comes amid what police say is an historic low in shootings. According to NYPD data, there were 381 shooting incidents as of Aug. 1st, compared to 412 during the same period in 2025. A total of 462 people were hurt in gunfire incidents compared to 489 shooting victims in 2025. *(Source-am)*

সোসাইটির নির্বাচন ১৮ অক্টোবর

১ পৃষ্ঠার পর

সদস্যরাই কেবল নির্বাচন ও ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন। প্রধান নির্বাচন কমিশনার আবু নাসের মঙ্গলবার ১১ আগস্ট কুইন্সে সোসাইটির কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে নির্বাচনের এই তফসিল ঘোষণা করেন। ৭ সদস্যের নির্বাচন কমিশনের অন্যান্য সদস্যরা হলেন বদরুল হোসেন খান, শামসুদ্দিন আজাদ, রুহুল আমিন সরকার, আহবাব চৌধুরী,মিয়া মোহাম্মদ দুলাল ও মিঠু হামিদ। মনোনয়ন পত্র গ্রহণের তারিখ ২৫ আগস্ট। জমা ৩০ আগস্ট প্রত্যাহারের তারিখ ৩ সেপ্টেম্বর। চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ ৪ সেপ্টেম্বর। সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের মনোনয়ন পত্রের মূল্য ধরা হয়েছে যথাক্রমে ৬ হাজার ও ৫ হাজার ডলার। অন্যান্য পদের জন্যও নমিনেশন পেপারের মূল্য ধার্য করা হয়েছে।

ইতোমধ্যেই নির্বাচনে আগ্রহী প্রার্থীরা নির্বাচনী মাঠে নেমে পড়েছেন। এ নির্বাচনে মূলত ২টি প্যানেল নির্বাচন করবেন। একটি প্যানেলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন আতাউর রহমান সেলিম ও মোহাম্মদ আলী। অন্য প্যানেলের নেতৃত্ব দেবেন আজমল হোসেন কুনু ও ফিরোজ আহমেদ। তবে সাধারণ সম্পাদক পদে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে লড়বার ঘোষণা দিয়েছে সৈয়দ রাব্বি।

নিউইয়র্ক সিটির ব্রংকস, কুইন্সের উডসাইড, জ্যামাইকা, ব্রুকলিনের চার্চ ও ওজন পার্ক কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ করা হবে। সকাল ৯টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ চলবে। ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী, বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচনের মনোনয়নপত্র বিক্রি হবে আগামী ২৫ আগস্ট। ওই দিন বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত বাংলাদেশ সোসাইটির কার্যালয় থেকে ৫০০ ডলারের বিনিময়ে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করা যাবে।

মনোনয়নপত্র জমা নেওয়া হবে আগামী ৩০ আগস্ট। ওই দিন উডসাইডের কুইন্স প্যালেসে সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত মনোনয়নপত্র গ্রহণ করা হবে। ৩১ আগস্ট সন্ধ্যা ৭টায় বাংলাদেশ সোসাইটির কার্যালয়ে মনোনয়নপত্র বাছাই করা হবে। ১ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৭টায় সোসাইটি ভবনে প্রাথমিক প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করা হবে। প্রার্থিতা নিয়ে আপত্তি গ্রহণ করা হবে ২ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৭টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত বাংলাদেশ সোসাইটির ভবনে।

মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের সময় নির্ধারণ করা হয়েছে ৩ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৭টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত। পরদিন ৪ সেপ্টেম্বর বিকেল ৫টায় সোসাইটি কার্যালয়ে চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করা হবে। এবারের নির্বাচনে সভাপতি পদে একজন, সিনিয়র সহ-সভাপতি একজন, সহ-সভাপতি একজন, সাধারণ সম্পাদক একজন, সহকারী সাধারণ সম্পাদক একজন এবং কোষাধ্যক্ষ পদে একজন নির্বাচিত হবেন। এছাড়া সাংগঠনিক সম্পাদক, সাংস্কৃতিক সম্পাদক, জনসংযোগ ও প্রচার সম্পাদক, সমাজকল্যাণ সম্পাদক, সাহিত্য সম্পাদক, ক্রীড়া ও বিনোদন সম্পাদক, স্কুল ও শিক্ষাবিষয়ক সম্পাদক, মহিলা ও শিশু বিষয়ক সম্পাদক এবং যুব ও আইটি বিষয়ক সম্পাদক পদে একজন করে নির্বাচিত হবেন। পাশাপাশি ছয়জন কার্যনির্বাহী সদস্য নির্বাচিত হবেন। সব মিলিয়ে কার্যনির্বাহী কমিটির ২১টি পদের জন্য ভোট অনুষ্ঠিত হবে। প্রথমবারের মতো এবারের নির্বাচিত কমিটি হবে ৩ বছর মেয়াদী। নির্বাচনে প্রার্থী হতে পদভেদে নির্ধারিত ফি জমা দিতে হবে। মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময় সভাপতি প্রার্থীকে ৬ হাজার ডলার, সিনিয়র সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক প্রার্থীকে ৫ হাজার ডলার করে, সহ-সভাপতি প্রার্থীকে ৪ হাজার ৫০০ ডলার, সহ-সাধারণ সম্পাদক প্রার্থীকে ৩ হাজার ২০০ ডলার, কোষাধ্যক্ষ প্রার্থীকে ৩ হাজার ডলার এবং সাংগঠনিক সম্পাদক প্রার্থীকে ২ হাজার ৫০০ ডলার জমা দিতে হবে। অন্যান্য সম্পাদকীয় পদের প্রার্থীদের ২ হাজার ডলার এবং সদস্য পদের প্রার্থীদের ১ হাজার ৫০০ ডলার করে দিতে হবে। এই অর্থ অফেরতযোগ্য এবং সার্টিফায়েড চেক অথবা নগদে পরিশোধ করা যাবে। সংবাদ সম্মেলনে এক প্রশ্নের জবাবে নির্বাচন কমিশনের চেয়ারম্যান আবু নাসের বলেন, এবারের নির্বাচন বাংলাদেশ সোসাইটির ইতিহাসে সবচেয়ে বড় নির্বাচন হতে যাচ্ছে। কারণ এর আগে এতসংখ্যক ভোটার নিয়ে সোসাইটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। তিনি বলেন, বাংলাদেশ সোসাইটির গঠনতন্ত্র অনুযায়ী ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে নির্বাচন কমিশনের কাছে ভোটার তালিকা দেওয়ার কথা। সেই অনুযায়ী সোসাইটি কর্তৃপক্ষ ভোটার তালিকা নির্বাচন কমিশনের কাছে দিয়েছে। তবে তালিকা সংশোধনের জন্য ১৮ আগস্ট পর্যন্ত সময় রাখা হয়েছে। আবু নাসের বলেন, এবারের নির্বাচনে ভোটার সংখ্যা প্রায় ৩৫ হাজার ৩২১ জন। তবে এই সংখ্যা এখনো চূড়ান্ত নয়। ভোটার তালিকা সংশোধনের জন্য বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে। কয়েক দিনের মধ্যেই চূড়ান্ত ভোটার তালিকা পাওয়া যাবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে পরিচয়পত্র বাধ্যতামূলক থাকবে। তিনি স্পষ্ট করে বলেন, "নো আইডি, নো ভোট।" পাশাপাশি যে ভোটার যে কেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত, তাকে সেই কেন্দ্রেই ভোট দিতে হবে। নির্বাচনের ব্যয় প্রসঙ্গে আবু নাসের বলেন, নির্বাচন কমিশনের প্রাথমিক বাজেট ধরা হয়েছে ২ লাখ ৬০ হাজার ডলার। তিনি বলেন, অঙ্কটি শুনতে অনেক বড় মনে হলেও বর্তমানে সবকিছুর দাম বেড়েছে। শুধু ভোট গ্রহণের মেশিনের পেছনেই প্রায় ৯০ হাজার ডলার ব্যয় হবে। এর সঙ্গে রয়েছে পাঁচটি ভোটকেন্দ্রের হল ভাড়াসহ নির্বাচন পরিচালনার অন্যান্য খরচ। বাংলাদেশ সোসাইটির এবারের নির্বাচন সুষ্ঠু, সুন্দর ও গ্রহণযোগ্যভাবে সম্পন্ন করতে তিনি প্রার্থী, ভোটার এবং কমিউনিটির সবার সহযোগিতা কামনা করেন। উল্লেখ্য সোসাইটির ইতিহাসে এটিই সবচেয়ে ব্যয়বহুল নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এদিকে নির্বাচনকে সামনে রেখে ইতোমধ্যে দুটি প্যানেল এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীরা মাঠে নেমেছেন। স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে সভাপতি পদে ওসমান চৌধুরী এবং সাধারণ সম্পাদক পদে সৈয়দ রাব্বী প্রতিদ্বন্দ্বিতার ঘোষণা দিয়েছেন। তবে ওসমান চৌধুরী তার সদস্যপদ এখনও ফেরত পাননি। পেলেইই তিনি নির্বাচন করতে পারবেন। দুটি প্যানেলের একটিতে সভাপতি পদে আতাউর রহমান সেলিম, সাধারণ সম্পাদক পদে মোহাম্মদ আলী, সিনিয়র সহসভাপতি মহিউদ্দীন দেওয়ান এবং সহ-সভাপতি পদে কামরুজ্জামান কামরুল রয়েছেন। অন্য প্যানেলে সভাপতি পদে আজমল হোসেন কুনু, সাধারণ সম্পাদক পদে ফিরোজ আহমেদ, সিনিয়র সহ-সভাপতি পদে দুলাল বেপারী এবং সহ-সভাপতি পদে কালাম ভূঁইয়া রয়েছেন। নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার আগেই দুই প্যানেলের প্রার্থীরা কমিউনিটির ভোটারদের কাছে নিজেদের তুলে ধরতে নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করেছেন। আগামী ১৮ অক্টোবরের ভোটকে ঘিরে নিউইয়র্কের বাংলাদেশি কমিউনিটিতে নির্বাচনী তৎপরতা আরও বাড়বে বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন। সংবাদ সম্মেলনে ট্রাস্টি বোর্ড সদস্য আজিজুর রহমান ফুয়াদ, বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, সহ সভাপতি কামরুজ্জামান কামরুল, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, সাংগঠনিক সম্পাদক কোষাধ্যক্ষ মফিজুল ইসলাম ভূইয়া রুমী, সাংগঠনিক সম্পাদক ফিরোজ খান, প্রচার ও জনসংযোগ সম্পাদক মিন্টু মোহাম্মদ, স্কুল ও শিক্ষা বিষয়ক হাসান জিলানী, নির্বাচনে সম্ভাব্য প্রার্থী নওশেদ হায়দার, সাবেক সহ সভাপতি সালামত উল্লাহ, সাবেক সাধারণ সম্পাদক রুহুল ইসলাম, সাবেক সহ সাধারণ সম্পাদক বাবুল চৌধুরী, কমিউনিটির লিডার আলহাজ সোলায়মান ভূইয়া, কাজী আজম, ফিরোজ আহমেদ, নাজমুল হাসান মানিক, খোকন মোশাররফ, দুলাল বেপারী ও এএসএম মাইন উদ্দীন পিন্টু উপস্থিত ছিলেন।

কর্নেল অলির প্রার্থীতা ও কাজি মন্টুর কলাম

১ পৃষ্ঠার পর

মনোনীত করেছে। রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ সাংবিধানিক পদ। তাই এই পদে এমন একজন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, সজ্জন ও গ্রহণযোগ্য মানুষ থাকা প্রয়োজন, যার রাজনৈতিক পটভূমি প্রশ্নাতীত এবং যার ব্যক্তিত্ব ও যোগ্যতা সর্বমহলে শ্রদ্ধা ও সম্মানের অধিকারী।

সংগৃহিত কিছু তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যাক, রাজনৈতিক মতাদর্শে যিনি গিরগিটির মতো ঘন ঘন রং বদলান এমন একজন ব্যক্তি কর্নেল অলি আহমেদ এই পদের জন্য কতটা যোগ্য, নাকি জামায়াতে ইসলামীর মতো একটি 'গুপ্ত দলের' ক্রীড়নক ও একজন রাজনৈতিক জোকার হিসেবে রাষ্ট্রীয়পর্যায়ের এত উঁচু পদের নির্বাচনে নিশ্চিত পরাজয় জেনেও একজন প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েছেন।

কর্নেল (অব.) অলি আহমেদ জামায়াতে ইসলামী ও এনসিপির নেতৃত্বাধীন জোটের শরিক প্রায় সংগঠন লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির সভাপতি। অলি আহমেদের দল এলডিপির তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক ও টেলিভিশন টকশোর পরিচিত মুখ রেদওয়ান আহমেদের নেতৃত্বে দলের একটি বিরাট অংশ ২০২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে বিএনপিতে যোগ দেয়। পরবর্তীতে রেদওয়ান সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন, কিন্তু অলি আহমেদ নিজে নির্বাচনে পরাজিত হন।

কর্নেল (অব.) অলি আহমেদ একজন খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সাবেক কর্মকর্তা, বিএনপির অন্যতম প্রতিষ্ঠাকালীন নেতা, সাবেক মন্ত্রী সংসদ সদস্য। ১৯৯১ সালে বিএনপি সরকার গঠন করলে তিনি যোগাযোগমন্ত্রী হন এবং ১৯৯৬ সালের মার্চে বিএনপি সরকারের শেষ পর্যায়ে স্বল্প সময়ের জন্য বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বও পালন করেন। বিএনপি সরকারের দ্বিতীয় মেয়াদে অলি আহমেদকে কোনো মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেয়া হয়নি।

২০০৬ সালের অক্টোবর মাসে দলত্যাগকারী সাবেক বিএনপি নেতা ও রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী এবং বিএনপির তৎকালীন স্থায়ী কমিটির সদস্য কর্নেল (অব.) অলি আহমেদের নেতৃত্বে লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি (এলডিপি) গঠিত হয়। মাত্র আট মাসের মধ্যে, ২০০৭ সালের জুনে, এলডিপি প্রকাশ্য বিভক্তির মুখে পড়ে। বদরুদ্দোজা চৌধুরী অলি আহমেদকে দল থেকে বহিষ্কারের ঘোষণা দেন; অন্যদিকে অলি আহমেদও নিজস্ব কমিটি ঘোষণা করে তাঁর নেতৃত্বাধীন অংশকেই মূল এলডিপি হিসেবে দাবি করেন। শেষ পর্যন্ত বদরুদ্দোজা চৌধুরী তাঁর অনুসারীদের নিয়ে পুনরায় বিকল্পধারা বাংলাদেশ গঠন করেন, আর অলি আহমেদ এলডিপির নেতৃত্ব ধরে রাখেন।

এই ঘটনাটি কর্নেল (অব.) অলি আহমেদের রাজনৈতিক জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় এবং তাঁর রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও দল পরিচালনার ইতিহাস মূল্যায়নের ক্ষেত্রে উপেক্ষা করার মতো বিষয় নয়। রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষের কারণে তার ভূমিকা, আচরণ ও কথাবার্তা ছিল সবসময়ই বিতর্কিত। বিএনপির প্রথম মেয়াদে যোগাযোগ মন্ত্রী থাকাকালে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হওয়ার জন্য তিনি মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন। এ কারণেই, বিএনপির ভেতরে অলি আহমেদের রাজনৈতিক অবস্থান ও নেতৃত্বের নিয়ে সন্দেহের সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মতো অত্যন্ত সংবেদনশীল একটি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব তাঁর হাতে দেওয়া কতটা নিরাপদ ও সমীচীন- এ নিয়ে বেগম জিয়ার সংশয় ছিল বলে রাজনৈতিক মহলে আলোচনা ছিল।

সেনাবাহিনীর শীর্ষ পর্যায়ে তিনি প্রভাব খাটানোর চেষ্টা করেছিলেন তিনি। বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর কর্নেল (অব.) অলি আহমেদের ম্যানিপুলেশনে জেনারেল আবু সালেহ মোহাম্মদ নাসিম প্রথমে ডিজিএফআই-এর মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পান। পরে তারই প্রভাবে নাসিম সেনাপ্রধানও হন।

লেফটেন্যান্ট জেনারেল নূরউদ্দীন খান ১৯৯০ থেকে আগস্ট ১৯৯৪ পর্যন্ত বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর দায়িত্বের মেয়াদ শেষ হওয়ার সময় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া তাঁর চাকরির মেয়াদ বর্ধিত করে তাঁকে সেনাপ্রধান হিসেবে বহাল রাখতে চেয়েছিলেন। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র প্রস্তুতের কাজও চূড়ান্ত পর্যায়ে ছিল। বাগড়া দিলেন যোগাযোগ মন্ত্রী কর্নেল অলি আহমেদ। তিনি এক প্রকার জোর খাটিয়েই লেফটেন্যান্ট জেনারেল আবু সালেহ মোহাম্মদ নাসিমকে সেনা প্রধান বানাতে বেগম জিয়াকে বাধ্য করেছিলেন।

অলি আহমেদকে ভারতপন্থী এবং ভারতের বিশ্বস্ত ব্যক্তি হিসেবে দেখা হতো। ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা 'র'-এর সঙ্গে যোগাযোগের অভিযোগও ছিল তার বিরুদ্ধে। অবশ্য রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর ভোল পাল্টে ২০২৬ সালে অলি আহমেদ ভারত ও র-এর নীতির সমালোচনা করেন। ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ১১-দলীয় জোটের প্রচারণায় তিনি বলেন, ভারত বিরোধিতা তাঁর বক্তব্যের উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু বাংলাদেশের নীতি ভারত বা র-এর নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত হওয়া উচিত নয়। ভারত সরকারের আমন্ত্রণে ১৯৯৩ সালের ২ থেকে ৯ মে তিনি ভারত সফর করেন। তার ভারত সফরকালে তার জুনিয়র পুত্র কানিষ্ঠের কন্যা ইনকিলাব পত্রিকার কর্মচারী উচ্চ মাধ্যমিক পাস তরুণ রাকিব সাথে পলায়ন করে। এই কন্যাটি ছিল তার দ্বিতীয় স্ত্রীর সন্তান।

ওই সময় বাংলাদেশের রাজনীতিতে ভারতের নাক গলানোর বিরুদ্ধে বাংলা পত্রিকা ইনকিলাবের কঠোর সমালোচনামূলক অবস্থান ছিল এবং দেশের জাতীয়তাবাদী পাঠকদের কাছে ইনকিলাব সাফল্যভাবে সমাদৃত ছিল।

বাংলা দৈনিক ইনকিলাবের মালিক ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের সময় রাজাকার হিসেবে অভিযুক্ত মওলানা মান্নান। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র বাহাউদ্দীন ছিলেন পত্রিকাটির সম্পাদক। কর্নেল (অব.) অলি আহমেদ পত্রিকাটিকে অপছন্দ করতেন এবং মওলানা মান্নান সম্পর্কে কটূক্তি করতেন। যাহোক, অলি আহমেদের কন্যা নিয়ে পালিয়ে যাওয়া রাকিবকে আশ্রয় ও সুরক্ষা দেন বাহাউদ্দীন। মেয়ের নিখোঁজ হওয়ার খবর পেয়ে অলি আহমেদ দ্রুত ভারত সফর শেষ করে দেশে ফিরে আসেন। ঘনিষ্ঠজনদের সহযোগিতায় তিনি রাকিবের আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে আলোচনায় বসেন। এই আলোচনায় জাতীয় পার্টির নেতা, প্রাক্তন মন্ত্রী ও গার্মেন্ট ইন্ডাস্ট্রির মালিক চট্টগ্রামের ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ অলি আহমেদকে সহযোগিতা করেন। মান-সম্মান রক্ষার্থে এবং পত্র-পত্রিকায় মুখরোচক খবর ঠেকাতে অলি আহমেদ ঘনিষ্ঠজনদের পরামর্শে দ্রুত আপস মীমাংসায় রাজি হয়ে যান। প্রধান মন্ত্রী বেগম জিয়ার উপস্থিতিতে অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিস্কুট দিয়ে আপ্যায়ন করে বিয়েটি আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পন্ন হয় এবং অলি আহমেদ তাঁর মেয়েকে রাকিবের হাতে তুলে দেন।

বিএনপি সরকারের মেয়াদ শেষ হয় ১৯৯৬ সালের ৩০শে মার্চ। তখনকার রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিনের নেতৃত্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয়। ১৯৯৬ সালের মে মাসে অলি আহমেদের সমর্থনপুষ্ট সেনাপ্রধান জেনারেল নাসিম ব্যর্থ সামরিক অভ্যুত্থানের চেষ্টা করে। এই ঘটনা বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হয়ে আছে। সেই সেনা-সংকটের সময় রাষ্ট্রপতি আবদুর রহমান বিশ্বাসের দৃঢ় অবস্থান এবং সেনাবাহিনীর বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রতিরোধের মুখে জেনারেল নাসিমের উদ্যোগ ব্যর্থ হয়। সেই ঘটনাকে ঘিরে তখন নানা জল্পনা-কল্পনা ছিল।

অলি আহমেদের বিতর্কিত রাজনৈতিক ভূমিকা, ভারতের সঙ্গে গোপন যোগাযোগের অভিযোগ এবং জেনারেল নাসিমসহ সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের সাথে সংশ্লিষ্টতার কারণে ২০০১ সালে বিএনপি পুনরায় ক্ষমতায় আসলে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া তাকে মন্ত্রী পদে নিয়োগ দেননি।

বঙ্গভবনের পথে দুঃসময়ের কান্ডারী

১ পৃষ্ঠার পর

রাষ্ট্রপতি হিসাবে জামায়াত জোটের প্রার্থী কর্নেল (অব) অলি আহমেদ। এই দুই প্রার্থীর মধ্যে ভোট অনুষ্ঠিত হবে। তবে বিএনপি দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে মির্জা ফখরুলই রাষ্ট্রপতি হওয়া এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা।

রাষ্ট্রপতি পদে বিএনপির প্রার্থী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের মনোনয়নপত্র নির্বাচন কমিশনে জমা দিয়েছে দলটি। বৃহস্পতিবার (১৩ আগস্ট) দুপুর আড়াইটার দিকে নির্বাচন ভবনে নির্বাচনি কর্তা হিসেবে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিনের কাছে মনোনয়নপত্র জমা দেয় বিএনপির একটি প্রতিনিধি দল।

মনোনয়নপত্রে প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা ও বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী, দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আব্দুল মঈন খান ও জাতীয় সংসদের হুইপ মিয়া নুরুদ্দিন আহমেদ অপু মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরকে রাষ্ট্রপতি প্রার্থী হিসেবে প্রস্তাব করেন এবং গয়েশ্বর চন্দ্র রায় তার প্রার্থিতাকে সমর্থন জানান।

এ সময় বিএনপির প্রতিনিধি দলে ছিলেন দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আব্দুল মঈন খান, গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ নুরুল ইসলাম মনি, বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী, হুইপ মিয়া নুরুদ্দিন অপু, বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব ও পানিসম্পদমন্ত্রী শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি, যুগ্ম মহাসচিব হাবিবুন নবী খান সোহেল, বিএনপির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুস সালাম সুখন প্রমুখ। এর আগে, দেশের ২৩তম রাষ্ট্রপতি পদে বিএনপির প্রার্থী হিসেবে দলের মনোনয়ন পান মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তার হাতে দলের মনোনয়ন তুলে দেন বিএনপির চেয়ারম্যান ও প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। রাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বিএনপির মহাসচিব ও দলের জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্যপদ থেকে পদত্যাগ করেছেন বলে জানিয়েছেন দলের জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী।

মির্জা ফখরুল রাষ্ট্রপতি হলে তার ঠাকুরগাঁও-১ সংসদীয় আসনটিও শূন্য হয়ে যাবে। পরবর্তীতে সেখানে উপনির্বাচন আয়োজন করবে নির্বাচন কমিশন। এর আগে, দুপুর ১২টার দিকে ১১ দলীয় ঐক্যের প্রার্থী হিসেবে লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির (এলডিপি) চেয়ারম্যান ড. কর্নেল (অব.) অলি আহমেদের মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া হয়। তার মনোনয়নপত্র জমা দেন জোটের সমন্বয়ক ও জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল হামিদুর রহমান আযাদ। অলি আহমেদের মনোনয়নপত্রে প্রস্তাবক হয়েছেন ঢাকা-১৫ আসনের সংসদ সদস্য ও জামায়াতের আমির ডা. শফিকুর রহমান। আর সমর্থক হয়েছেন নারায়ণগঞ্জ-৪ আসনের এমপি ও এনসিপির নেতা আব্দুল্লাহ আল আমিন। গত ২৪ জুলাই রাষ্ট্রপতির পদ থেকে পদত্যাগ করেন আওয়ামী লীগের (বর্তমানে কার্যক্রম নিষিদ্ধ) মনোনয়নে নির্বাচিত মো. সাহাবুদ্দিন। তখন স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমেদ ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব নেন। সংবিধান অনুযায়ী, রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হওয়ার ৯০ দিনের মধ্যে নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। নির্বাচন কমিশন ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী, আজ ১৩ আগস্ট মনোনয়নপত্র জমার শেষ দিন। ১৬ আগস্ট যাচাই-বাছাই এবং ১৮ আগস্টের মধ্যে প্রার্থিতা প্রত্যাহার করতে হবে। একাধিক প্রার্থী বৈধ থাকলে ২০ আগস্ট জাতীয় সংসদে ভোট অনুষ্ঠিত হবে। ভোটগ্রহণ হবে দুপুর ২টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত।

শিক্ষকতা পেশা থেকে রাজনীতিতে আসা এই নেতার রয়েছে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব সামলানোর অভিজ্ঞতা। একজন 'সজ্জন রাজনীতিবিদ' হিসেবে সবমহলে গ্রহণযোগ্যতা পাওয়া মির্জা ফখরুলকে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ সাংবিধানিক পদে মনোনয়ন দিয়ে বিএনপি দলের ভেতরে উদাহরণ তৈরি করল।

অভাবনীয় কিছু না ঘটলে সংসদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বিএনপির প্রার্থী হিসেবে মির্জা ফখরুলই জয়লাভ করতে যাচ্ছেন। তিনি হবেন দেশের ২৩তম রাষ্ট্রপতি। আওয়ামী লীগের আমলে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পাওয়া মো. সাহাবুদ্দিন গেল ২৪ জুলাই পদত্যাগ করে বঙ্গভবন ছাড়েন। নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ভোটগ্রহণ হবে আগামী সপ্তাহের শুরুর দিকে ২০ আগস্ট। মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর শিক্ষকতার চাকরি ছেড়ে রাজনীতিতে নামেন চার দশক আগে। সাধারণ মানুষের অধিকার আদায়ের অঙ্গীকারে বেছে নেন এক সাধারণ জীবন। প্রাথমিকের কৃতি শিক্ষার্থী ঠাকুরগাঁওয়ে মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করে ভর্তি হন ঢাকা কলেজে। উচ্চ মাধ্যমিকে পড়ার পর ভর্তি হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে। তার বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের সহপাঠী বিগত অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ সাংবাদিকদের বলেন, "মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর অর্থনীতি বিভাগের কৃতি ছাত্র ছিলেন। ঢাকা কলেজে সবাই ভর্তি হতে পারে না, যদি ব্রিলিয়েন্ট রেজাল্ট না হয়। ফখরুল ইসলাম সেই পর্যায়ের ছাত্র ছিলেন। "অর্থনীতি বিভাগের ছাত্র হওয়া সহজ নয়, পড়াশোনার চাপ কি পরিমাণ থাকে। এরপরও তিনি ছাত্র রাজনীতি করেছেন। সেই রাজনীতির পথ ধরে জাতীয় রাজনীতিতে অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছেন। যে ইচ্ছা সে ব্রিলিয়েন্ট পারবেন।" ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখার পাশাপাশি বাম ধারার রাজনীতিতে যুক্ত হন মির্জা ফখরুল। ১৯৬০ এর দশকে পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির ছাত্র সংগঠন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নে যোগ দেন। মির্জা ফখরুল ছাত্র সংগঠনের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এসএম হল ইউনিটের সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে উঠে আসেন এবং ১৯৬৯ সালে আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে গণঅভ্যুত্থানের সময় ছাত্র ইউনিয়নের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিটের সভাপতি হন। রাজনৈতিক কারণে সে সময় তাকে কারাগারে থেকে হয়েছিল।

অর্থনীতিতে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভের পর শিক্ষকতায় যোগ দিয়েছিলেন মির্জা ফখরুল। শিক্ষা ক্যাডারে ঢাকা কলেজের অর্থনীতি বিভাগে প্রভাষক পদে যোগ দেন ১৯৭২ সালে। এরপর বিভিন্ন সরকারি কলেজে শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। মির্জা ফখরুল বাংলাদেশ সরকারের পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক পদে এবং ইউনেস্কো জাতীয় কমিশনেও কাজ করেন।

আঞ্চলিক রাজনীতিতে বাংলাদেশের ভূমিকা

৫ পৃষ্ঠার পর

মানবিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। এই সংকটের টেকসই সমাধানে বাংলাদেশ বহুপাক্ষিক কূটনীতি চালিয়ে যাচ্ছে।

জলবায়ু কূটনীতিতে বাংলাদেশ বৈশ্বিক মঞ্চে শীর্ষস্থানীয় ও অত্যন্ত সক্রিয় একটি কণ্ঠস্বর, যা জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট ক্ষতিপূরণ আদায় এবং ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর অধিকার রক্ষায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে মারাত্মক জলবায়ু ঝুঁকিতে থাকা সত্ত্বেও, বাংলাদেশ নিজেকে কেবল একটি 'অসহায় শিকার' হিসেবে না দেখে, জলবায়ু অভিযোজন ও সামাজিক অর্থনৈতিক কৌশলের এক অনন্য মডেলে রূপান্তরিত করেছে । জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে অন্যতম ক্ষতিগ্রস্ত দেশ হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক জলবায়ু আলোচনা এবং অভিযোজন (নীতি প্রণয়নে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করছে।

সামগ্রিকভাবে, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে বাংলাদেশ এখন আর কোনো একক পরাশক্তির ওপর নির্ভরশীল বা আজ্ঞাবহ রাষ্ট্র নয়, বরং একটি বহু-মেরুকেন্দ্রিক বিশ্বে নিজস্ব অর্থনৈতিক স্বার্থ এবং সার্বভৌমত্বকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে সফলভাবে এগিয়ে যাওয়া এক গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক শক্তি। বাংলাদেশের জনগণ অর্থনৈতিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার নিশ্চিত করার জন্য যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন তা অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়ার মধ্যবর্তী দেশ বাংলাদেশ। বাংলাদেশ থেকে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাজনীতি, অর্থনীতি ও ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করার সুযোগ রয়েছে। প্রায় ৩০০ কোটি মানুষের অর্থনৈতিক বাজারের অঞ্চল। তাই ইউরোপ-আমেরিকাসহ বিশ্বের শক্তিধর রাষ্ট্রগুলোর দৃষ্টি আকর্ষণের অন্যতম স্থান হিসেবে বাংলাদেশ বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

লেখক : কবি ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক।

বাংলাদেশ ভ্রমণে উচ্চ মাত্রার সতর্কতা কানাডার

৬২ পৃষ্ঠার পর

কার্যক্রম ও রাজনৈতিক র‍্যালির কারণে সামান্য সতর্কতার মধ্যেই বিক্ষোভ ও অস্থিরতা দেখা দিতে পারে। এমন অবস্থায় পরিবহন চলাচল বিঘ্ন ঘটতে পারে। ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হতে পারে। সহিংস সংঘাত ঘটতে পারে। হাতবোমা বিস্ফোরণ, অগ্নি সংযোগ সহ ক্রমবর্ধমান সহিংসতার কারণে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ নিরাপত্তা বৃদ্ধি করেছে।

যে কারণে ফখরুল ইউনূসের চেয়ে ভালো প্রার্থী

৫ পৃষ্ঠার পর

তাকে প্রার্থী করা হলে তিনি আবার বিতর্কিত হতেন। একটি সফল জীবনের শেষপ্রান্তে এসে অধ্যাপক ইউনূস আরেক দফা অসম্মানের মুখে পড়তেন। যা কারও কাম্য হওয়া উচিত নয়।

রাষ্ট্রপতি করা হলে, তার ১৮ মাসের সরকারের সব ভুল সিদ্ধান্তের দায়ভার বিএনপির ঘাড়ে এসে পড়ত। বর্তমান সরকার ইউনূস সরকারের একটি সম্প্রসারণ হিসাবে জনগণের মধ্যে বার্তা যেতে যা বিএনপির জন্য কোনোক্রমেই সুখকর হতো না। বাংলাদেশের ইতিহাসে বঙ্গবন্ধুর পর যদি কোনো মানুষের জন্য দেশের সব শ্রেণির মানুষ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকে তিনি হলেন অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস। তিনি প্যারিস থেকে আসলেন, মানুষের মন জয় করলেন এবং সরকারের দায়িত্ব নিলেন।

কিন্তু তার সেই জনপ্রিয়তা তিনি ধরে রাখতে পারেননি। বিভিন্ন বিতর্কিত সিদ্ধান্তের কারণে ক্ষমতা থেকে সরে যাওয়ার পর তাকে সামাজিক গণমাধ্যমসহ সংবাদমাধ্যমে যেভাবে চিত্রিত করা হয়েছে সেটি তার ইমেজকে মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ণ করেছে। তিনি তার নিজ ক্ষেত্রে ফিরে গেছেন। সেখান থেকেই দেশের জন্য, বিশ্বের জন্য কাজ করুন- সেটিই দেশের মানুষের কাম্য।

লেখক: সাংবাদিক।

হিলসাইড কমিউনিটির সঙ্গে কুইন্স বরো প্রেসিডেন্টের সভা

৩ পৃষ্ঠার পর

বরো প্রেসিডেন্ট সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করে সমস্যার সমাধানের আশ্বাস দেন।

এই মিটিং-এর সমন্বয়কারী ছিলেন কমিউনিটি বোর্ড-৮ এর অন্যতম সদস্য এবং জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির সভাপতি মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম আলমগীর। মিটিং পরিচালনা করেন কুইন্স বরো প্রেসিডেন্টের অফিসের প্রধান প্রকৌশলী মোহাম্মদ সাদেক এবং সহযোগিতায় ছিলেন তারই সহকারী জন দত্ত ও কুইন্স পাবলিক লাইব্রেরীর কর্মকর্তারা। মিটিং এর শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বরো প্রেসিডেন্ট ডনোভান রিচার্ড। এরপর উপস্থিত এনওয়াইসি ডিপার্টমেন্ট অব ডিজাইন এন্ড কনস্ট্রাকশন, এনওয়াইসি ডিপার্টমেন্ট অব পার্ক এন্ড রিক্রেয়েশন, এনওয়াইসি ডিপার্টমেন্ট অব ট্রান্সপোর্টেশন, এনওয়াইসি ডিপার্টমেন্ট অব স্যানিটেশন, মেট্রোপলিটন ট্রান্সপোর্টেশন অথরিটি, এনওয়াইপিডি এবং কুইন্স বরোর কমিউনিটি বোর্ড ৮ ও ১২-এর প্রতিনিধিরা বক্তব্য রাখেন।

এরপর প্রশ্নোত্তর পর্বে কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউ ও জ্যামাইকা এভিনিউ সহ সার্বিক জ্যামাইকার বিভিন্ন জনগুরুত্বপূর্ণ সমস্যা তুলে ধরেন। তাদের সমস্যাগুলো বরো প্রেসিডেন্ট সহ সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তাগণ নোট করেন এবং পরবর্তীতে সমস্যাগুলো সমাধানের লক্ষ্যে উত্তর দেন। কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ তাদের বক্তব্যে স্থানীয় ও আশপাশের যানজট, পার্কিং, বাস লেইন ক্রস করলে অহেতুক টিকিট প্রদান, গার্বেজ, বিনোদনের জন্য পার্ক সমস্যা, সাটফিন বুলেভার্ড এলাকায় পতিতাদের উৎপাত প্রভৃতি সমস্যা তুলে ধরার পাশাপাশি প্রবাসী বাংলাদেশীদের দীর্ঘদিনের দাবী জ্যামাইকায় একটি স্থায়ী শহীদ মিনার নির্মাণের দাবীর কথা তুলে ধরেন।

টাউন হল মিটিং-এ বাংলাদেশ সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী সহ কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ ও বিশিষ্টজনদের মধ্যে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন ডা. ওয়াজেদ এ খান, আমিনুল ইসলাম চুন্নু, রেজাউল করীম চৌধুরী, আনিসুল কবীর জাগীর, শফি চৌধুরী, এনায়েত মুন্সী, ফিরোজ আহমেদ প্রমুখ। মিটিং-এ বরো প্রেসিডেন্ট ডনোভান রিচার্ড বলেন, জ্যামাইকাবাসীদের সুবিধার্থে জ্যামাইকার ক্যাপ্টেন টিলি পার্কের সম্প্রসারণ কাজ চলছে, আগামী বছর আরো অনেক প্রকল্পের কাজ শুরু হবে। বিশেষ করে জ্যামাইকায় স্থায়ী শহীদ মিনার নির্মাণের জন্য তিনি পার্ক এন্ড রিক্রেয়েশন বিভাগের সাথে কথা বলার প্রতিশ্রুতি দেন।

ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রাইমারিতে জিতলেন ইলহান ওমর

৬২ পৃষ্ঠার পর

পুনর্নির্বাচনের পথে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিলেন তিনি। ২০১৮ সাল থেকে মিনেসোটার পঞ্চম কংগ্রেশনাল ডিস্ট্রিক্টের প্রতিনিধিত্ব করে আসছেন ইলহান। এবারের প্রাইমারিতে তিনি ৮০ শতাংশের বেশি ভোট পেয়েছেন। ডেমোক্রেটিক পার্টির শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত এই আসনে তার জনপ্রিয়তা দীর্ঘদিন ধরেই বেশ দৃঢ়। এর আগে তিনি চারবার কংগ্রেস সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। প্রাইমারিতে ইলহানের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন জুলি টি লে, আনেলা ম্যাকেঞ্জি, লাটোনিয়া রিভস ও নাট পুটার। তবে তাদের কেউই ইলহানের জন্য বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ তৈরি করতে পারেননি। এর আগে ২০২৪ সালের ডেমোক্রেটিক প্রাইমারিতেও ইলহান ১৩ শতাংশ পয়েন্টের ব্যবধানে জয় পেয়েছিলেন। সর্বশেষ সাধারণ নির্বাচনে তার জয়ের ব্যবধান ছিল প্রায় ৫০ শতাংশ পয়েন্ট। প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্পের কঠোর অভিবাসননীতির অন্যতম সোচ্চার সমালোচক ইলহান। তার নির্বাচনী প্রচারের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে অভিবাসীদের অধিকার রক্ষা এবং ট্রাম্প প্রশাসনের অভিবাসনবিষয়ক নীতির বিরোধিতা। এ কারণেই দীর্ঘদিন ধরে ট্রাম্প ও তার 'মাগা' সমর্থকদের তীব্র সমালোচনার মুখে রয়েছেন তিনি।

অন্যদিকে, ইলহানের আসনে রিপাবলিকানদের প্রাইমারিতে জন সাপেল জয়ী হয়েছেন বলে পূর্বাভাস দেয়া হয়েছে। তিনি ৫২ দশমিক ১ শতাংশ ভোট পেয়েছেন বলে জানা গেছে। এবারের ডেমোক্রেটিক প্রাইমারিতে ইলহানের বিরুদ্ধে আলোচনায় আসা প্রার্থীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন সাবেক মার্কিন অ্যাটর্নি জুলি টি লে।

'অপারেশন মেট্রো সার্জ'-এর সময় সেন্ট পলের ফেডারেল আদালতে একটি বিতর্কিত ঘটনার পর তিনি আলোচনায় আসেন। পরে অল্প সময়ের মধ্যে প্রায় ৯০টি অভিবাসন মামলার দায়িত্ব পাওয়ার বিষয়টিও সংবাদমাধ্যমে উঠে আসে। সে নিজেও একজন অভিবাসী। এক পর্যায়ে তিনি আদালত অবমাননার অভিযোগে অভিযুক্ত করার অনুরোধ করেছিলেন বলে জানা যায়।

তার ভাষায়, এমন হলে অন্তত 'পুরো ২৪ ঘণ্টা ঘুমাতে' পারতেন। তিনি বিচারব্যবস্থার কাজের ধরন নিয়েও হতাশা প্রকাশ করে বলেছিলেন, 'এই ব্যবস্থার কোনো মানে হয় না, এ চাকরিটাও বাজে।' তবে এসব বিতর্ক ইলহানের নির্বাচনী জনপ্রিয়তায় বড় কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি। বরং কয়েক বছর ধরে তাকে ঘিরে চলা রাজনৈতিক আক্রমণ তার সমর্থকদের আরও দৃঢ় করেছে বলে মনে করেন অনেকে। দীর্ঘদিন ধরেই ট্রাম্প ও তার সমর্থকেরা ইলহানের নাগরিকত্ব এবং সোমালি বংশোদ্ভূত পরিচয় নিয়ে নানা ধরনের মন্তব্য করে আসছেন। তার ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক জীবন নিয়েও বিভিন্ন সময়ে তদন্ত ও বিতর্ক তৈরি হয়েছে। ইলহান এবং তার স্বামী, রাজনৈতিক পরামর্শক টিম মাইনেটের আর্থিক লেনদেন নিয়েও ব্যাপক নজরদারি ও আলোচনা হয়েছে।

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

জ্যামাইকায় বাংলাদেশী আমেরিকান অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত মেডিকেল ও ডেন্টাল অফিস

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়।

Cell: 718-864-8882

আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সিওরেন্স গ্রহণ করি।

Dr. Mohammad M. Rahman, MD
Attending Physician, NYU School of Medicine

Board Certified in Internal Medicine, Geriatrics, Hospice & Palliative Care Medicine

Astoria Office
30-04 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500
www.drmrahman.com

718-526-0700

অভিজ্ঞ ডেন্টিষ্ট

Digital Xray সহ সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে অত্যন্ত যত্নসহকারে শিশু, বয়োজেষ্ঠ সহ সবার দাঁতের সকল প্রকার চিকিৎসা করা হয়।

We Do Implant

Dr. Siddiqur Rahman D.D.S.

We accept Medicaid, Metro Plus, Health Plus, Wellcare, Fidelis, Health First, United Health Care, Affinity & Other PVT. INS.

Dental Office

Jamaica Office
170-12, Highland Ave,
Jamaica NY 11432
Tel: 718-526-0700

Mon-Tue-Thu-Fri (2Pm to 7 Pm)

Wednesday (12 Pm to 5 Pm)
Saturday (12pm to 5 Pm)

MEDICAL & DENTAL OFFICE
170-12, HIGHLAND AVE, JAMAICA, NY 11432

ELECTION COMMISSION 2026

BANGLADESH SOCIETY INC.

বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক

86-24 Whitney Avenue, Elmhurst, New York 11373 • Tel: 646-247-2657
commissioner@bangladeshsocietyinc.com • https://commission.bangladeshsocietyinc.com

A Not-For-Profit, Tax Exempt 501(c)(3) Socio-Cultural Organization. Established: 1975 * Tax ID: 80-0508683

নির্বাচনী ইশতেহার

এতদ্বারা বাংলাদেশ সোসাইটির সকল সম্মানিত সদস্য/সদস্যাবৃন্দের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাহী কমিটির ২০২৭-২৯ মেয়াদের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। নিম্নে বর্ণিত সময়সূচী অনুযায়ী নির্বাচনী কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। এতে আপনাদের আন্তরিক সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য।

THE ELECTION SCHEDULE IS AS FOLLOWS:

ACTIVITIES	DATE	TIME	Location
Distribution of Nomination Form/Package	Aug 25, 2026, Tuesday	5:00 pm to 10:00 pm	Bangladesh Society's Office
Submission of Nomination Papers	Aug 30, 2026, Sunday	5:00 pm to 10:00 pm	Queens Palace, Woodside
Scrutiny/Verification	Aug 31, 2026, Monday	7:00 pm	Bangladesh Society's Office
Publication of Preliminary Cadidates List	Sep 01, 2026, Tuesday	7:00 pm	Bangladesh Society's Office
Appeal	Sep 02, 2026, Wednesday	7:00 pm to 9:00 pm	Bangladesh Society's Office
Withdrawal of Nomination	Sep 03, 2026, Thursday	7:00 pm to 9:00 pm	Bangladesh Society's Office
Final Canditates List Announcement	Sep 04, 2026, Friday	7:00 pm	Bangladesh Society's Office
Election Day	Oct 18, 2026, Sunday	9:00 am to 10:00 pm	To be Announced Later

1. The Election for the Executive Committee of Bangladesh Society, Inc. will be held according to the rules and regulations set forth in the election by-laws and in the constitution of the society.
2. The Election Commission may terminate candidacy of the candidate(s) any time for violation of any rule/regulation set forth in the election by-laws and in the constitution.
3. The Election Commission will not be responsible legally or by any other means for any irregularities in the voter list, or any discrepancies in the constitution or its by-laws.
4. Members with any questions regarding the voter list should contact the Executive Committee of the Bangladesh Society, Inc.
5. Any discrepancies found in the voter list will have to be corrected by the Executive Committee of Bangladesh Society, Inc. on the basis of appropriate documentation. The executive committee must notify the Election Commission in writing about any correction by August 23, 2026. No correction will be accepted by the Election Commission after that date.
6. There are 21 posts for the Executive Committee of Bangladesh Society, Inc.

POSTS	NUMBER OF POSTS	POSTS	NUMBER OF POSTS	POSTS	NUMBER OF POSTS
President	1	Organizing Secretary	1	School and Education Secretary	1
Senior Vice-President	1	Cultural Secretary	1	Woman and Children Affairs Secretary	1
Vice- President	1	Public Relations and Publicity Secretary	1	Youth and IT Secretary	1
General Secretary	1	Social Welfare Secretary	1	Executive Member	6
Assistant General Secretary	1	Literary Secretary	1		
Treasurer	1	Sports and Ent. Secretary	1		

7. **Nomination form must bear the original signature of the Election Commission** (Photo copies not acceptable). **Each nomination form must be submitted with the designated fee (non-refundable) and the candidates photo ID.** The following forms of identification will be accepted. Photocopy of drivers license, State ID, Green Card, Work Authorization Card or Passport. If the nomination form is submitted by an agent, the agent must submit an affidavit of proof of authenticity of the documents along a notarized copy of the document.
8. Each candidate must notary the affidavit section of the nomination form. Without notary, nomination form will stand as void.
9. **Any incomplete form will stand as void and there will be no refund of fee for any void form.**
10. Non-refundable nomination fee payable to the Election Commission of Bangladesh Society and must be paid by postal money order (preferable) or cash (in case of any emergency) only.
11. Mailing, notifications, declarations, dissemination & advertisement in different media will be executed by the Election Commission.
12. **ELIGIBILITY by-laws of the Constitution.**
    a) To be eligible for election as an office bearer of the Executive Committee (EC), the candidate shall be a member in good standing for two consecutive calendar years and shall be of at least 18 years of age and older.
    b) To be eligible for election as President and General Secretary of the EC, the candidate shall be a member in good standing for a minimum of last three consecutive calendar years up to the election year. Notarized proof for membership in good standing for a minimum of last three consecutive calendar years up to the election year from any two current Officials, president, General Secretary or Treasurer of the Society must be submitted with the nomination papers.
    c) **President and General Secretary** shall be limited to **two consecutive terms** only.
    d) **President, General Secretary** and **Treasurer** shall not hold **same position** in any other organization for the period they shall serve in the Executive Committee of the Society. Notarized affidavit must be submitted with the nomination form.
    e) To be eligible to contest in the election for the post of **President, General Secretary** and **Treasurer**, the member shall be at least **legal resident** (Green Card Holder) of the United States of America. **Original document of residency status** and a **copy** must be produced to the Election Commission if nomination is submitted in person but if submitted by an agent, the agent must submit **affidavit** on proof of authenticity of the document and a notarized copy of this document with the nomination papers.
    f) To be eligible for election as an office bearer of the EC, the candidate must not have any criminal judgment, under the Criminal Court within last 7 years.
13. The Election commission shall decide any matter that is undefined, unclear and contradict in either part of the election by-laws or the constitution. Commission reserves all rights to make any necessary modifications to these clauses and add additional clauses if necessary.

Interested candidates are advised to obtain the Nomination Package containing election materials by paying $500.00 (non refundable) fee in cash from the office of the Election Commission on the scheduled date and time.

নির্বাচনের তারিখ: ১৮ই অক্টোবর, ২০২৬ রবিবার (সকাল ৯টা থেকে রাত ১০টা)। স্থান: পরে জানানো হবে

নির্বাচন সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যের জন্য নির্বাচন কমিশনের সাথে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

Election Commission 2026 / নির্বাচন কমিশন ২০২৬

Abu Nasher	Badrul H. Khan	Mohammed Shamsuddin Azad	Mohammed Ruhul Amin Sarker	Ahbab Chowdhury	Mithu Hamid	Mohammad Dulal Mia
Chief Election Commissioner	*Election Commissioner*	*Election Commissioner*	*Election Commissioner*	*Election Commissioner*	*Election Commissioner*	*Election Commissioner*
646-247-2657	*(646) 824-4814*	*(917) 335-4184*	*(718) 705-2228*	*(917) 969-1991*	*(347) 891-9905*	*(718) 974-2933*

For more information visit : https://commission.bangladeshsocietyinc.com

HOPE & CHERISH
HOME CARE
HOME CARE
PCA, HHA, OPWDD & PEDIATRIC SERVICE
COUNTIES SERVED
BRONX • BROOKLYN • MANHATTAN
STATEN ISLAND • QUEENS • NASSAU
WE ARE PROVIDING PCA/HHA CERTIFICATION, TRAINING, AND RECRUITMENT
Please Contact
718-252-3590
CELL: 646-591-8396 | TEXT: 646-591-8396
EMAIL: SHAH@HOPENCHERISH.COM
WWW.HOPENCHERISH.COM
3345 NEPTUNE AVE, BROOKLYN, NY 11224

Jol Khabar
A TASTE OF INDIA
حلال
HALAL
JOL KHABAR
INDIAN RESTAURANT & SWEETS
উদ্বোধন উপলক্ষে সকল প্রকার খাবারে
মাসব্যাপী (১৬ আগস্ট পর্যন্ত)
১৫% ডিসকাউন্ট
পিকনিক, বার্থডে, ক্যাটারিং-সহ যেকোনো অনুষ্ঠানের
খাবারের অর্ডার নেয়া হয়।
অর্ডারের জন্য কল করুন
718-880-1020
168-01 Jamaica Ave, NY 11432 646-209-5851, 516-708-7072

GOLDEN A
HOME CA

GOLDEN AGE HOME CARE

PCA HOME CARE সেবা

আমাদের স

আমরা শীর্ষস্থানীয় **PCA HOME CARE** সেবা

আমরা **HHA/PCA** সার্টিফিকেট প্রদান করে,

সার্ভিস -এ এনরোল করে নেব এবং সব সধরনে

Please Contact

Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.

Tel: 718-775-
Cell: 646-591-83
Email: shah@gol

আমাদের নিজস্ব **PCA ও HHA** ট্রেনিং

JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115

BRONX OFFICE
3789 East Tremont Ave
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834

HILLSIDE AVE. O
170-18A Hillside
Jamaica, NY 1
Ph: 718-530-1
Fax: 917-396-4

Email: info@goldenagehomecare.c

AGE
ARE
HHA/PCA SERVICE
SKILLED NURSING
নিতে চান?
াথে যোগাযোগ করুন
প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান
আপনাকে HOME CARE
নর সেবা প্রদান করবো
7852
96 Text: 646-591-8396
denagehomecare.com
Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903
ঃ স্কুল আছে
FFICE
e Ave
432
320
115
BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave
Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870
Fax: 917-396-4115
We Hire And Train HHA/PCA Certificate Holder AIDES
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট সহ এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি
om | www.goldenagehomecare.com

INTERNATIONAL FOUNDATION OF MOULVIBAZAR
IFM
আই ফাউন্ডেশন অব
মৌলভীবাজার
এর তহবিল সংগ্রহে
Minimum Contribution $65
Seat are limited
আর্তমানবতার সেবায়
সম্মানিত পৃষ্ঠপোষক
LAW OFFICE OF H. BRUCE FISCHER P.C.
917.597.6349
Bashir Khan
Panna II
718-721-2012
HASAN HALAL CHINESE
2060 McGraw Ave, Bronx,
718) 350-8757
AHAD&CO
Ahad Ali, CPA, 929-371-9915
ALL CARE
MD Nayeem
Shakawat Ali
Cell:917-402-4278
সমুদ্র অভিযান ও নৈশভোজ
HOST COMMITTEE
Shakawat Ali
Bashir Khan
Rishfa Islam
Harun Ali,
Ad Syed Junel
Rukon Ahmed
Sufian Chowdhury
Jalal Chowdhury
Mostaque E Chomon
Rovin Ahmed
Honorable Advisers:
Fakrul Islam
Mohammed Mujumder
Abdul Mossobir
Akbor Ali
Luthfur Chowdhury
Nura Alom Ziku
Miha M Altaf Hossain
Ajaz Chowdhury
আয়োজনের মূল আকর্ষন:
Depart From:
551 City Island, Bronx
August 16,2026
Sunday,4.30PM
Return: 11PM
Last day of Reservation
August 9, Sunday
Please call for Ticketing & Reservation
জাহাংগীর আলম , আহ্বায়ক,646-886-1175
জুয়েল খান, যুগ্ম আহ্বায়ক, 917-651-5080
শাহ জাবের, মুখ্য সচিব , 718-213-8739
সৈয়দ পাভেল, অর্থ সচিব, 917-891-2230
ALL ARE CORDIALLY INVITED
Nazrul Haque
President, 917 405 2499
M Chowdhury Joglul
Secretary,347 219 5591
IFM inc, New York

Open House
Saturday and Sunday 12 pm-3 pm
2114 Lacombe Ave, Bronx, NY 10473
Gut renovated A to Z , bricks, attached, 2 family,
5 bedrooms, 3 bathrooms, 2 car parking
Asking: $999,000
We have 100+ Houses for sale
MLS
ISLAND ADVANTAGE REALTY
বাড়ি দেখানো থেকে শুরু করে ক্লোজিং পর্যন্ত আমরা সব ধরনের সহায়তা করে থাকি।
Buying/Selling: Residential, Commercial, Investment, HUD, Auctions, Foreclosures, REO/Bank Owned, & Short Sale
Rental: Cash, W-2, City PHEPs, PHEPS, Section-8, and other Programs.
কামরুজ্জামান বাচ্চু
KAMRUZ ZAMAN BACCU
Licensed Real Estate Salesperson
347.465.3220
kamruzbaccu1@gmail.com

শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই'র বনভোজন

৬২ পৃষ্ঠার পর

ফারুক, আশরাফুজ্জামান, মোর্শেদা জামান, জাহিদ হোসেন, তৌহিদুর রহমান, এম এ রশিদ, মনোয়ারুল ইসলাম, অশোক পাল, মানিক চৌধুরী, তপতী রায়, মাহমুদুর রশীদ, শাহলা তিথি, প্রভাত সোম, এম এ মামুন, সেকেন্দার আলী, আসাদুজ্জামান মিরন, আব্দুর রউফ মোল্লা, এএইচএম কামাল, দিপু, সোনিয়া আলমগীর, বিপ্লব সেন গুপ্ত ও এমনি পাল মিঠন। ছুটির দিনের

রোদ্রোজ্জ্বল সকালে নিউইয়র্কে বসবাসরত শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করা গ্রেজুয়েটরা পার্কে সমবেত হতে থাকেন। ব্রেকফাস্ট, কলা, মিষ্টি ও জুস দিয়ে তারা সকালের নাস্তা করেন। বেলা বাড়ার সাথে সাথে অন্যান্য অতিথিরা আসতে শুরু করেন। অতিথিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন মূলধারার রাজনীতিক শিহাব আহমেদ, সোসাইটির ট্রাস্টি বোর্ড সদস্য ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, সোসাইটির আসন্ন নির্বাচনে সিনিয়র সহসভাপতি পদপ্রার্থী দুলাল বেহেরু, সোসাইটির স্কুল ও শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক শাহেদ হাসান জিলানী, কমিউনিটি লিডার ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল খালেক, দেওয়ান কায়সার, আবু বকর সিদ্দিক, আর্টিস্ট শাহেদ জমির, রেজোয়ানা রাজ্জাক সেতু, কণ্ঠ শিল্পী লিপা জামান, জিবিএ প্রশাসনিক পরিচালক ও সংগঠনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা আহমেদ সোহেল ও তুষার পিক। কৃষিবিদ পরিবারের সদস্যরা খেলাধুলায় অংশ নেন। মধ্যাহ্নভোজন শেষে ছিল স্ন্যাকস ও চায়ের ব্যবস্থা। এই বনভোজনের অন্যতম আকর্ষণ র‍্যাফেল ড্র-এর প্রধান পুরস্কার ছিল সোনার চেইন। স্পন্সর করেছিলেন সাপ্তাহিক ইনকিলাব পত্রিকার সম্পাদক মোহাম্মদ জাহিদ। প্রথম পুরস্কার সোনার চেইন জেতেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক প্রভাত সোম, দ্বিতীয় পুরস্কার ছিল গোল্ডেন এজ হোম কেয়ার প্রদত্ত ৫৫ ইঞ্চি কালার টেলিভিশন। এটি জিতে নেন এডভোকেট ও রিয়েলেটর মোর্শেদা জামান। তৃতীয় ও ৪র্থ পুরস্কার ল্যাপটপ জিতেছেন শিহাব আহমেদ ও জাকির এইচ চৌধুরী। বিকেলে সঙ্গীত পরিবেশন ও কবিতা পাঠ করেন যথাক্রমে বিপ্লব সেন গুপ্ত ও আব্দুর রউফ মোল্লা। কৃষিবিদ ও অতিথিরা ১৫টির মতো র‍্যাফেল ড্র পুরস্কার জিতে ঘরে ফেরেন। অনুষ্ঠানে অংশ নেয়ায় সবাইকে ধন্যবাদ জানান সাধারণ সম্পাদক প্রভাত সোম। সমাপনী বক্তব্যে বনভোজনের মতো ভবিষ্যতেও সবার সহযোগিতা কামনা করেন সভাপতি মনোয়ারুল ইসলাম।

ইঞ্চি কালার টেলিভিশন। এটি জিতে নেন এডভোকেট ও রিয়েলেটর মোর্শেদা জামান। তৃতীয় ও ৪র্থ পুরস্কার ল্যাপটপ দিয়েছেন শিহাব আহমেদ ও জাকির এইচ চৌধুরী। বিকেলে সঙ্গীত পরিবেশন ও কবিতা পাঠ করেন যথাক্রমে বিপ্লব সেন গুপ্ত ও আব্দুর রউফ মোল্লা। কৃষিবিদ ও অতিথিরা ১৫টির মতো র‍্যাফেল ড্র পুরস্কার জিতে ঘরে ফেরেন। অনুষ্ঠানে অংশ নেয়ায় সবাইকে ধন্যবাদ জানান সাধারণ সম্পাদক প্রভাত সোম। সমাপনী বক্তব্যে বনভোজনের মতো ভবিষ্যতেও সবার সহযোগিতা কামনা করেন সভাপতি মনোয়ারুল ইসলাম।

আল কায়েদা 'নেটওয়ার্ক' নিয়ে হুঁশিয়ারি

১ পৃষ্ঠার পর

একিউআইএস বাংলাদেশে তাদের সেল প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে দেশটিকে ব্যবহার করার চেষ্টা করছে, এমন উদ্বেগ প্রতিবেদনে প্রকাশ করা হয়েছে। ২০২৫ সালের ১০ নভেম্বর দিল্লির লাল কেল্লার সামনের বোমা বিস্ফোরণের পেছনেও একিউআইএসের হাত ছিল। গত ১২ আগস্ট ঢাকার সাভারে একটি শক্তিশালী বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে নিষ্ক্রিয় করে দেয় বোমা বিশেষজ্ঞ দল।

এদিকে ভারতের প্রভাবশালী গোয়েন্দা সংস্থা রিসার্চ এন্ড এনালাইসিস উইং 'র' এর প্রধান পরাগ জৈন বাংলাদেশের শীর্ষ গোয়েন্দা সংস্থা ডিজিএফআই-এর আমন্ত্রণে ঢাকা সফর করেন। তিনি প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের ডিফেন্স অ্যাফেয়ার্স এডভাইজার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) একেএম শামসুল ইসলামের সঙ্গে ১০ আগস্ট ঢাকায় একটি হোটেলে বৈঠক করেন। ওই বৈঠকে বাংলাদেশের বিভিন্ন নিরাপত্তা ইস্যু উপস্থাপন করেন পরাগ জৈন। জাতিসংঘের পর্যবেক্ষক দল বলেছে যে, আফগানিস্তান থেকে উদ্ভূত সন্ত্রাসী হুমকি মূলত অপরিবর্তিত রয়েছে, অসংখ্য সন্ত্রাসী গোষ্ঠী সেখানে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে এবং প্রতিবেশী দেশ ও মধ্য এশিয়ার জন্য স্থায়ী হুমকি সৃষ্টি করছে। যদিও তালেবান কর্তৃপক্ষ ইসলামিক স্টেট খোরাসান (আইএসআইএল-কে) এবং অন্যান্য জঙ্গি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছে, তবে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে তারা সন্ত্রাসবাদী হুমকি পুরোপুরি দমন করতে পারেনি। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে আল-কায়েদা এবং ইসলামিক স্টেটের সহযোগীরা অর্থ অর্জনের এবং স্থানীয় নিরাপত্তা বাহিনীকে দুর্বল করার উপায় হিসাবে মুক্তিপণের জন্য অপহরণকে অগ্রাধিকার দিয়ে চলেছে।

জাতিসংঘ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আল-কায়দা এবং ইসলামিক স্টেট ইন ইরাক অ্যান্ড দ্য লেভান্ত (আইএসআইএল) সংক্রান্ত নিরাপত্তা পরিষদের এ দলটির সর্বশেষ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, উভয় সন্ত্রাসী সংগঠনই দীর্ঘ বছর ধরে রাসায়নিক ও জৈব অস্ত্র তৈরির বিষয়ে গভীর আগ্রহ দেখিয়ে আসছে। তবে এখন পর্যন্ত তারা এ সংক্রান্ত কারিগরি চ্যালেঞ্জগুলো অতিক্রম করতে পারেনি। জঙ্গি সংগঠনটির জন্য 'রাইসিন' নামে এক ধরনের রাসায়নিক বিষ তৈরির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তাদের। এছাড়া সিরিয়ায় বাশার আল আসাদ সরকারের রেখে যাওয়া বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য দখলের চেষ্টা করেছিল আইএসআইএল। এতে সহায়তার জন্য তারা একজন রসায়ন প্রকৌশলীকে অপহরণও করে। দীর্ঘদিন গৃহযুদ্ধ চলার পর ২০২৪ সালে বিদ্রোহী গোষ্ঠীর কাছে পরাজিত হয়ে দেশ ছাড়েন বাশার আল আসাদ। আইএসআইএল গৃহযুদ্ধের সময় সিরিয়ার বিশাল এলাকায় দখল করে নিয়েছিল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আইএসআইএলের কার্যক্রম সম্পর্কে বলা হয়, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আইএসআইএল এবং এর সাথে যুক্ত আঞ্চলিক নেটওয়ার্কগুলোর কার্যক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে। তবে তারা বিক্ষিপ্ত সেল, উগ্রবাদে আগ্রহী ব্যক্তি, অনলাইন নিয়োগ এবং অনুপ্রাণিত নেটওয়ার্কগুলোর মাধ্যমে ঝুঁকি তৈরি করে চলেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, গত বছর ১৪ ডিসেম্বর অস্ট্রেলিয়ার বন্ডি বিচে ইহুদিদের হানুক্কা উৎসবে গুলি করে ১৬ জনকে হত্যা করা হয়। সেখানেও তদন্তে দেখা গেছে, সন্দেহভাজনরা আইএসআইএলের মতাদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিল এবং সন্ত্রাসী কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত অঞ্চলে ভ্রমণ করেছিল। এতে বলা হয়েছে যে, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তেহরিক-ই তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি)-এর আক্রমণের কারণে এই উত্তেজনা কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে, অন্যদিকে তালেবানরা সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলিকে আশ্রয় দেওয়ার কথা প্রকাশ্যে অস্বীকার করা সত্ত্বেও গোষ্ঠীটিকে সমর্থন অব্যাহত রেখেছে।

নিউইয়র্কে নাহার এর অ্যাপ্রিসিয়েশন লাঞ্চ

৩ পৃষ্ঠার পর

আল্লাহর পক্ষ থেকে জান্নাতই হবে মানুষের চূড়ান্ত ঠিকানা।

নাহারের প্রেসিডেন্ট ডা.আতাউল হক ওসমানীর সভাপতিত্বে এবং নাহারের পরিচালক দেলোয়ার হোসাইন মজুমদারের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন ইমাম দেলোয়ার হোসাইন। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন, নাহারের ফাউন্ডার আবু আহমেদ নুরুজ্জামান ও মুনার ন্যাশনাল এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর আরমান চৌধুরী।এছাড়া বক্তব্য রাখেন, মুনার নিউইয়র্ক সাউথ জোনের সভাপতি মাওলানা এমদাদ উল্লাহ, নিউইয়র্ক নর্থ জোনের সভাপতি মমিনুল ইসলাম মজুমদার, নাহারের সাউথ জোনের পরিচালক আব্দুল সাত্তার, নর্থ জোনের পরিচালক এডভোকেট আবুল হাশেম প্রমুখ। শুরুতেই পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন হাফেজ তানভীর আহমেদ।

ইমাম দেলোয়ার হোসাইন পবিত্র কুরআনের সূরা আল-বালাদের কয়েকটি আয়াত তেলাওয়াত করে 'আকাবা' ও 'মারহামাহ'-এর তাৎপর্য তুলে ধরেন। তিনি বলেন,'আকাবা' হলো জান্নাতের পথে এগিয়ে যাওয়ার কঠিন পথ। আর এই পথে যেতে হলে মানবতার পাশে দাঁড়াতে হবে, অসহায় মানুষকে সাহায্য করতে হবে এবং দুর্যোগে আক্রান্ত মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে। তিনি বলেন, মানুষ যদি আকাবার এই পথে অটুট থাকতে পারে, তাহলে জান্নাতই হবে তার ঠিকানা। এ সময় তিনি 'মারহামাহ' বা পরস্পরের প্রতি দয়া ও সহমর্মিতার গুরুত্ব তুলে ধরে সাহাবায়ে কেরামের জীবন থেকে মুহাজির ও আনসারদের পারস্পরিক সহযোগিতার উদাহরণ তুলে ধরেন।

ইমাম দেলোয়ার হোসাইন বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে বিপুলসংখ্যক মুসলিম বসবাস করেন। তাদের প্রত্যেকের কাছে মানবতার সেবার আহ্বান পৌঁছে দিতে হবে। সবাই সামর্থ্য অনুযায়ী সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলে মানবকল্যাণে বড় ধরনের পরিবর্তন আনা সম্ভব। তিনি বলেন, আমরা সবাই সম্মিলিতভাবে কাজ করলে ছোট ছোট উদ্যোগ একসময় একটি বিশাল মহিরুহে পরিণত হতে পারে।'

আবু আহমেদ নুরুজ্জামান বলেন, 'হাঁটি হাঁটি পা পা করে আমরা অনেক দূর এগিয়েছি। আপনাদের সহযোগিতার কারণেই আজ আমরা এ পর্যায়ে পৌঁছেছি।' তিনি বলেন, নাহারের স্বপ্ন একটি আন্তর্জাতিক মানবিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা, যা রেড ক্রিসেন্টের মতো বিশ্বব্যাপী মানবতার কল্যাণে কাজ করবে। এ লক্ষ্য অর্জনে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি।

তিনি বলেন, বিশ্বের এক প্রান্তে শিশুরা খাবারের অভাবে কষ্ট পাচ্ছে, অথচ আমেরিকার শিশুরা আনন্দে আপেল ছুড়ে ফেলছে। এই বৈষম্য দূর করতে মানবতার সেবায় আমাদের আরও ব্যাপকভাবে এগিয়ে যেতে হবে। কমিউনিটির প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছাতে হবে। শুধু মুসলমান নয়, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষের জন্য নাহার কাজ করছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

আরমান চৌধুরী বলেন, 'নাহার কোনো রাজনৈতিক দল নয়; এটি মানবতার জন্য কাজ করে।' তিনি বলেন, বিদেশে কর্মরত অনেক মানুষ মানবতার কাজে সহযোগিতা করতে আগ্রহী। তবে তাদের কাছে সঠিকভাবে পৌঁছাতে হবে। মানুষের দেখানোর জন্য নয়, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যেই নাহারের কর্মীরা কাজ করছেন।

তিনি বলেন, নাহারের কর্মীদের চরিত্র, আচরণ ও মানবিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে অনেক মানুষ ইসলামের সৌন্দর্য সম্পর্কে জানতে পারছেন। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নাহারের কার্যক্রম আরও বিস্তৃত করতে হলে সবাইকে মানুষের কাছে পৌঁছাতে হবে। তিনি বলেন, নাহারের সঙ্গে যারা কাজ করছেন তারা কেউ ব্যক্তিগত পারিশ্রমিক নিচ্ছেন না; মানবতার কল্যাণেই তারা কাজ করে যাচ্ছেন।

সভাপতির বক্তব্যে নাহারের প্রেসিডেন্ট ডা. আতাউল হক ওসমানী বলেন, গাজা, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, সোমালিয়া, সুদানসহ আফ্রিকার বিভিন্ন মুসলিম প্রধান দেশে নাহারের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। ভূমিকম্প, বন্যা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্যসহ বিভিন্ন মানবিক খাতে সহযোগিতা করা হচ্ছে। পাশাপাশি এতিম শিশুদের শিক্ষা ও খাদ্য সহায়তাও দেওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, অর্থের সীমাবদ্ধতার কারণে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অনেক মানবিক কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে না। মানবতার পাশে আরও ব্যাপকভাবে দাঁড়াতে হলে আমাদের আরও অর্থের প্রয়োজন। বিশেষ করে সুদান ও সোমালিয়ায় খাদ্যসংকটে থাকা শিশুদের জন্য আরও বড় পরিসরে সহায়তা প্রয়োজন বলে তিনি উল্লেখ করেন।

বিয়ানীবাজারের ভোটারদের সঙ্গে চার প্রার্থীর মতবিনিময়

৬৪ পৃষ্ঠার পর

মোহাম্মদ, সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদ প্রার্থী অনিক রাজ, ক্রীড়া সম্পাদক পদে হাছান খান ও প্রয়াত সভাপতি কামাল আহমেদের মেয়ে রুমানা আহমেদ। ১০ আগস্ট সন্ধ্যায় ওজনপার্কের মদিনা পার্টি হলে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন বিয়ানীবাজার সমিতির সাবেক সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন আমিরুল হোসেন। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভেই পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন রফিক উদ্দীন। অনুষ্ঠানের শুরুতে বিয়ানীবাজারের ৪ জন প্রার্থী রিজু মোহাম্মদ, অনিক রাজ, হাছান খান ও রুমানা আহমেদ সবার সঙ্গে পরিচিত হন।

পরিচিতি বক্তব্যে রিজু মোহাম্মদ বলেন, আমরা বিয়ানীবাজারের সন্তান, আপনারাও বিয়ানী বাজারের গৌরব। তাই মনোনয়ন পত্র দাখিলের আগেই আপনাদের শরণাপন্ন হয়েছি। আপনাদের মতামত নেয়ার পরই মনোনয়ন পত্র দাখিল করা হবে। যদি আমাদের চেয়ে আরো ভাল প্রার্থী পাওয়া যায়, তবে আমরা সরে যাবো। যাদেরকে মনোনীত করা হবে তাদের জন্য কাজ করবো। অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, রিজু মোহাম্মদ, অনিক রাজ, হাছান খান বর্তমান কমিটিতে সুনামের সঙ্গে কাজ করে বিয়ানীবাজারের মুখ উজ্জল করছে। তারা বিয়ানীবাজারের গৌরব। তাদের সঙ্গে নতুন যুক্ত হওয়া রুমানা আহমেদের পিতাও ছিলেন সংগঠন প্রিয় মানুষ। আশাকরি সবাই ভালো করবে। চার জনের প্রতিই পূর্ণ সমর্থন রয়েছে। চারজনই নিজেদের প্রার্থী, তাই তাদেরকে বিজয়ী করতে সবাই মিলে কাজ করতে হবে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন রিয়ানী বিয়ানীবাজার সমিতির সাবেক সভাপতি মকবুল রহিম চুনই, মোস্তফা কামাল, উপদেষ্টা গউস চৌধুরী মিনু, অধ্যাপক কামাল চৌধুরী, শাহীন চৌধুরী, এনাম আহমেদ, হাবীব উদ্দিন, বিয়ানীবাজারের সাবেক ট্রেজারী ইসলাম উদ্দীন, মরহুম কামাল আহমেদের ভাই আবুল ফজল লিটন, আব্দুল করিম।

সভার সমাপ্তিতে সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক বলেন, নিজেরা এক হয়ে কাজ করলেই পছন্দের প্রার্থীর বিজয় ছিনিয়ে আনা সম্ভব। জয়ের ইচ্ছা শক্তিকে কাজে পরিণত করতে হবে। প্রবীণের যুক্তি ও তারুণ্যের শক্তির বিকল্প নেই।

শিবিরের সেই নেতার কাছে কনস্যুলেটের দুঃখ প্রকাশ

১ পৃষ্ঠার পর

আসল মারতো শুরুই হয়নি। একজন এমপি হিসেবেই কাহি-তবিবাৎ অনেক কঠিন তার জন্য। কারণ, সে শুধু প্রধানমন্ত্রীই নয়, তার স্ত্রী ও কন্যাকে নিয়ে যখন জঘন্য কথা বলছেন তখন আমরা সহ্য করতে পারি না। এটিকে তো ফ্রিডম অব স্পিচ বলে না। নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেট আয়োজিত জুলাই-আগস্ট গণ অভ্যুত্থান দিবসের দ্বিতীয় বার্ষিকী পালন অনুষ্ঠানে শুক্রবার ৭ আগস্ট সন্ধ্যায় তিনি এ কথা বলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করছিলেন কনসাল জেনারেল মোহাম্মদ হক পিটার। অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন জাতিসংঘস্থ বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি সালাহ উদ্দীন নোমান চৌধুরী, ওয়াশিংটনস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের প্রেস সেক্রেটারি গোলাম মর্তুজা, বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য আব্দুল লতিফ সম্রাট, গিয়াস আহমেদ, জিল্লুর রহমান জিলু ও এটর্নি মঈন চৌধুরী।

জুলাই উদযাপন অনুষ্ঠানের শুরুতে জুলাই বিপ্লব নিয়ে একটি ডকুমেন্টারি দেখানো হয়। এ সময় নূর হোসেন নামক একজন বাংলাদেশি বলেন, এতে ইতিহাসের বিকৃতি করা হয়েছে। ভিডিওতে বলা হচ্ছে, বিএনপির ১৭ বছরের আন্দোলনের ফসল জুলাই বিপ্লব। অথচ বিএনপির মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরই বলেছিলেন, ছাত্রদের আন্দোলনের ফসল ফ্যাসিবাদের পতন। আমরা আন্দোলন করি নাই। ডকুমেন্টারিতে ইতিহাসের বিকৃতি করা হয়েছে। এ সময় উপস্থিত বিএনপির নেতাকর্মীরা তার উপর মারমুখি হয়ে ওঠেন। গিয়াস আহমেদ বলেন, এই ব্যক্তি ফ্যাসিস্ট এর দালাল। গুণ্ডা। আমরা প্রবাসে ৪০ বছর আন্দোলন করেছি। তাকে কখনো দেখি নাই। সে কি করে এই অনুষ্ঠানে এলো। সভাস্থলে বিশৃংখলা দেখা দিলে এটর্নি মঈন চৌধুরী মাইক নিয়ে বলেন, এটি সরকারি অফিস। এখানে বিশৃংখলা করবেন না। নূর হোসেনকে আলোচনা সভার হল রুম থেকে ধাক্কা দিয়ে বের করে দেন বিএনপির কর্মীরা। সিকিউরিটি তাকে আর হল রুমে প্রবেশ করতে দেয়নি। এরপর আবার আলোচনা শুরু হয়। তবে প্রতিবেদক খোঁজ নিয়ে নিশ্চিত হয়েছেন, দেশে থাকাকালে শিবিরের সাথে জড়িত ছিলেন নূর হোসেন। তবে নিউইয়র্কের জামাত সমর্থিত নেতা কর্মীরা তাকে চেনেন না। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষনে মনজুরুল ইসলাম এমপি আরও বলেন, দেশ পরিচালনায় তারেক রহমান যে ধৈর্যের পরিচয় দিচ্ছেন তা বিশ্লেষণ করা কঠিন। আমরা অনেক কিছু সহ্য করতে পারি না। কিন্তু উনি সহ্য করছেন। উনার সম্পর্কে যে সব বাজে ভাষা এই পাটোয়ারি ও তুশরা বলছে তা সহ্যের নয়। সত্যি কথা বলতে কি পাটোয়ারির ওপর মার শুরু হয়েছে কেবল। আসল মারতো শুরুই হয়নি। তিন আরও বলেন, কেবল ৫ মাসের সরকার। ৫ বছর তারেক রহমানকে দেশ সেবা করতে দিন। এরপর জনগণ চাইলে বিরোধী দল ক্ষমতায় আসবে। অধৈর্য হবার কিছু নাই।

কনস্যুলেটের দুঃখ প্রকাশ : অনুষ্ঠানে একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনকে কেন্দ্র করে 'অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি' সৃষ্টি হওয়ায় দুঃখ প্রকাশ করেছে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কনস্যুলেট। গত ৭ আগস্ট নিউ ইয়র্কের বাংলাদেশ কনস্যুলেটে জুলাই অভ্যুত্থানের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনকালে আমন্ত্রিত নূর হোসেন প্রামাণ্যচিত্রের একটি বিষয়ে ভিন্নমত ব্যক্ত করেন। এতে বিএনপির নেতাকর্মীরা ক্ষুব্ধ হয়ে তাকে গলা ধাক্কা দিয়ে অনুষ্ঠান থেকে বের করেও দেন। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত 'অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির' জন্য কনস্যুলেট দুঃখ প্রকাশ করেছে। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কনসাল জেনারেল বুধবার দুপুরে নূর হোসেনকে কনস্যুলেটে আমন্ত্রণ জানান এবং উদ্ভূত 'অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির' জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন।

কে এই নূর হোসেন? : নূর হোসেনের গ্রামের বাড়ি নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জে। শিক্ষাজীবনে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি সম্পৃক্ত ছিলেন ইসলামী ছাত্রশিবিরের সঙ্গে। আওয়ামী দুঃশাসনের সময় ২০১৩-২০১৪ সালে জামায়াত কর্মী হিসেবে সরকার বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন তিনি। তার বিরুদ্ধে ২০২৩ সাল পর্যন্ত দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা ১৯টি। তিনি ৮বার গ্রেপ্তার হয়েছেন পুলিশের হাতে। তার স্ত্রী সন্তানদেরকেও আটকে রাখা হয়েছিল থানা হাজতে। ২০২৩ সালে ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ সরকার তাঁর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা দায়ের করলে তিনি দেশ থেকে পালিয়ে পাড়ি জমান আমেরিকায়। নূর হোসেন ১৭টি দেশ ঘুরে পায়ে হেঁটে অতিক্রম করেন বলে জানান জানিয়েছেন স্থানীয় একটি সাপ্তাহিক পত্রিকাকে। তবে নিউইয়র্কে জামায়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট অনেকেই তাকে চেনেন না।

বিশ্বের যেকোন দেশে ভ্রমণের জন্য
একমাত্র আমরাই দিচ্ছি সর্বনিম্ন মূল্যের নিশ্চয়তা।
আমরা ওমরার প্যাকেজ করে থাকি
আমাদের প্যাকেজ বিবরণ
- ওমরা ভিসা
- এয়ার টিকেট
- ১ দিন মক্কায় ট্যুর
- ১ দিন মদিনা ট্যুর
- মক্কা থেকে মদিনা গাড়িতে
- এয়ারপোর্ট থেকে হোটেল (4 Star Hotel with Breakfast.)
- মদিনার হোটেল থেকে এয়ারপোর্ট ড্রপ অফ (একজন বাংলাদেশী মোয়াল্লেম মক্কা ও মদিনা)

* হজের পর পরই ওমরাহ পুরোদমে শুরু হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ
* শুধুমাত্র গ্রুপ প্যাকেজের জন্য প্রযোজ্য।

NAFS TRAVEL INC.
SANU SHEAK (SANA)
Cell: 347-537-7657
Email: nafstravel@gmail.com
www.nafstravel.com
NAFS TRAVEL
37-59 74th Street, Jackson Heights, NY 11372
(Inside Mollika electronics next to CITI Bank)

MD Golam Mostofa, ESQ.
NY State Attorney
LL. B Honors (1st Class) & LL.M (1st Class), Bangladesh.
Barrister-At-Law, London.
Attorney-At-Law, NY.

- Personal Injuries & Death Claims
- Car Accidents and Medical Mal Practice
- Divorce, Family Matters and Domestic Violence
- Real Estate and Business Closing
- Foreclosure proceedings
- Bankruptcy
- All Civil Matters
- Wills, Trust and Estate Planning
- All Criminal Matters
- All Immigration Matters

Address:
Queens: 148-45 Hillside Ave
Jamaica, NY 11435

Phone# 718-487-4873, Cell: 917-285-6247(Text) Email: abmostofa1@gmail.com

আমরাই একমাত্র
যারা সর্বোচ্চ সুবিধার
নির্ভরযোগ্য
নিশ্চয়তা
প্রদান করি

ZAM ZAM
TRAVEL US

আমাদের সার্ভিস সমূহ

এয়ার টিকেটিং

হজ্ প্যাকেজ
সার্ভিস প্রোভাইডার

HOTEL
হোটেল বুকিং

ভিসা প্রোসেসিং

ওমরাহ্ প্যাকেজ
সার্ভিস প্রোভাইডার

কেন আমাদের সার্ভিস নিবেন ?

- বিশেষজ্ঞ দল
- যাচাইকৃত ভিসা চেকলিস্ট
- প্রিমিয়াম সহায়তা
- নিখুঁত ভিসা আবেদন পরিষেবা

ZAM ZAM TRAVEL US
in a Partnership with
إثراء الخير
ITHRAA ALKHAIR

এয়ার লাইন সমূহ

السعودية SAUDIA
QATAR AIRWAYS القطرية
Emirates
TURKISH AIRLINES

ঢাকা অফিস
+88 017 1133 6292
Tropical Mollah Tower
Shop no: 08 (4th Floor), Progoti Sharoni
Middle Badda, Dhaka 1212, Bangladesh

নিউইয়র্ক অফিস
+1 718 395 9697
37-15 73 Street (Suite-207),
Jackson Heights, NY-11372
zamzamtravelus

www.zamzamtravelus.com
zamzamtravelus@gmail.com

Marriage Media

পাত্র-পাত্রী

খুজছেন সন্ধান দাতা

আপনি বিয়ে করে আমেরিকাতে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে চান?

সকল ধর্ম, সকল বর্ণের ইমিগ্রান্ট/ননইমিগ্রান্ট, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক, ফার্মাসিস্ট, নার্স, ফেডারেল জব, প্রাইভেট জব, ব্যবসায়ী, ট্যাক্সি ড্রাইভার, ছাত্র/ছাত্রী, ডিভোর্স, বিধবা ও (বয়স্ক) পাত্র-পাত্রী।

৫০টি স্টেটের বাঙ্গালি পরিবারের সাথে যোগাযোগ।
সাফল্যতার সাথে অগ্রগতি।

আল্লাহর হুকুম ছাড়া কিছু হয় না আমি উছিলা মাত্র।

খান ভাই

646-637-7590

Email: khanma663@gmail.com

COOL Multiservices LLC
Real Estate, Tax, Insurance & Consultancy
We Offer Mortgage
Wireless Communication Limo Service

শাহ্ হামজার স্মরণে
বিশ্বাসের উত্তরাধিকার, উৎকর্ষতার ভবিষ্যৎ

১৯৯৯ সাল থেকে কুল মাল্টিসার্ভিসেস এলএলসি আমাদের কমিউনিটির একটি নির্ভরযোগ্য ভরসার নাম। দীর্ঘ এই পথচলায় আমরা সততা, নিষ্ঠা ও পেশাদারিত্বের মাধ্যমে মানুষের আস্থা অর্জন করেছি।
আজ আমরা গর্বের সাথে জানাচ্ছি—আপনার পরিবারের ভবিষ্যৎ আরও নিরাপদ ও সুন্দর করে গড়ে তুলতে আমরা আমাদের সেবার পরিধি ও দক্ষতা আরও বিস্তৃত করেছি।
আপনি যদি ট্যাক্স সংক্রান্ত সহায়তা চান, কিংবা নিজের স্বপ্নের একটি বাড়ির খোঁজে থাকেন—যে দলকে আপনি বছরের পর বছর বিশ্বাস করেছেন, সেই দল আজও আপনার পাশে আছে।

আমাদের প্রধান সেবাসমূহ

* ট্যাক্স প্রস্তুতি ও পরামর্শ
  দ্রুত, নির্ভুল ও সর্বোচ্চ রিটার্ন নিশ্চিত করার জন্য অভিজ্ঞ সহায়তা।
* মর্টগেজ ও ঋণ সমাধান (প্রি এপ্রোভাল)
  সহজ শর্ত, প্রতিযোগিতামূলক সুদের হার ও ব্যক্তিগত গাইডলাইন।
* রিয়েল এস্টেট সেবা
  বাড়ি কেনা বা বিক্রি—বাজার বিশ্লেষণ করে আপনাকে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে সহায়তা।

আপনার স্বপ্নের বাড়ির শুরু এখান থেকেই

প্রথমবার বাড়ি কিনছেন?
আপনাকে আন্তরিক স্বাগতম।
এই প্রক্রিয়াকে জটিল মনে করার কোনো কারণ নেই। আমরা প্রথমবার বাড়ি কিনতে আগ্রহীদের জন্য প্রি-অ্যাপ্রুভালসহ প্রতিটি ধাপে পাশে থেকে সহায়তা করি, যাতে আপনার "স্বপ্নের বাড়ি" বাস্তবে রূপ নেয়।

কুল-এর সাথে যুক্ত হয়ে উপভোগ করুন
২৫ বছরেরও বেশি সময়ের সততা, অভিজ্ঞতা ও পেশাদার সেবার নিশ্চয়তা।

: যোগাযোগ :
১৯৭০১ হিলসাইড অ্যাভিনিউ, হলিস, নিউ ইয়র্ক ১১৪২৩
৭১৮-৮০৩-৮২০০
ইমেইল: coolmultiservicesllc@gmail.com

হ্যান্ডস অন
ফিজিক্যাল থেরাপি রিহাবিলেইশন

এ. ভূঁইয়া
এলআইসি. ফিজিক্যাল থেরাপিস্ট

আপনি কি নিম্নে উল্লেখিত যে কোন ব্যথায় ভুগছেন?
তাহলে আজই যোগাযোগ করুন।
আমাদের আছে ২০ বছরের অভিজ্ঞতা।

* পিঠ ব্যথা
* গাড় ব্যথা
* বাহু ব্যথা
* কব্জি ব্যথা
* হাঁটু ব্যথা
* পায়ের পাতা ব্যথা
* পায়ের আঙ্গুল ব্যথা

ক্লিনিক খোলা থাকার সময়
সোমবার থেকে শুক্রবার
সকাল ১০.০০-সন্ধ্যা-৭টা
শনিবার
সকাল ১০.০০-বিকাল-৪টা
রবিবার বন্ধ

আমরা প্রায় সব ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করি

আমরা ইংলিশ, স্প্যানিশ, হিন্দি, বাংলা ও আরবীতে কথা বলি

75-17 41 Ave. Elmhurst, NY 11373
(Corner of 76th St & Broadway
170-08 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432
Tel : 917-832-7824, Cell : 718-696-7002
Fax : 917-832-6100

হোমিও চিকিৎসা

জ্যাকসন হাইটস এর বাংলাদেশ প্লাজার নীচ তলায়

ডাঃ এফ হক
হোমিওপ্যাথিক কনসালট্যান্ট
DI. Hom (USA)
(Diploma in Homeopathy)

ব্যথা, পাইলস, গ্যাস্টিক, কিডনি ও প্রস্রাবের সমস্যা, যৌন ও চর্মরোগ সহ সব ধরনের জটিল রোগ।

হোমিও ভিটামিন সেলিং সেন্টার
Homeo & Vitamin Selling Center

এপয়েন্টমেন্ট এর জন্য কল করুন
347-596-3111, 347-485-8020

জ্যাকসন হাইটস অফিস: (বাংলাদেশ প্লাজা) (দুপুর ২টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত)
৩৭-১৫ ৭৩ স্ট্রিট (Lower Level), জ্যাকসন হাইটস, নিউ ইয়র্ক।
ব্রুকলিন অফিস: (সকাল ১০টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত)
৪৭৫ ম্যাকডোনালস্ এভিনিউ, (৩য় তলা), ব্রুকলিন, নিউ ইয়র্ক।

JACKSON HEIGHTS ELAKABASHI JHE SINCE: 2003

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস

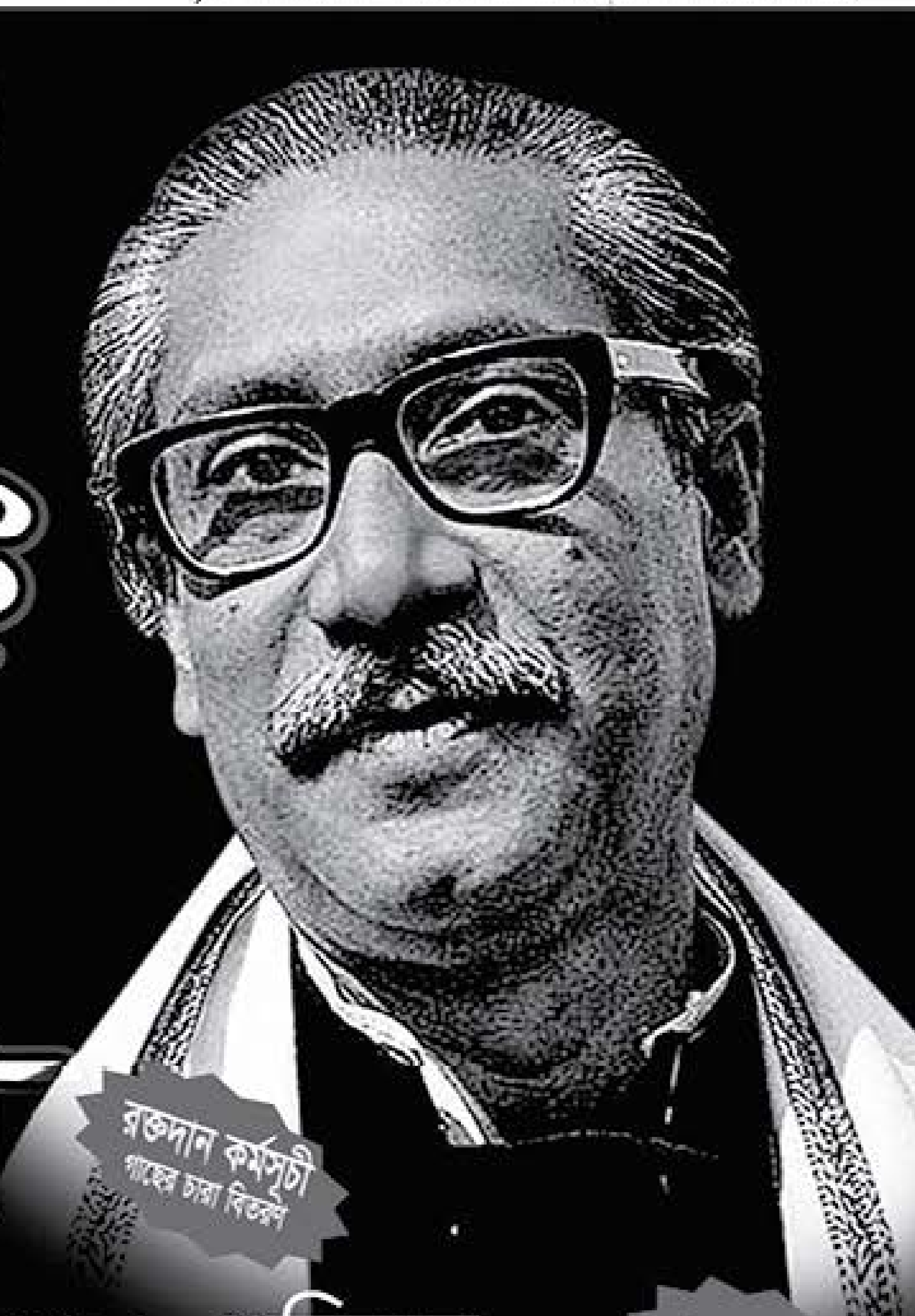

রক্তদান কর্মসূচী
গাছের চারা বিতরণ

১০০০ জায়নামাজ বিতরণ

২০০০ ম্যাংগো জুস বিতরণ (হাতে তৈরি)

১৫ আগস্ট ২০২৬, শনিবার

বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৫১তম মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনায়

দোয়া মাহফিল ও তবারক বিতরণ

সভাপতি **সাকিল মিয়া**

আহ্বায়ক **মীর নিজামুল হক**

সদস্য সচিব **মামুন মিয়াজী**

সাধারণ সম্পাদক **মো. আলম নমি**

যুগ্ম আহ্বায়ক: মিয়া মোঃ দুলাল, আলমগীর হোসেন, আব্দুল মালেক ও আব্দুল হামিদ

পরিচালনায়: শাহ নেওয়াজ

যুগ্ম সদস্য সচিব: ডিউক খান ও মোঃ মাহবুব রহমান

তত্ত্বাবধানে: শাহ জে. চৌধুরী প্রধান সমন্বয়কারী: বিপ্লব সাহা, ময়নুজ্জামান চৌধুরী প্রধান পৃষ্ঠপোষক: এম এ আজিজ, আসেফ বারী টুটুল

চেয়ারম্যান: মোঃ রেদওয়ান হক, কো-চেয়ারম্যান: সাখাওয়াত বিশ্বাস, জেড আর চৌধুরী (লিটু)ও মফিজুর রহমান

পৃষ্ঠপোষক: মইনুল ইসলাম, এটর্নি মঈন চৌধুরী, আশরাফ চৌধুরী খোকন, মোঃ কামরুজ্জামান কামরুল, ফাহাদ সোলায়মান, নুরুল আজিম ও তারেক হাসান খান

সহযোগিতায়: গোল্ডেন এইজ হোম কেয়ার, এন ওয়াই হোম কেয়ার, অল কাউন্টি হোম কেয়ার, বারী হোম কেয়ার, শেখ নোমান পলাশ, কেয়ারিং ফ্রেন্ড ডিরেক্ট, এটারনাল কেয়ার সার্ভিস, ডেরা রেস্টুরেন্ট, মেসবাহ আবেদীন, শেখর কৃষ্ণ, ডা. ফেরদৌস খন্দকার, রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশন, সি কে (অভি), মনসুর চৌধুরী, প্রিমিয়াম সুইটস, মাসুদ রানা তপন (সানম্যান), শীব দাস, রিলায়েবল হোম কেয়ার, ফার্স্ট হোম কেয়ার, আকবর হায়দার কিরন, রেজা রশীদ, দুলাল বেহেদু, আহসান হাবিব, ফরহাদ রেজা, নিলুফা শিরিন, ডাঃ বর্ণালী হাসান, হাসান জিলানী, এস এস ব্রোকারেজ, মোঃ কামাল উদ্দিন ভূইয়া, গোলাম হাসান, রফিকুল ইসলাম, আকতারুর রহমান মামুন, রনি, আনিসুজ্জামান সবুজ, মোঃ নাজের উদ্দিন, সাঈদ খান, রাজু আহমেদ, জেবিবিএ, হাসান মাহমুদ সোহেল, মোঃ লুৎফুর রহমান চুনু, মোঃ জাহিদ, মোঃ আশরাফুল আজিজ, মোঃ জহিরুল ইসলাম, মোঃ আব্দুর রহিম ভূঁইয়া, মোঃ আবু তাহের, মোঃ আনোয়ার হোসেন (অনু), আহাদ ভূঁইয়া, আমিন খান জাকির, শফিকুর রহমান, আবুল ফজল দিদার, অভি (সি কে ফুড), মির্জা এম জামান, শাহ্ শহিদুল হক, মোঃ সোহাগ, পাটেল ব্রাদার্স, ডা. তৌহিদ শিবলী, তানভীর শাহীন ও সোহেল গাজী।

সার্বিক সহযোগিতায়: মোঃ মানিক বাবু, কামরুজ্জামান বকুল, হুমায়ুন কবীর ঢালী, আবু নসর, আসাদুল ইসলাম আসাদ, মোঃ হাসনাত হাসান, শামস জনি, শাহীন চৌধুরী, আফতাব জনি, আকরাম হোসেন বিপ্লব, মোঃ সায়েম উল্লাহ, মুক্তা মিয়া, গোপাল সান্যাল, জাহাঙ্গীর এইচ মিয়া, নুরুজ্জামান সরদার, গোলাম কিবরিয়া, কামাল হোসেন রাকিব, এইচ এম ইকবাল, জাফর আহমেদ, ওয়াসীম, গনেশ কীর্তনীয়া, মোঃ রাদবি, শাহরিয়ার হোসেন, শোভন, আনোয়ার উদ্দিন, মহিউদ্দিন রাহুল, রেদওয়ানুর রহমান জুয়েল, জাহানারা আক্তার (শাকী), ফারহানা চৌধুরী, মনির হোসেন, শ্যামল নাথ, মতিউর রহমান ও মতিন।

উপদেষ্টা পরিষদ: শাহ নেওয়াজ (প্রধান উপদেষ্টা), হারুন ভূঁইয়া, মোঃ মহিউদ্দিন দেওয়ান, আনোয়ার জাহিদ, রাশেদ আহমেদ, ইশতিয়াক রুমী, সিরাজুল হক কামাল, কামরুজ্জামান কামরুল, প্রদীপ সাহা, কাজী শামসুদ্দোহা, মনসুর চৌধুরী, মোঃ পিয়ার, রেদোয়ান কবির, রফিক আহমেদ, ইকতারুজ্জামান রতন, মোঃ কবির রতন, এলিন রহমান, শফিউদ্দিন মিয়া ও শাহাদাৎ হোসেন।

ফটোগ্রাফি: নিহার সিদ্দিকী

আয়োজনে

জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসী

সবিতা 'লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড' পেলেন

১৪ পৃষ্ঠার পর

তিক চেতনা, মানবিক মূল্যবোধ এবং সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ড অসংখ্য মানুষের জীবনকে সমৃদ্ধ করেছে এবং বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর মধ্যে সম্প্রীতি, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও মানবিক সংযোগকে আরও সুদৃঢ় করেছে।

অনুষ্ঠানে ড. সবিতার অবদানকে চারটি বিশেষ ক্ষেত্রে তুলে ধরা হয়-দক্ষিণ এশীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ, নারী ও যুবসমাজের ক্ষমতায়ন, কমিউনিটি ও মানবিক সেবায় নিবেদিত ভূমিকা এবং আগামী প্রজন্মের জন্য অনুপ্রেরণাদায়ী নেতৃত্ব। সম্মাননাপত্রে স্বাক্ষর করেন গাম্বিয়ার অ্যাম্বাসেডর-অ্যাট-লার্জ ড. মুমু জ্যামেহ এবং খাইডার্স পেজেন্ট অব উইমেন ফাউন্ডেশন ইন্টারন্যাশনাল'র প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি অ্যাম্বাসেডর ড. জিওর কল।

এ দুটি দেশ ও সংস্থা আয়োজিত এ সমাবেশে বিশ্বশান্তি, ন্যায়বিচার, টেকসই উন্নয়ন, মানবকল্যাণ এবং বৈশ্বিক অংশীদারিত্বের জয়গান উচ্চারিত হয়। সম্মেলনে জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রসমূহের রাষ্ট্রদূত, কূটনীতিক, জাতিসংঘ-সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি, আন্তর্জাতিক উন্নয়নকর্মী, মানবাধিকারকর্মী, শিক্ষাবিদ, সংস্কৃতিকর্মী, কমিউনিটি নেতা এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে বিশ্বব্যাপী সমাজ পরিবর্তন, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং মানবিক নেতৃত্বে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা নির্বাচিত ব্যক্তিদের বিশেষভাবে সম্মাননা জানানো হয়।

প্রবাসের বিশিষ্টজনেরা এই অর্জনকে শুধু ড. সবিতা রাণী সূত্রধরের ব্যক্তিগত সম্মান নয়, বরং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের সংস্কৃতি, মানবিক মূল্যবোধ এবং প্রবাসী বাংলাদেশিদের ইতিবাচক ভূমিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্বীকৃতি হিসেবে অভিহিত করেছেন। তাঁদের মতে, জাতিসংঘে অনুষ্ঠিত এমন একটি আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক সম্মেলনে এই সম্মাননা প্রাপ্তি বিশ্বমঞ্চে বাংলাদেশি সংস্কৃতি ও কমিউনিটি নেতৃত্বের মর্যাদাকে আরও সুদৃঢ় করেছে।

দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে সংগীত, নৃত্য, সংস্কৃতি চর্চা, শিক্ষা, সমাজসেবা এবং মানবকল্যাণে নিরলসভাবে কাজ করা ড. সবিতা রাণী সূত্রধরের এই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি প্রবাসী বাংলাদেশি সমাজের জন্য এক অনন্য গৌরবের মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। তাঁর এই অর্জন আগামী প্রজন্মকে সংস্কৃতি, মানবিকতা এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার পথে আরও অনুপ্রাণিত করবে বলেও অনুষ্ঠানে উপস্থিত বক্তারা আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

জ্যাকসন হাইটসে ওয়াহেদ আলী মন্ডলের ওপর হামলা

৩ পৃষ্ঠার পর

যায়, হঠাৎ এক ব্যক্তি মন্ডলের ওপর আক্রমণ চালায়। কিছু বুঝে ওঠার আগেই ওই ব্যক্তি তাঁর ঘাড়, বুক, গলা ও মুখে কিল-ঘুষি মারতে থাকে। পরে হামলাকারী ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে সেখানে উপস্থিত কয়েকজন লোক তাকে ধাওয়া করে আটক করেন এবং পুলিশে সোপর্দ করেন। হামলায় আহত ওয়াহেদ আলী মন্ডলকে দ্রুত হাসপাতালে নেওয়া হয়। বর্তমানে তিনি এলমহার্স্ট হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ওয়াহেদ আলী মন্ডলের বড় ছেলে মোক্তার হোসেন ঘটনার বিষয়টি নিশ্চিত করে তাঁর বাবার শারীরিক অবস্থার জন্য সবার কাছে দোয়া কামনা করেছেন। একজন বীর মুক্তিযোদ্ধার ওপর প্রকাশ্য সড়কে এমন আকস্মিক হামলার ঘটনায় স্থানীয় বাংলাদেশি কমিউনিটিতে উদ্বেগ ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনার প্রকৃত কারণ, হামলার উদ্দেশ্য এবং আটক ব্যক্তির বিরুদ্ধে কী ধরনের আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে-তা পুলিশি তদন্তের মাধ্যমে আরও স্পষ্ট হবে। কমিউনিটির পক্ষ থেকে বীর মুক্তিযোদ্ধা ওয়াহেদ আলী মন্ডলের দ্রুত সুস্থতা কামনা করা হয়েছে।

অলিরও কথা শুনে...

৬ পৃষ্ঠার পর

মতো দু-একজন ব্যতিক্রম ছাড়া অধিকাংশ রাষ্ট্রপতিই কোনো না কোনো দলের অনুগত ও 'বঙ্গভবনের কোকিল' ছিলেন। যখনই দলীয় লেজুড়বৃত্তির কাউকে বসানো হয়, তখনই রাষ্ট্রপতির চেয়ারের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় এবং জনগণ তাকে মন থেকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করতে পারে না। জাতীয় সংসদে টু-থার্ড মেজরিটি থাকার কারণে বিএনপি সমর্থিত প্রার্থী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের জয় যেখানে সুনিশ্চিত, সেখানে জামায়াত ও অলি আহমদের এই প্রার্থিতা স্রেফ রাজনৈতিক সুবিধাবাদেরই একটি রূপ। এর ফলে মাঠের রাজনীতিতে এখন যা ঘটবে তা হলো- অলি আহমদরা জামায়াতে যাওয়ার কারণে জামায়াতের ব্যাপারে তাদের সুর নরম হবে, আর জামায়াতও অলি আহমদদের মতো পরিচিত মুক্তিযোদ্ধাদের ব্যবহার করে নিজেদের রাজনৈতিক ইমেজ ও সফট টোন বজায় রাখার সুযোগ পাবে। নীতি-আদর্শ বিসর্জন দিয়ে শুধু রাজনীতিতে টিকে থাকার এই সেটেলিয়াস্তু রাজনৈতিক সংস্কৃতিকেই আরও কলঙ্কিত করে।

লেখক: গবেষক ও রাজনীতি বিশ্লেষক।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয় ও ভাড়া

kw LANDMARK II
KELLERWILLIAMS. REALTY

লাইসেন্স বিহীন কোন ব্যক্তির সহযোগিতায় বাড়ি ক্রয়, বিক্রয় করে প্রতারিত হবেন না, আমরা বিনামূল্যে বাড়ি সংক্রান্ত যেকোন বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকি।

বিঃদ্রঃ আপনি যদি রিয়েল এস্টেট জব করতে চান আপনাকে ১০০% সহযোগিতা করা হবে।

Md. Alamgir Hossain
Associate Broker
75-35 31st Ave, Suite 202
East Elmhurst, NY 11370
Cell : 347-774-6432
Office : 347-846-1200
Email: mdahossain@kw.com

মোঃ আলমগীর হোসেন
লাইসেন্স এসোসিয়েট ব্রোকার
যোগাযোগ:৩৪৭-৭৭৪-৬৪৩২

REAL ESTATE, DIVORCE,
IMMIGRATION & SMALL BUSINESS

বাড়ি ঘর বা ব্যবসা কেনা/বেচা, তালাকের মামলা,
ইমিগ্রেশন, দুর্ঘটনা বা পিছলে পড়া, এবং যাবতীয়
অন্যান্য আইনগত সহায়তার জন্য, অভিজ্ঞ কার্যোপযোগী
বাংলাদেশী এটর্নির সাথে যুগাযুগ করুন

নিউ ইয়র্কের লাইসেন্সধারী অভিজ্ঞ এটর্নি

Hasan Malik, Esq.
718-433-9243

37-13 74TH ST, FLOOR 2
JACKSON HEIGHTS, NY 11372

ATTORNEY ADVERTISING

জ্যাকসন হাইটস ও জ্যামাইকায় দুই যুগেরও বেশি সময় ধরে প্রবাসিদের নিম্নবর্ণিত সার্ভিস গুলি সাফল্যের সাথে সেবা দিয়ে আসছে

TRANS GLOBAL REAL ESTATE & GLOBAL TAX AND FINANCIAL SERVICES

রিয়েল স্টেট ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস

FLORIDA- ফ্লোরিডায়
জমি ও বাড়ীর মালিক হওয়ার অপূর্ব সুযোগ
Please Call: 929-391-6274
For further inquiry
Jackson Height Office:
37-18-74th Street, 2nd Floor,
Jackson Height, NY 11372
Phone: 718-779-7600
Jamaica, Hollis Office:
184-02 Hillside Ave, 1st Floor,
Jamaica, NY 11432
Phone: 718-779-7600

TAX Services
ট্যাক্স সার্ভিসেস
25 YEARS EXPERIENCED
Please Call:
718 581 6081
347 392 4312
718 779 7600
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
TAX FILING, FAST REFUND
REASONABLE FEES!

REAL ESTATE Services
রিয়েল স্টেট সার্ভিসেস
Global Tax and Financial Services
Year round Tax, Immigration, Real Estate & Multi Services

Cell: 718-581-6081, 718-779-7600
Email: rahmangfs@yahoo.com
Maksudur Rahman
I.R.S Registered Tax Preparer
Jamaica Hollis Office
Jackson Heights Office

আপনি জানেন কি?
পরীক্ষা ও আবেদন ফি ছাড়া আমেরিকার নাগরিকত্ব লাভের সুযোগ রয়েছে। এছাড়া অন্যান্য ইমিগ্রেশন ফরম ও আবেদন ফি ছাড়া আবেদন করার সুযোগ আছে। বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন।

দীর্ঘ দেড় যুগের বেশী
আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

KARNAFULLY
TRAVEL INC.
(Approved Travel Agent)

IATA arc
Approved

কর্নফুলি ট্রাভেল
আই এন সি.

Airlines Partners : ALL MAJOR AIRLINES Including Local Domestic Tickets

সৌদি হজ্ব মন্ত্রণালয় অনুমোদিত
উমরাহ্ ট্রাভেল এজেন্ট

প্যাকেজঃ হজ্ব ভিসা ও উমরাহ্ ভিসা

আমাদের সুবিধা

নিজস্ব অফিস থেকে সরাসরি ARC এর মাধ্যমে যেকোন এয়ারলাইন্স এর টিকেট ইস্যু করে থাকি। অফিস সপ্তাহে ৭ দিন খোলা সকাল ১০:০০টা – রাত ১০:০০টা। তুলনামূলকভাবে বছরের যেকোনো সময় অত্যন্ত কমমূল্যে টিকেট প্রাপ্তির নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়।

উমরাহ ভিসা আমাদের অফিস থেকে সরাসরি প্রসেস করা হয়। নিজস্ব হোটেলের মাধ্যমে প্রতি বছর দুই থেকে আড়াই হাজার ওমরা হাজীদের যাবতীয় সেবা দিয়ে থাকি।

718 205 6050, 718 205 6055, 917 691 7721

371673 Street. Suite 201 FR. Jackson Heights NY 11372

E-mail : karnafullytravel@yahoo.com, msalim@karnafullytravel.com

Web: www.karnafullytravel.com

জ্যাকসন হাইটস, উডসাইড এ নিরিবিলি পরিবেশে
বাংলাদেশী ডাক্তার
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
Internal Medicine
Geriatric Medicine
শামীম আহমেদ এম, ডি
• আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য সুলভে পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
• নিয়মিত শারিরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের সম্ভাবনা সম্পর্কে জেনে নিন।
• ভবিষ্যৎ রোগের সম্ভাবনা সম্পর্কে জেনে নিন।
আমরা প্রায় সব ধরণের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি। অফিসে আসার পূর্বে অনুগ্রহ করে ফোন করুন।
35-30, 64th Street, Woodside NY 11377 (Subway E, F, R, N, V, G, 7)
TEL: 718-205-6561

Starling Car Service LLC
Best Choice for your trip

একটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান
* 24 Hours Service
* Experienced & Professional Driver
* Affordable Price
* Airport Service
* Long Distance - Short Distance Hourly Service
* Special Occasions Service
* Wheelchair Available
* Corporate Transporation
Please Contact:
Md. Kamroul Hasan
President & CEO
718-612-8825
2115 Starling Ave
2nd Fl, Bronx
NY 10462
Tel: 718-612-8825
914-294-1845
Email: starlingcarservice@gmail.com
We arrange
Base Letter & Base Affiliate

Amader Service.com
Your Trusted Service Partner
আমাদের সেবাসমূহ
ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট
১. ইভেন্ট ডেকোরেশন
২. ফুড সাপ্লাই
৩. ফটোগ্রাফী
৪. ভিডিওগ্রাফী
হোম সার্ভিস
১. ফার্নিচার সেটআপ
২. ইলেকট্রিক্যাল
৩. প্লাম্বিং
৪. রিপিয়ারিং (কনস্ট্রাকশন)
৫. সার্ভিলেন্স ক্যামেরা
অফিস এ্যাডভাইজারী
১. ভিসা প্রসেসিং
২. পাসপোর্ট রিনুয়াল
৩. যেকোন ধরণের ইমিগ্রেশন ফরম
৪. ডিএমভি সার্ভিস
৫. ইবিটি, ফুড ষ্ট্যাম্প, রেন্টাল এসিস্ট্যান্ট
৬. হোম কেয়ার
এছাড়াও আমরা বাংলাদেশে বাড়ি, প্লট, জমি ক্রয়-বিক্রয় করে থাকি এবং আপনার বিল্ডিং ম্যানেজমেন্ট এর দায়িত্ব নিয়ে থাকি।
Get all services you need in one place from professional expart, at home!
এ্যাপসটি ডাইনলোড করে আপনার মোবাইল থেকে সরাসরি অর্ডার করুন।
GET IT ON Google Play
GET IN ON App Store
CONTACT
+1 917 519 1151, +1 929 569 9350, +1 347 659 8410
www.amaderservice.com

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন

STAR
Photography
শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার
হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান
Please contact for all Your Professional Photography Like events News Conference Wedding Reception & Modelling
NEHER SIDDIQUEE
MBPS, MIFPO
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

ভারতকে 'হাসিনা' থেকে বের হতে হবে

১০ পৃষ্ঠার পর

টানাপড়েন শুধু বাংলাদেশের জন্য ক্ষতিকর হবে না; ভারতের জন্যও এর গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক, কৌশলগত ও নিরাপত্তাগত প্রভাব রয়েছে। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে মূল ভূখণ্ডের যোগাযোগের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে সড়ক, রেল, নৌপথ ও বন্দরভিত্তিক যোগাযোগ ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্য কার্যকর সংযোগের সুযোগ তৈরি করে। দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের অবনতি হলে ভারতের পরিবহন ও লজিস্টিক ব্যবস্থায় অতিরিক্ত চাপ ও ব্যয় তৈরি হতে পারে। বঙ্গোপসাগরীয় অঞ্চলের ভূরাজনীতিতেও বাংলাদেশের অবস্থান ভারতের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের 'অ্যাক্ট ইস্ট' নীতি, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অর্থনৈতিক সংযোগ এবং বঙ্গোপসাগরকেন্দ্রিক কৌশলগত স্বার্থের সঙ্গে বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান সরাসরি সম্পর্কিত। বাংলাদেশ যদি তার বহুমুখী কূটনৈতিক সম্পর্ক আরও বিস্তৃত করে এবং চীনসহ অন্যান্য শক্তির সঙ্গে অবকাঠামো, বন্দর ও আঞ্চলিক যোগাযোগে সহযোগিতা বাড়ায়, তাহলে ভারতের জন্যও এই পরিবর্তিত ভূরাজনৈতিক বাস্তবতাকে নতুন করে মূল্যায়ন করা প্রয়োজন হবে।

বাংলাদেশের বাজারও ভারতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। দুই দেশের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বাণিজ্য রয়েছে। দীর্ঘমেয়াদি রাজনৈতিক টানাপড়েন বাণিজ্য, বিনিয়োগ, সরবরাহ-শৃঙ্খল এবং ব্যবসায়িক সহযোগিতাকে প্রভাবিত করতে পারে। একইভাবে সীমান্ত ব্যবস্থাপনা ও নিরাপত্তা সহযোগিতা দুই দেশের অভিন্ন স্বার্থের বিষয়। দীর্ঘ আন্তর্জাতিক সীমান্ত, আন্তঃসীমান্ত অপরাধ, মানবপাচার এবং অন্যান্য নিরাপত্তা ইস্যুতে কার্যকর সহযোগিতা উভয় দেশের জন্যই প্রয়োজনীয়। পারস্পরিক আস্থার পরিবেশ দুর্বল হলে এসব ক্ষেত্রেও সমস্যা জটিল হয়ে উঠতে পারে।

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে প্রায় ৪,০৯৬ কিলোমিটার আন্তর্জাতিক সীমান্ত রয়েছে। দুই দেশের মধ্যে রয়েছে অভিন্ন নদী, বাণিজ্যিক যোগাযোগ, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সহযোগিতা, সীমান্তবর্তী জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার পারস্পরিক প্রভাব এবং দীর্ঘ ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক। এই ভূগোল পরিবর্তন করা যাবে না। বাংলাদেশ যতই চীন, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, ইউরোপীয় ইউনিয়ন বা অন্যান্য অংশীদারের সঙ্গে সম্পর্ক বাড়াক, ভারত বাংলাদেশের প্রতিবেশী হিসেবেই থাকবে। একইভাবে ভারত যতই তার বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক অংশীদারিত্ব বিস্তৃত করুক, বাংলাদেশের সঙ্গে তার ভৌগোলিক সম্পর্ক অপরিবর্তিত থাকবে।

তাই বাস্তবসম্মত কূটনীতি হলো পরস্পরকে এড়িয়ে যাওয়া নয়, বরং পরিবর্তিত বাস্তবতাকে স্বীকার করে নতুন ধরনের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা গড়ে তোলা। বাংলাদেশের জন্য যেমন ভারতের সঙ্গে স্থিতিশীল সম্পর্ক গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি ভারতের জন্যও বাংলাদেশের সঙ্গে আস্থাপূর্ণ সম্পর্ক উত্তর-পূর্বাঞ্চল, বঙ্গোপসাগর, বাণিজ্য ও আঞ্চলিক সংযোগের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ।

আমার মতে, সমস্যার একটি বড় অংশ এখানেই ভারত যদি এখনও বাংলাদেশের রাজনৈতিক বাস্তবতাকে অতীতের কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক সমীকরণের মধ্য দিয়ে দেখতে থাকে, তাহলে নতুন সম্পর্কের ভিত্তি তৈরি করা কঠিন হবে। শেখ হাসিনা বা আওয়ামী লীগের সঙ্গে ভারতের অতীত সম্পর্ক নিয়ে ভারতের নিজস্ব রাজনৈতিক, নিরাপত্তাগত বা কৌশলগত বিবেচনা থাকতে পারে। ভারত তার নিজস্ব স্বার্থের ভিত্তিতে অবস্থান নিতেই পারে। কিন্তু বাংলাদেশের সঙ্গে ভবিষ্যৎ সম্পর্ক নির্ধারণের ক্ষেত্রে সেই অতীত সমীকরণকে প্রধান ভিত্তি করে রাখলে তা বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক বাস্তবতার সঙ্গে সংঘর্ষ তৈরি করতে পারে। বিশেষ করে যদি শেখ হাসিনার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বা বক্তব্য বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বাস্তবতাকে প্রভাবিত করে এবং ভারতীয় ভূখণ্ড বাংলাদেশের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের একটি প্ল্যাটফর্ম হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে এমন ধারণা বাংলাদেশে তৈরি হয়, তাহলে জনমনে ভারতের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন আরও বাড়তে পারে। এখানে ভারতের জন্য মূল প্রশ্ন হওয়া উচিত একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক, নাকি বাংলাদেশের রাষ্ট্র ও জনগণের সঙ্গে সম্পর্ক? দীর্ঘমেয়াদে দ্বিতীয় পথটিই ভারতের জন্য বেশি লাভজনক।

বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক দীর্ঘ সময় স্বাভাবিক না থাকলে উভয় দেশই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তবে ক্ষতির ধরন এক হবে না। বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হলো পানি ব্যবস্থাপনা, আন্তঃসীমান্ত বাণিজ্য, সীমান্ত সহযোগিতা, যোগাযোগ, জ্বালানি ও অর্থনৈতিক স্বার্থ। ভারতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হলো উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সংযোগ, বঙ্গোপসাগরীয় কৌশলগত অবস্থান, বাণিজ্য, আঞ্চলিক প্রভাব এবং নিরাপত্তা সহযোগিতা। তাই প্রশ্নটি হওয়া উচিত নয় 'কার বেশি ক্ষতি হবে?' প্রশ্ন হওয়া উচিত কীভাবে দুই দেশের বৈধ জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করে একটি ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা যায়? এই প্রশ্নের উত্তর কোনো একক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের কাছে নেই। উত্তর রয়েছে রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্কের মধ্যে।

বাংলাদেশের জন্যও ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক গুরুত্বপূর্ণ। ভারতকে বাদ দিয়ে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনা করা যেমন বাস্তবসম্মত নয়, তেমনি ভারতকেন্দ্রিক পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করাও বাংলাদেশের জন্য সমীচীন নয়। বাংলাদেশের প্রয়োজন ভারসাম্যপূর্ণ, বহুমুখী ও জাতীয় স্বার্থভিত্তিক পররাষ্ট্রনীতি। ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্ব থাকবে, চীনের সঙ্গে সহযোগিতা থাকবে, যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের সঙ্গে অর্থনৈতিক ও কৌশলগত সম্পর্ক থাকবে, জাপান ও মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে অংশীদারিত্ব থাকবে এটাই একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বাভাবিক কূটনৈতিক পথ।

ভারতের জন্যও বাস্তবতা হলো, বাংলাদেশ এখন আর আগের রাজনৈতিক কাঠামোর বাংলাদেশ নয়। নতুন প্রজন্ম, নতুন রাজনৈতিক প্রত্যাশা এবং নতুন ভূরাজনৈতিক বাস্তবতা বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিকেও প্রভাবিত করবে। এই বাস্তবতাকে ভারত যত দ্রুত উপলব্ধি করবে, দুই দেশের সম্পর্কের জন্য ততই ভালো হবে।

বাংলাদেশ ও ভারতের সম্পর্কের ভবিষ্যৎ অতীতের রাজনৈতিক সমীকরণের পুনরাবৃত্তির ওপর নির্ভর করা উচিত নয়। শেখ হাসিনা বা কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের সঙ্গে ভারতের অতীত সম্পর্ককে ভবিষ্যৎ সম্পর্কের একমাত্র কাঠামো হিসেবে ধরে রাখার পরিবর্তে দুই দেশকে তাদের পরিবর্তিত বাস্তবতার সঙ্গে মানিয়ে নিতে হবে। বাংলাদেশের জন্য প্রয়োজন সার্বভৌমত্ব, জাতীয় স্বার্থ ও বহুমুখী পররাষ্ট্রনীতির ভিত্তিতে ভারতের সঙ্গে একটি ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক। ভারতের জন্য প্রয়োজন বাংলাদেশের পরিবর্তিত রাজনৈতিক বাস্তবতা ও জনগণের আকাঙ্ক্ষাকে উপলব্ধি করে নতুন সম্পর্কের ভিত্তি নির্মাণ করা।

আমার দৃষ্টিতে, বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক স্বাভাবিক করার প্রথম শর্ত হলো ভারতকে 'হাসিনা-কেন্দ্রিক বাংলাদেশ' ধারণা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। বাংলাদেশকে দেখতে হবে একটি স্বাধীন, সার্বভৌম এবং পরিবর্তনশীল রাষ্ট্র হিসেবে; তার জনগণের রাজনৈতিক বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের স্থায়ী ভিত্তি কোনো ব্যক্তি নন, কোনো রাজনৈতিক দলও নয়। স্থায়ী ভিত্তি হলো ভূগোল, জনগণ, তিন আকাঙ্ক্ষা ও জাতীয় স্বার্থকে সম্মান করতে হবে। পারস্পরিক স্বার্থ, সার্বভৌম সমতা এবং ভবিষ্যতের অভিন্ন সম্ভাবনা। তাই এখন সময় অতীতের 'হাসিনা কার্ড' নিয়ে রাজনীতি করার নয়; বরং সেই কার্ডের সীমাবদ্ধতা থেকে বেরিয়ে এসে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে একটি নতুন, বাস্তববাদী, ভারসাম্যপূর্ণ এবং জনগণকেন্দ্রিক সম্পর্ক গড়ে তোলার। ভারত যদি সত্যিই বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে চায়, তাহলে তাকে প্রথমেই বাংলাদেশকে হাসিনার বাইরে দেখতে শিখতে হবে।

লেখক: অধ্যাপক, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ এবং কনভেনর, সাদা দল, আর্থ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সংবর্ধনা ও মিলাদে ডুবে আছে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি

১ পৃষ্ঠার পর

অপর অংশে সাবেক সিনিয়র সহসভাপতি গিয়াস আহমেদ। তৃতীয় অংশটির নেতৃত্বে মিল্টন ভূঁইয়া।

১৯ বছর পর দলটি ক্ষমতায় ফিরে এসেছে। আসেনি যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির একক কমিটি। রহস্যজনক কারণে কেন্দ্রও তা নিয়ে মাথা ঘামাতে অনীহ। রাখছে আশ্বাসের মুলা ঝুলিয়ে। কিন্তু ক্ষমতার সুবাতাসে এখন বিভক্ত বিএনপির নেতাকর্মীদের কনস্যুলেট ও স্থায়ী মিশনে টাই স্যুট পড়ে মহড়া দিতে কসরতের কমতি নেই। ১৭ বছর দখলে রাখা আওয়ামী নেতাদের চেয়ারগুলোতে এখন বিএনপির নেতারা বসে থাকেন। এ যেন এক মিউজিক্যাল চেয়ার। ক্ষমতা যাদের, চেয়ার তাদের। আগে মিশন ও কনস্যুলেটের কর্মকর্তারা আওয়ামী নেতাদের অঙ্গুলি হেলনে চলতেন। এখন চলছেন বিএনপি নেতাদের কথায়।

যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি এখন দলকে দেখভালের চেয়ে সরকারি অফিসে দাওয়াত গ্রহণ ও সংবর্ধনা দিতে ব্যস্ত। গত ৬ মাসে ডজনেরও বেশি মন্ত্রী ও এমপি এসেছেন যুক্তরাষ্ট্রে। বিএনপি নেতারা এসব নেতাদের পেছনে পেছনে দৌড়াতে দৌড়াতে জুতা ক্ষয় করে ফেলছেন। প্রতিযোগিতায় নেমেছেন নেতাদের সংবর্ধনা দিতে। কে আগে দিবেন সে প্রতিযোগিতা। প্রবাসীমন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী যুক্তরাষ্ট্রে এসে ১২টি সংবর্ধনা গ্রহণ করেছেন। যে সব মন্ত্রীরা সংবর্ধনা নেননি তাদের হোটেলে গিয়ে নেতারা তোষামোদি করেছেন। করেছেন সৌজন্য সাক্ষাৎ ও মতবিনিময়। বাংলাদেশ থেকে আগত এসব মন্ত্রী ও এমপিদের তালিকায় রয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান, স্থানীয় সরকার মন্ত্রী সালাহউদ্দীন আহমেদ, প্রবাসী কল্যাণমন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী, বাণিজ্যমন্ত্রী খোন্দকার আব্দুল মুক্তাদির, যোগাযোগমন্ত্রী শেখ রবিউল আলম, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এনি, পররাষ্ট্র উপদেষ্টা হুমায়ুন কবির, পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী জুনায়েদ সাকী, প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা রাশেদ তিতুমীর, শামা আকতার এমপি ও ফখরুল ইসলাম এমপি।

যুক্তরাষ্ট্রে ১ লাখ ৭৫ হাজার ভিসা বাতিল

৬২ পৃষ্ঠার পর

এ ছাড়া উত্তর আফ্রিকায় অবস্থিত একটি মার্কিন দূতাবাস যুক্তরাষ্ট্রে সন্তান জন্ম দেওয়ার উদ্দেশ্যে যাওয়া ১০০টির বেশি দম্পতির ভিসা বাতিল করেছে। অভিযোগ, এসব দম্পতি সন্তানের জন্মের মাধ্যমে মার্কিন নাগরিকত্ব পাওয়ার উদ্দেশ্যে দেশটিতে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন। বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, গত বছর জনপ্রিয় রক্ষণশীল অধিকারকর্মী চার্লি কার্ক হত্যার ঘটনায় উচ্ছ্বাস প্রকাশ করা কিছু বিদেশি নাগরিকের ভিসাও বাতিল করা হয়েছে।

মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর বলেছে, যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা বা জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি হিসেবে বিবেচিত বিদেশি নাগরিকদের শনাক্ত ও তাঁদের কর্মকাণ্ডের তদন্ত অব্যাহত রাখবে ট্রাম্প প্রশাসন। দপ্তরের ভাষ্য, 'যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা একটি সুযোগ, অধিকার নয়।' এই সুযোগের অপব্যবহারকারীদের ভিসা বাতিল করতে বিদ্যমান সব ধরনের ক্ষমতা ব্যবহার করা হবে।

এর আগে গত জানুয়ারিতে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর জানিয়েছিল, তারা এক লাখের বেশি ভিসা বাতিল করেছে। সে সময় সেটিকে রেকর্ডসংখ্যক ভিসা বাতিলের ঘটনা বলা হয়েছিল। এদিকে ভিসা দেওয়ার ক্ষেত্রেও ট্রাম্প প্রশাসন কঠোর নীতি গ্রহণ করেছে। আবেদনকারীদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম যাচাই আরও জোরদার করা হয়েছে এবং যাচাই-বাছাইয়ের পরিধিও বাড়ানো হয়েছে।

TUITION FREE TAX SCHOOL*

লিবার্টি ট্যাক্স স্কুল

BECOME A TAX PROFESSIONAL

Complete our Income Tax Course

and Join America's Fastest Growing Tax Preparation Company for the Upcoming Tax Season.

The Tuition Fee is Free but the cost of books and materials varies on Schedule & Location

• Day and Evening Classes are available for your convenience.

PLEASE CONTACT : (718) 297-3500

147-20 Hillside Ave, 2nd Floor, Jamaica NY 11435

Email: libertytaxschool101@gmail.com

(আল আকসা রেস্টুরেন্টের উল্টো দিকে)

(One Block East From Sutphin Blvd on the corner of Hillside Ave Train Station, Close by F & E Train)

পায়ের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Bangladeshi Foot Specialist

Dr. Sadi Alam

পায়ের কোন সমস্যায় ভুগছেন ?

নিউইয়র্কে বাংলাদেশী চিকিৎসকের পরামর্শ নিন

ডায়াবেটিক রোগীদের ইন্স্যুরেন্সের মাধ্যমে ডায়াবেটিক জুতা দেওয়া হয়।

We Accept Wellcare, Fidelis, Medicare, Metroplus, Healthfirst and other private insurances.

Our Office Locations

01 16605 Highland Ave, Suite L-1, Jamaica, NY 11432
02 264-02 Hillside Ave, Floral Park, NY 11004
03 486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218
04 7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372
05 7721 101th Ave, Ozone Park, NY 11416
06 1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

Phone: 347-509-4470, Fax: (646) 845-1861

আজই আপনার ডাক্তারকে রেফারেলের জন্য জিজ্ঞাসা করুন।

Call for Appointment

ESTD 2017

Tribune Training Academy

Workplace Safety Training School

40-38 75th Street,
Jackson Heights, NY 11373
(718) 790-2664
tribunest@gmail.com
www.tribunest.com

40-HR OSHA/SST: $400

Tribune Training Academy is an outstanding institution with a proven track record of excellence that has made it a top player in the field of safety and technical training. Based in New York City, our esteemed organization has continuously set the standard for quality education through our unwavering commitment to providing the very best in certification training. Below are a list of some of the courses we offer:

- 30 Hour OSHA Training
- 40 Hour OSHA/SST
- 62 Hour Supervisor SST
- 4,16 & 32 Hour Scaffold
- 8-Hour EPA Lead Renovator
- NYS Security Guard License
- Fire Guard/FSD Training
- Work-zone Flagger
- Forklift/Scissor Lift Operator
- Defensive Driving Course

40-HR OSHA/SST: $400 (LIMITED TIME OFFER)

Get your 40-Hour OSHA/SST Training for only $400. This is a limited time offer only and this rate will not be honored once this promotional rate ends.

আমেরিকা তথা নিউইয়র্ক এ একটি গর্বিত বাড়ির মালিক হতে চান?

আমরা স্বাচ্ছন্দ্য মুল্যে বাড়ি ক্রয় বিক্রয়ে নিশ্চয়তা দিয়ে থাকি।

REALTOR MLS EQUAL HOUSING LENDER

KAZI N JALAL
Licensed Sale Agent

ARA REALTY SERVICES INC

A full Service Real Estate Brokerage of Professional Company

158-10 84th DriveJamaica, NY 11432
Email: realtornykazi@gmail.com
Office: 917-417-6766
Cell: 516-439-0156

CHAUDRI CPA P.C.

FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING

Sarwar Chaudri, CPA, MBA

ট্যাক্স একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়
অহেতুক ঝামেলা এড়াতে
অভিজ্ঞ সিপিএ'র তত্ত্বাবধানে
ট্যাক্স ফাইলিং করুন

ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
অডিট, ফাইন্যানশিয়াল স্টেটমেন্ট, বুককিপিং
অ-লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা, লাইসেন্স ও পে-রোল
আইআরএস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

Individual and Business Tax
Audit, Financial Statement
Bookkeeping, Non-Profit
Business Setup, Licensing & Payroll
Specialized in IRS &
NYS Tax problem resolution

tax refund

Finance, Accounting, Tax Filing, Audit & Consulting
(Business & Not for Profit)

JACKSON HEIGHT OFFICE:
74-09 37th Ave, Bruson Building, Suite # 203
Jackson Height, NY 11372, Tel: 718-429-0011
Fax: 718-865-0874, Cell: 347-415-4546
E-mail: chaudricpa@gmail.com

BRONX OFFICE:
1595 Westchester Avenue
Bronx, NY 10472
Cell: 347-415-4546 / 347-771-5041
E-mail: chaudricpa@gmail.com

জব জব হেল্প জব

Job Help Application Processing Service

917-500-3937

OUR SERVICES

- পোষ্টাল জব
- ফেডারেল জব
- স্টেট জব
- এম. টি. এ জব
- সিটি জব
- রেজুমী তৈরী
- কভার লেটার
- সিটিজেনশিপ এপ্লিকেশন প্রসেসিং
- নিউ পাসপোর্ট/রিন্যুয়েল
- ডুয়েল সিটিজেনশিপ
- ফুড স্ট্যাম্প
- ডিজএবিলিটি (SSI)
- সোশ্যাল সিকিউরিটি (SS)
- রিটারম্যান্ট বেনিফিট

Md. Ali
B.Sc. LLB
Chittagong University
Retired Govt. Officer
Bangladesh

148-45, Hillside Ave, 2nd Fl, Suite 204
Jamaica, NY 11435

Phone/Fax: 917-200-6160

আমাদের প্রতিশ্রুতি – নিরাপত্তা, নিশ্চয়তা ও সাশ্রয়ী মূল্যের ইন্স্যুরেন্স সেবা প্রদান করা

EnR Insurance BroKerage

একটি বিশ্বস্ত এবং অভিজ্ঞ বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান

4122 75th Street
Elmhurst, NY 11373
(718) 310-0413

আমাদের ইন্স্যুরেন্স সেবাসমূহঃ

হোম ইন্স্যুরেন্স
- Home/ Co-op/ Condo/Renters
- High Value Home
- Vacant Property/ Land
- Builders Risk

Home Business
Masjid, Church & Temple
Umbrella Insurance & More

কমার্শিয়াল ইন্স্যুরেন্স
- Commercial Property
- Commercial Package Policy
- Business Owners Policy
- Disability Insurance
- Workers' Compensation
- Professional Liability
- Construction Insurance
- One Day Event

আমরা মেডিকেয়ার ইন্স্যুরেন্স সেবাও দিয়ে থাকি
Providers: HealthFirst, VNS, United, WellCare, Aetna, Fidelis Care

Home Insurance Carriers
DB Insurance, Hyundai, Liberty Mutual, Otsego Mutual, Travelers, Associated Mutual, Sterling, Kingstone, Security Mutual & More.

Mohammed Tohin, Broker
info@enrinsurance.com
Fax: (718) 650-2245
www.enrinsurance.com

LIBERTY REAL ESTATE SCHOOL

NYS Approved Real Estate School

রিয়েলএস্টেটের লাইসেন্স করুন বছরে লক্ষ ডলার আয় করুন

বিস্তারিত তথ্য এবং ক্লাসের সময় সুচি জানতে কল করুন **+1 (929) 393-8620**

- SALESPERSON COURSE : 75 HOURS
- CONTINUING EDUCATION : 22.5 HOURS
- BROKER COURSE : 45 HOURS

YOU LEARN :

The easiest way to buy and sell a home
Learn for Being a professional Realtor or for knowledge
Buying and selling a home as an investment
The market price of house goes up and down
Buy for profit, sell for profit (fix-flip)
What to do to buy your own house
Rules of buying and selling properties
Different types of mortgage loans

Jackson Heights Office: 37-22 73rd Street, Suite 2A
Jamaica Office: 167-16 Hillside Avenue
917 781 0647, 929 399 9352
libertyrealestateschool@gmail.com

TOUR Packages

১ দিনের ট্যুর (নিউইয়র্ক থেকে)

বস্টন ভ্রমণ	$ ১১৯
আমেরিকান ড্রিম মল	$ ৩০
ওয়াশিংটন ডিসি	$ ১০৯
ফিলাডেলফিয়া (চেরি ব্লসম)	$ ১০৯
লেগোল্যান্ড, নিউইয়র্ক	$ ১৪৮
চুয়াং ইয়েন মনাস্ট্রি ও মহাযান টেম্পল	$ ৭৮
ফল সংগ্রহ ও হ্যাপি ফার্ম	$ ৬৮
ড্রিম থার্ণ (সুইস টাউন, পেনসিলভেনিয়া)	$ ৮৮
লিউইন ফার্মস, ন্যাভেন্ডারস বাই দ্য বে ও ট্যাঙ্গার আউটলেটস	$ ৬০
শ্রী স্বামিনারায়ণ মন্দির (রবিনসভিল) ও লংউড পার্ডেন্স	$ ৬৮
লং আইল্যান্ড গেম ফার্ম, শিশুদের চিড়িয়াখানা, ভ্যান্ডারবিল্ট মিউজিয়াম ও প্ল্যানেটেরিয়াম	$ ৬৮

২ দিনের ট্যুর

ফিলাডেলফিয়া+ওয়াশিংটন ডিসি	$ ২৪৮
কেপ মে	$ ৩৪৮
স্টারপেজিং ট্যুর	$ ৩৪৮
নিউ হেভেন+রোড আইল্যান্ড+বস্টন	$ ২৫৮
নায়াগ্রা+ওয়াটকিন্স গ্লেন+ফিঙ্গার লেক	$ ১৮৮
অ্যালিস টাউন ও মার্থাস ভিনইয়ার্ড	$ ৩৩৮
থাউজ্যান্ড আইল্যান্ডস+কর্নেল ইউনিভার্সিটি+ওয়াইনারি	$ ২৮৮
শ্রী স্বামিনারায়ণ মন্দির+আমিশ ফার্ম+হার্শিস চকলেট ওয়ার্ল্ড	$ ৩১৮
ওয়াশিংটন ডিসি (চেরি ব্লসম)+স্মিথসোনিয়ান+ওল্ড টাউন আলেকজান্দ্রিয়া	$ ১৯৮

৩ দিনের ট্যুর

নায়াগ্রা ফলস+বস্টন	$ ৩২৮
নায়াগ্রা ফলস+থাউজ্যান্ড আইল্যান্ডস	$ ৪২৮
ওয়াশিংটন ডিসি+নায়াগ্রা ফলস	$ ২৮৮
নায়াগ্রা ফলস+টরেন্টো+থাউজ্যান্ড আইল্যান্ডস	$ ৪৬৮
বস্টন+পোর্টল্যান্ড+আকাডিয়া ন্যাশনাল পার্ক	$ ৪৯৮

বুকিং ও তথ্যের জন্য আজই যোগাযোগ করুনঃ

ট্যুরস্ এন্ড ফান

136-21 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11418
917-378-4921, 929-928-5001
info@toursandfun.com | www.toursandfun.com

আমরা মেক্সিকো, দক্ষিন আমেরিকা, ইউরোপ এবং এশিয়াতেও ট্যুর প্যাকেজের ব্যবস্থা করি।

আরামদায়ক পরিবহন • অভিজ্ঞ গাইড • পরিবার ও গ্রুপের জন্য বিশেষ ছাড়!

দ্যা জেমিনি ইউএসএ'র
১১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে
11তম
জেমিনি
অ্যাওয়ার্ড
২০২৬
২২ আগস্ট
২০২৬
সন্ধ্যা
৬টা
তাজ মহল
রেস্টুরেন্ট এন্ড পার্টি হল
১৪৪-০১ হিলসাইড এভিনিউ,
জ্যামাইকা, এনওয়াই ১১৪৩৫
আয়োজনে
বেলাল আহমেদ
এডিটর
দ্যা জেমিনি ইউএসএ
আপনার উৎসর্গ ও নেতৃত্বের জন্য
আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা

আয়কর ICOR TAX & CONSULTING

MAXIMIZE YOUR REFUND
CLAIM EVERY CREDIT & DEDUCTION YOU DESERVE

Tax Prep & Consulting Services for Individuals & Businesses

Our Services

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

- Individual Tax Preparation (Form W-2, 1098, 1099 ...)
- Business Tax Preparation (Corporation, LLC, Partnership, Not-for-Profit ...)
- Self-Employed Tax Preparation (Uber, Lyft, Taxi ...)
- Amended Tax Preparation
- Sales Tax Preparation
- Tax Planning & Consulting
- Year-Round Support
  Notary, Immigration, RAPID DIVORCE, Insurance ~7702 Plan, Copy, Scan, Print, E-mail...
- BUSINESS SETUP LLC, INC., Not-for-Profit, Nonprofit...

Notary Public

You Can Trust Us for Accurate, Reliable, and Professional Tax Filing.

30 MINUTES NO OBLIGATION FREE CONSULTATION

Md Mukhter Hossain, CEO
Financial Service Consultant
347-266-3376, 646-651-0945

Nadira Hossain, MA
Tax Assistant
646-651-2787

ICOR Multi Services Inc.
icormultis@gmail.com
7226 Roosevelt Ave, Suite - 201, Jackson Heights, NY 11372

আয়কর ICOR TAX & CONSULTING

PAY LESS TAXES
PROVEN TAX STRATEGIES

The IRS won't tell you which CREDITS & DEDUCTIONS you are missing—but I WILL.

Small Business Owners, Rental Property Owners, Self-Employed Individuals, and Investors...
Discover what you have been overlooking ...

Customize Tax Planning Can Maximize Your Tax Savings

Tax-Advantaged Accounts are Dedicated Savings Vehicles—Specially Designed to Give You and Your Family Extra Tax Benefits in Exchange for Saving Money for Specific Goals- Like: Retirement, Education, Wealth Creation, Financial Security ...

- Retirement Plans - 401(k), IRA, Roth IRA ...
- Education plans - 529 Plan, Coverdell ESA, UGMA/UTMA ...
- Health Savings Account - HSA
- Flexible Savings Account - FSA
- Achieving a Better Life Experience Account - ABLE
- Tax-efficient investment - ETFs, Index Funds ...
- Tax-advantaged investment - Municipal Bond, Treasury Bond ...

INSURANCE LIFE HEALTH DISABILITY

Income Continuation Plan ~7702 Plan – Permanent Life Insurance is a Hybrid Financial Tool / Unique Blend of Financial Protection for you & your business, assets and family / Tax Exempt Financial Asset: MULTI-PURPOSE FUND for you to access for any reason without penalty & taxes - Emergencies, Education, Retirement, Opportunities ... while FINANCIAL SECURITY & TAX-FREE INCOME for your family and loved ones.
Estate Planning : can be used to Equalize Inheritances or Provide Funds For Estate Taxes...

I am a Professional Financial Coach, Tax Advisor, and Licensed Insurance Broker
I am happy to assist you with your Financial Planning, Tax Planning, Budgeting, Debt Management, and Insurance Needs

Md Mukhter Hossain, CEO
Financial Service Consultant

ICOR Multi Services Inc.
7226 Roosevelt Ave, Suite - 201, Jackson Heights, NY 11372
347-266-3376, 646-651-0945 icormultis@gmail.com

HP
HAVEN POINT
HOME CARE INC.
A Home Health Care Consultant

PCA HOME CARE SERVICE
আমরা সর্বোচ্চ রেট পেতে সহযোগিতা করছি

আপনি কি PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদানে সহায়তাসহ হোম কেয়ার সংক্রান্ত সকল প্রকার সহযোগিতা করে থাকি।

ডে কেয়ারের
সেবা নিলে পাচ্ছেন
সর্বোচ্চ সুযোগ সুবিধা

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন:
470 447 8625
917 519 1151

ডে কেয়ার ও হোম কেয়ার সেবা নিতে আজই যোগাযোগ করুন

1088 Liberty Ave. Brooklyn, NY 11208

First Time in NY
COMMUNITY CONNECT
Scan to Register
Tuesday June 17th, 2025
5.00 PM - 7.30 PM
150 State Street 4 FL
Albany 12207 NY
Speakers
The Next Bangladesh:
Powered by its Global Citizens (NRBs)
Quazi M. Ahmed
LLB, MBA (IBA), MA (Japan), IMP (NYU, USA), CISS (Norway)
Global Leadership Trainer & Coach
Founder & President, BOND
CEO, Global Center of Excellence, LLC
Cybersecurity Awarness:
Protecting Ourselves and Our Community
Mahbub Rahman
IT Professional & Career Coach
Founder & CEO at Sustain Secure and The Triple Zero LLC
Refreshments will be served
Hosted by
MAJESTIC TOUCH
Organizing Partners
BOND
SUSTAIN SECURE
QUAZI consultants
GLOBAL
EAGLES BOOST
triplezero
CXO GLOBAL ALLIANCE
America TECH

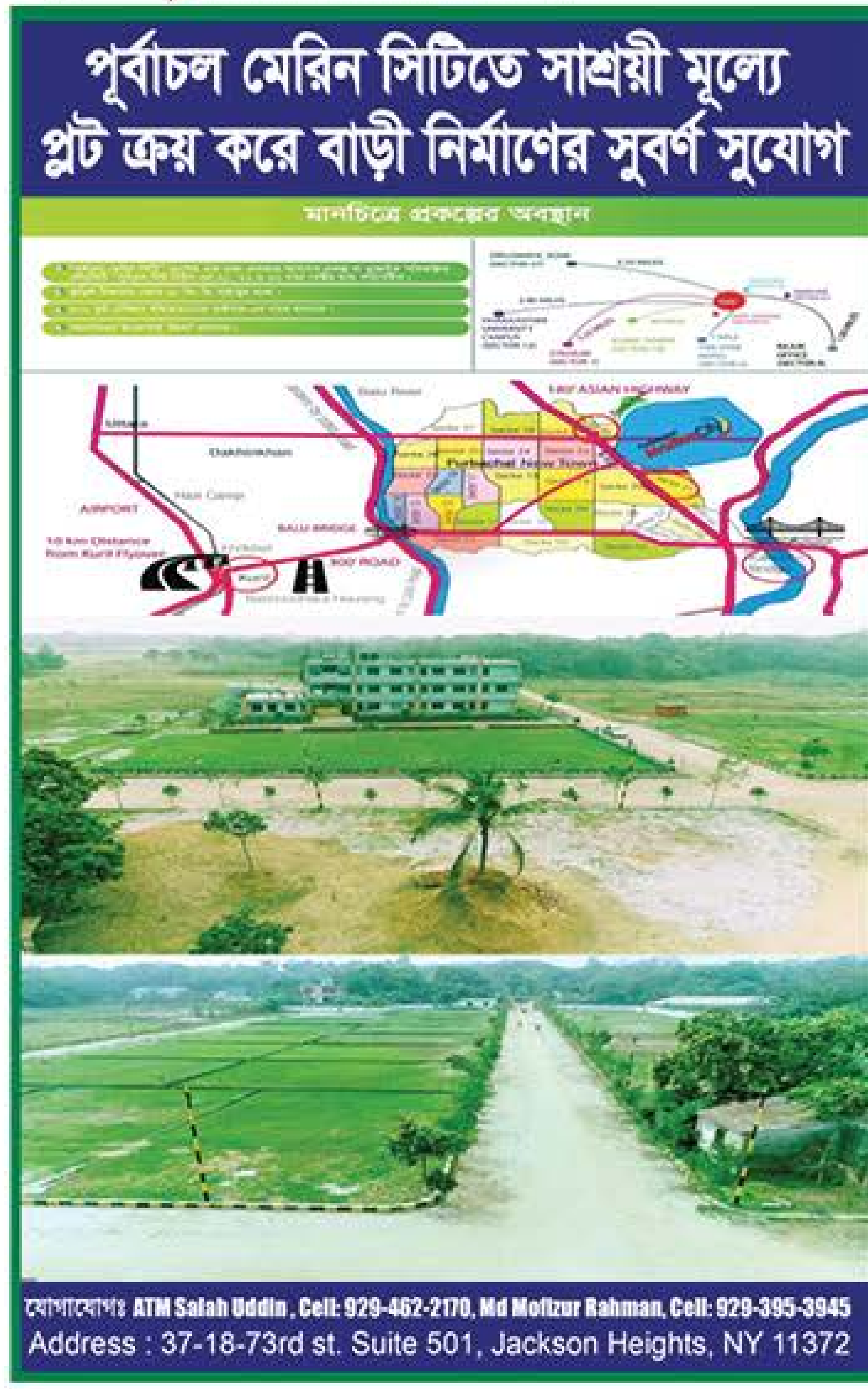
পূর্বাচল মেরিন সিটিতে সাশ্রয়ী মূল্যে
প্লট ক্রয় করে বাড়ী নির্মাণের সুবর্ণ সুযোগ
মানচিত্রে প্রকল্পের অবস্থান
যোগাযোগঃ ATM Salah Uddin, Cell: 929-462-2170, Md Mofizur Rahman, Cell: 929-395-3945
Address : 37-18-73rd st. Suite 501, Jackson Heights, NY 11372

PEOPLE N TECH
A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005
EARN 100K TO 200K PER YEAR
• Selenium Automation Testing
• SQL Server Database Administration
• Business Analyst
PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.
Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu
Washington University of Science and Technology
Authorized Employment Agency by:
NYC Consumer and Worker Protection
Certified Training Institute by:
If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:
info@piit.us 1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448) www.piit.us

UB
US BANGLA TAX & MULTISERVICES INC.
US BANGLA TECHNOLOGY & SUPPLIES INC.
US BANGLA DEVELOPER & PROPERTY INC.
Chandan Gupta
President
347-239-3408
Mostafezur Rahman
Vice President
646-361-0250
Authorized e-file Provider
One Stop Services
37-47 73rd Street, Suite #217
Jackson Heights, NY-11372
Tel :718-255-6783
Fax:718-255-6783
usbanglagroup@yahoo.com
Services : Individual & Business Tax Services, Immigration Services, Loan Modification, Real Estate Property Investment.

আপনার স্বপ্নের বাড়ীটি বেছে নিন
Dream Cottage Realty Inc
আমরাই আপনার এটর্নি, প্রি-অ্যাপ্রুভড
লোন সহ সকল ব্যাবস্থা করে থাকি।
শত ভাগ গ্যারান্টি
সবচেয়ে কম রেটের মর্টগেজে
সহযোগীতা প্রদান করা হয়
Fazle Shohag Khan
Licensed Real Estate Sales
Cell: 1-917 770 1341
Office: 1-516 800 5160
e-mail: shohag.khan@hotmail.com

Video & Photo
PRODUCTION SERVICES

DFC tv
DREAM FRAME CREATIVE

- Brand Videos
- Event Coverage
- Product Demos
- Corporate Videos
- Video Editing

সোশ্যাল মিডিয়ার জন্য কনটেন্ট দরকার? আমাদের হাতে তৈরি করুন ফাস্ট ও স্মার্টলি!

আমাদের সেবাসমূহ:
ইভেন্ট ফিল্মিং (বিয়ে, গায়ে হলুদ, জন্মদিন)
কর্পোরেট ও প্রোমোশনাল ভিডিও
সোশ্যাল মিডিয়া ও ইউটিউব কনটেন্ট
লাইভস্ট্রিমিং (Facebook, YouTube)
ডকুমেন্টারি

ইভেন্ট কভারেজ থেকে কর্পোরেট ভিডিও —সবকিছু এক ছাতার নিচে!

Phone
(646) 457-6732
(929) 498-0979
Website
www.dfcreative.org
Location
Jamaica, NY 11432

We Speak বাংলা, English, हिन्दी العربية

ALAM MEDICAL

লং আইল্যান্ডে ডিয়ার পার্কে
আপনার পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা এখন হাতের নাগালে।

Dr. Rehana Alam
DO, DPM
Board certified family medicine physician

আমাদের সেবাসমূহ :

- হেলথ চেকআপ।
- দীর্ঘস্থায়ী (ক্রনিক) রোগ নির্ণয় ও ব্যবস্থাপনা (ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ ও অন্যান্য)।
- রোগ প্রতিষেধক টিকা প্রদান।
- শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্যসেবা।
- নারীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও সেবা, যার মধ্যে রয়েছে জরায়ুর ক্যান্সার নির্ণয়ের জন্য প্যাপ স্মিয়ার, গর্ভধারণ পরামর্শ ও মেনোপজ ব্যবস্থাপনা সহায়তা।

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

Contact us 631-778-4048 1755 Deer Park Ave, Deer Park, NY 11729
www.alammedical.com

WIN ZONE REALTY INC.
Licensed Real Estate Broker
Win Zone Realty Inc.

Specialist on Residential & Commercial, Bank Own Properties, Short Sale, REO and Loan Modification.
Hard Money Loan Available.

রিয়েল স্টেট লাইসেন্স প্রাপ্ত আমেরিকাতে বাড়ি বেচা-কেনা ও লোন সংক্রান্ত বিষয়ে বহু বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বিশিষ্ট রিয়েল্টর

Somnath Ghosh (SAM)
Licensed Real Estate Agent
Tel: (Direct)
646-597-1760

Office : 81-15 Queens Blvd
2nd FL, Elmhurst, NY 11373
Tel: 718-899-7000
Fax: 516-407-5615
Email:sstreamline@ gmail.com

মর্টগেজ নিয়ে আপনি কি বাড়ী কিনতে চান?
Low Income, No Problem

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS CORP.

Direct Lender
আমরা ফ্রি পরামর্শ দিয়ে থাকি

★ ট্যাক্সী ক্যাব এবং বিজনেস ওনারদের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম
★ এক বছরের ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) দিয়ে বাড়ী কিনতে পারেন মাত্র ৫% ডাউন পেমেন্ট

646-920-4799

আপনাদের সেবাই আমাদের লক্ষ্য

- ব্যক্তিগত পরামর্শ
- ইন্টারেষ্ট রেট কম
- ইনভেষ্টমেন্ট
- ফ্রি এপ্রোভাল
- ফাষ্ট ক্লোজিং
- দ্রুত এবং বিশ্বস্ত

139-27 Queens Blvd, Jamaica, NY 11435
Akib Hussain

Empire Care Agency
LHCSA Licensed Home Health Care
PCA / HHA SERVICE
WHY CHOOSE US?
We Pay The Highest Rate
Our Experienced Nurse Will Advocate for your more Hours
হোম কেয়ার সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন
আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট দিয়ে থাকি
OUR SERVICES
Skilled Nursing
Home Health Aides
Medicaiton Remindrs
Meal Preparation
Personal Care
Light Housekeeping
$23
Per Hour Giver to
PCA & HHA
Care Giver
WE SPEAK BANGLA, HINDI, URDU, PUNJABI, SPANISH
NURUL AZIM
CEO
516-451-3748
119-40 Metropolitan Ave
Suite 101C, Kew Gardens
NY 11415
516-900-7860
Fax: 212-381-0649
Empirehcam@gmail.com

DUO NEST
REAL ESTATE TUTORING CENTER
ঈদ উপলক্ষে
10%
DISCOUNT
নিউ ইয়র্কে আপনার রিয়েল এস্টেট ক্যারিয়ার শুরু করুন
কোন অভিজ্ঞতার প্রয়োজন নেই!
DUO NEST REAL ESTATE TUTORING- এ, আমরা আপনার লাইসেন্স পাওয়ার প্রক্রিয়া সহজ এবং ঝামেলামুক্ত করে তুলি
কেন রিয়েল এস্টেট লাইসেন্স নেবেন?
দ্রুত একটি নির্ভরযোগ্য আয় উপার্জন করুন।
নিউ ইয়র্কের ক্রমবর্ধমান রিয়েল এস্টেট বাজারে একটি সম্মানিত ক্যারিয়ার তৈরি করুন।
স্বাধীনভাবে বা নেতৃস্থানীয় রিয়েল এস্টেট সংস্থাগুলির সাথে কাজ করুন।
ধাপে ধাপে আর্থিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করুন।
আপনার সাফল্যের মাধ্যমে আপনার পরিবারকে গর্বিত করুন।
শক্তিশালী ইংরেজি দক্ষতা নেই? কাজের অভিজ্ঞতা নেই?
কোন চিন্তা নেই আমরা আপনাকে প্রতিটি ধাপে গাইড করার জন্য এখানে আছি।
আমাদের সুযোগ ও সুবিধা
এককালীন পেমেন্ট, কোন এক্সট্রা ফি নেই।
আপনি পাশ করে লাইসেন্স পাওয়া না পর্যন্ত অগণিত ক্লাস।
দ্রুত শেখার জন্য ব্যক্তিগত ১-অন-১ কোচিং
পরীক্ষায় আত্মবিশ্বাস বাড়াতে প্র্যাকটিস এক্সাম
সময় অনুযায়ী অনলাইন বা সরাসরি ক্লাস আপনার সুবিধামতো সময়ে
পরিষ্কার, সহজবোধ্য ইংরেজি ব্যাখ্যা
রিয়েল এস্টেট সম্পর্কিত শব্দ ও নিয়মাবলী সহজ বাংলায় ব্যাখ্যা
Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903
CALL US TODAY TO START
YOUR REAL ESTATE CAREER
929-414-7746
929-608-6206
646-508-2434
duonest03@gmail.com
169-24 Hillside Ave, FL 2
Jamaica, NY 11432
www.duonest.us

বাংলাদেশিদের নেতৃত্বে সাউথ এশিয়ান ইউনিটি প্যারেড অনুষ্ঠিত

৬৪ পৃষ্ঠার পর

ঐক্য, সম্প্রীতি ও শক্তিকে বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরতে পারছি। আজকের প্যারেড ইতিহাসের অংশ হয়ে থাকবে। প্রতিবছরই বাংলাদেশিদের নেতৃত্বে সাউথ এশিয়ান এই প্যারেড অনুষ্ঠিত হবে।

এতে অংশগ্রহণকারি বিভিন্ন সংগঠনের মধ্যে ছিল ওয়ার্ল্ড হিউম্যানিটি সার্ভিস, ইয়ুথ ফর দ্য ইয়ুথ, কুষ্টিয়া জেলা সমিতি, বগুড়া সোসাইটি ইউএসএ, প্রবাসী সিরাজগঞ্জ জেলা সমিতি, চিটাগাং এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা, বাংলাদেশ আমেরিকান সোসাইটি, প্রবাসী মতলব সমিতি, গীরিজা প্রাসাদ কৈরালা ফাউন্ডেশন, চট্টগ্রাম এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা, অগ্নিবীণা সঙ্গীত নিকেতন, বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন, পুলিশ ব্যান্ড, এনওয়াইপিডি দেশী, এনওয়াই নাইবার বিজনেস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি লায়ন্স ক্লাব, নবাবগঞ্জ এসোসিয়েশন এবং জেরা রেস্টুরেন্ট। নতুন প্রজন্মের প্রতিনিধি 'ফাউন্ডেশন ফর বেটার ওয়ার্ল্ড'র পরিচালক ফারহান আব্দুর রহমানের নেতৃত্বে অর্ধ শতাধিক তরুণ-তরুণীর অংশগ্রহণ ছিল প্যারেডের অন্যতম আকর্ষণ। আমেরিকায় জন্মগ্রহণকারিরা এই প্যারেডে ধ্বনিত করেন বাংলাদেশ আর বাঙালির জয়গান। এছাড়া শিশু-কিশোরেরা প্যারেডের প্রাক্কালে নানা ধরনের চিত্রাঙ্কনে ব্যস্ত ছিল। আবার কেউ কেউ ছিল হাত-পায়ে মেহেদী রাঙানোতে। অর্থাৎ আয়োজনে এক ধরনের শৈল্পিক উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়।

এতে কমিউনিটির উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, কুইন্স ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ এটর্নি মঈন চৌধুরী, সোসাইটির সাধারন সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, সহসভাপতি কামরুজ্জামান কামরুল, ট্রাস্টিবোর্ড সদস্য আবদুল হাসিব, আজহারুল হক মিলন, নাঈম টুটুল, কমিউনিটি লিডার ও প্যারেডের চীফ কো অর্ডিনেটর শাহ শহিদুল হক, নিউইয়র্ক স্টেট এসেমব্লিম্যান স্টিফেন রাগা, কুইন্স ডেমোক্রেটিক পার্টির ডিস্ট্রিক্ট লিডার ড. দীলিপ না কমিউনিটি লিডার নুরুল আজিম, আজহারুল ইসলাম, লায়ন মতিউর রহমান, জাহাঙ্গীর আলম জয়, অলিউল ইসলাম বাদল, আমিন মেহেদি, নুরুজ্জামান সরদার, মিয়া মোহাম্মদ দুলাল, প্যারেড কমিটির মেম্বার সেক্রেটারি মোহাম্মদ আলম , নওশেদ হায়দার, মাকসুদুল এইচ চৌধুরী, মামুন সিরাজী, ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল খালেক, আলম নবী, অলিক রাজ, আবু বকর সিদ্দিকী, রেজোয়ানা রাজ্জাক সেতু, মূলধারার রাজনীতিক হায়রাম মনসেরাত নাফিস মিয়া, মহবুজ্জামান চৌধুরী ও অভিনেত্রী সাবাহ কবির। অনুষ্ঠান উপস্থাপনায় ছিলেন শারমিন সিরাজ সোনিয়া।

সাইবার লায়ন্স ক্লাবের রক্তদান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত

৬৪ পৃষ্ঠার পর

কাউন্সিলর ও ডিস্ট্রিক্ট ২০-আর ২ এর ফার্স্ট ভাইস ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর লায়ন শাহ নেওয়াজ, পিএমজেএফ। মানবিক এই কর্মসূচিতে ডিস্ট্রিক্ট ২০-আর ২ এর পাস্ট ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর লায়ন মেদানি সি এবং লায়ন আমাদো সি ও নিউইয়র্ক বাংলাদেশী আমেরিকান লায়ন্স ক্লাবের পাস্ট প্রেসিডেন্ট লায়ন মোহাম্মদ নাসীল, ব্রুকলিন লায়ন্স ক্লাবের প্রেসিডেন্ট লায়ন মোঃ সাইফুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন। আরো উপস্থিত ছিলেন নিউইয়র্ক বাংলাদেশী আমেরিকান লায়ন্স ক্লাব এর প্রেসিডেন্ট লায়ন জেএফএম রাসেল, সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার রানো নেওয়াজ, এমজেএফ ও সেক্রেটারি লায়ন মামুন রানা তপন, ফার্স্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট লায়ন মশিউর রহমান মজুমদার, সাবেক সাধারন সম্পাদক হাসান জিলানী, ট্রেজারার লায়ন এএনএম মহিবুদ্দিন পিন্টো, ডিরেক্টর লায়ন মোঃ মফিজ। আপস্টেট ক্যাপিটাল রিজিওন লায়ন্স ক্লাবের পক্ষে যোগদান করেন লায়ন নাসিমা।

এই রক্তদান কর্মসূচির চেয়ারম্যান ছিলেন লায়ন রানো আমেনা নেওয়াজ, এমজেএফ, কনভেনার লায়ন বদরুদ্দোজা সাগর ও মেম্বার সেক্রেটারি লায়ন মোস্তফা অনিক রাজ ও জেন্ট লায়ন সেরাজুল সালেহীন। সার্বিক তত্ত্বাবধানে লায়ন মোহাম্মদ হাসান জিলানী ও নিউইয়র্ক সাইবার বিজনেস এন্ড ইন্ডাস্ট্রি লায়ন্স ক্লাবের প্রেসিডেন্ট লায়ন আহসান হাবিব, পিএমজেএফ। সাইবার বিজনেস ক্লাবের সদস্যদের মধ্যে লায়ন মোঃ সাইদুর রহমান, লায়ন দাওয়া টিসেরিং, লায়ন ডাঃ নার্গিস রহমান, লায়ন রাসেল ভূঁইয়া, লায়ন আক্তিরিদি, লায়ন হাবিবুল বাহার চৌধুরী, লায়ন মুহাম্মদ শাফি, লায়ন নিজার রহমান, লায়ন ইঞ্জি: মুহাম্মাদ খালেক, লায়ন দুলাল সেন্টু, লায়ন আহমেদ মেশা, লায়ন মুহাম্মদ কাশেম, লায়ন আফরোজা, লায়ন জাহানারা সাকি, লায়ন নাফিসা চৌধুরী, লায়ন জসিম মৃধা, লায়ন মোঃ সোহেল হাওলাদার, লায়ন মনোয়ারুল ইসলাম ও লায়ন আফরোজা ইসলাম। সফল এই রক্ত দান কর্মসূচিতে ৩০ ব্যাগ রক্ত সংগৃহিত হয়।

বগুড়া সোসাইটির ভুলকাভাত উৎযাপন

আজকাল রিপোর্ট

উৎসবমুখর আয়োজনে বগুড়া সোসাইটি ইউএসএ'র বার্ষিক ২৩তম "ভুলকা ভাত" ২০২৬ অনুষ্ঠিত হয়েছে গত ২ আগস্ট রবিবার। ওয়েস্টচেস্টার গ্লেন আইল্যান্ড পার্কে একটি মনোরম পরিবেশে অসংখ্য বগুড়াবাসী সহ প্রবাসের বিভিন্ন পেশাজীবী ব্যবসায়ী এবং কমিউনিটির বিভিন্ন শ্রেণীর নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। বগুড়া সোসাইটির সভাপতি মো. সাইফুল ইসলামের পরিচালনায় লাল ফিতা কেটে উদ্বোধন করেন সোসাইটির ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য আব্দুল মান্নান। ভুলকা ভাতে প্রধান অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট রিয়েলটর আবেদ বিন ইমানি, বিশেষ অতিথি ছিলেন এসএস ব্রুকলেক্সের সিইও শ্যামল তালুকদার এবং জম জম ট্রাভেলস এর সিইও তৌহিদ মামুন মুন্না। অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়েছিলেন বগুড়া জেলার মাদলা ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুল লতিফ মন্ডল। সকালের নাস্তা আর দুপুরের সুস্বাদু খাবার ছিলো ভুলকাভাতের অন্যতম। মুড়ি মাখা, তরমুজ, আর পিঠি পান নিয়ে মেতে ছিল সবাই। ছোট বাচ্চাদের দৌড় প্রতিযোগিতা, মহিলাদের বল পাসিং ও পুরুষদের জন্য ছিল বল মেরে গোল করা। খেলাধুলা পরিচালনা করেন একেএম আব্দুর রশিদ। এই আয়োজনের নর্থবেঙ্গল ফাউন্ডেশন কে বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানান হয়। আহবায়কের দায়িত্বে

ছিলেন গোলাম রব্বানী রাজু, সদস্য সচিবের দায়িত্বে ছিলেন সাকিউল সাদিক এবং কোষাধ্যক্ষ ছিলেন জুয়েল আহমেদ, ও লিটন আলী, যুগ্ম আহবায়কের দায়িত্বে ছিলেন জাহাঙ্গীর আলম রিপন, রাশেদ আল হেলাল রতন, মোঃ হেলাল উদ্দিন (জুনিয়র), যুগ্ম সদস্য সচিব ছিলেন মুরাদ মোরশেদ হায়দার নিপুন, কামরুল হাসান, রফিকুল ইসলাম, আপ্যায়নে ছিলেন কামরুজ্জামান লাল্টু, রফিকুল ইসলাম রফিক, এনামুল হক, মোঃ আব্দুল মালেক।

এই আয়োজনে সার্বিক দিক নির্দেশনায় ছিলেন মহব্বত আলী আকন্দ, প্রধান সমন্বয়কারী আলী সৈয়দ টিপু (বীর মুক্তিযোদ্ধা), সমন্বয়কারী ডাঃ জাকিরুল ইসলাম, মোস্তফা আলমগীর, মোরতুজা আলী কুশুল, মোঃ হাসান মামুন, সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন মোঃ সাইফুল ইসলাম (কুইন্স), প্রধান উপদেষ্টা টি এম আব্দুস সালাম, উপদেষ্টা মন্ডলী শফিকুল ইসলাম অন্তু, একেএম আব্দুর রশিদ, শফিক দেওয়ান, ডাঃ শাহজাহান (বীর মুক্তিযোদ্ধা), শফিকুল আলম জাস্টিন, মুকুট, আনোয়ার আলী শেখ। সার্বিক সহযোগীতায় ছিলেন গোলাম মোস্তফা বাবু পাইকার (বীর মুক্তিযোদ্ধা), সাইফুর রহমান ভান্ডারী (রাজু), রাইসুল হক, ফারুক হোসেন মিঠু, রোকনুজ্জামান রতন, অধ্যক্ষ আজিজুল হক মুন্না, বজলুর রহমান আকন্দ, হাসনাইন মাহমুদ তুহিন, মোঃ জাহিদুর রহমান, আবুল কে এম আজাদ, আলমগীর হোসেন, শওকুল আজম রিপন। উপস্থিত ছিলেন নিউইয়র্ক কাগজ পত্রিকার সম্পাদক মনোয়ারুল ইসলাম, সাপ্তাহিক বাংলা পোস্ট পত্রিকার ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. সাইফুল ইসলাম এবং সাউন্ড সিস্টেমে ছিলেন মো. সাঈদ। আরো উপস্থিত ছিলেন প্রবাসের আমব্রেলা সংগঠন বাংলাদেশ সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, সহ সভাপতি কামরুজ্জামান কামরুল ও বাংলাদেশ সোসাইটি ও বগুড়া সোসাইটির ট্রাস্টিবোর্ডের সদস্য আনোয়ারুল আলম। নর্থ বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের সভাপতি ও বগুড়া সোসাইটির ট্রাস্টিবোর্ড সদস্য রাসেল তালুকদার, সাধারণ সম্পাদক মো. আশরাফুজ্জামান আশরাফ, সাংগঠনিক সম্পাদক মো. মনিরুল ইসলাম মুনির, কালকা ওয়েল ফেয়ার এসোসিয়েশনের সভাপতি মোঃ সাইফুল ইসলাম, ফিম ল' অফিসের ইঞ্জিনিয়ার খালেক ও রেদওয়ানা রাজ্জাক সেতু, পাবনা ওয়েল ফেয়ার এসোসিয়েশনের সভাপতি আব্দুল বাকি মুন্না বারী, সাধারণ সম্পাদক এস এম ফরমান। অনুষ্ঠানে আকর্ষণীয় সব পুরস্কার বিতরন করা হয়, সংগঠনের সভাপতি সাইফুল ইসলাম এবং সাধারণ সম্পাদক খালেদুল ইসলাম রুবেল উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

ওজন পার্ক পথমেলায় উপচে পড়া উন্মাদনা

৬৪ পৃষ্ঠার পর

উপস্থিতিতে উৎসবমুখর হয়ে ওঠে মেলা। ওয়ার্ল্ড বাংলা মিডিয়ার আয়োজনে মেলাটি উদ্বোধন করেন মেলার প্রধান অতিথি বাংলাদেশি কমিউনিটির প্রিয় ব্যক্তিত্ব জাকির এইচ চৌধুরী, ওয়ার্ল্ড বাংলা মিডিয়ার চেয়ারম্যান প্রফেসর সৈয়দ আজাদ ও প্রেসিডেন্ট এন্ড সিইও এম এন জামান শান্টু সহ অতিথিরা।

অনুষ্ঠানে গেস্ট অফ অনার হিসেবে ছিলেন অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী, টিকলগ্রুপের চেয়ারম্যান এম এম শাহীন, টাইম টেলিভিশনের সিইও আবু তাহের, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট ফাহাদ সোলাইমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন আজমল হোসেন কুনু (বাংলাদেশি সোসাইটির আসন্ন নির্বাচনে সভাপতি প্রার্থী), ফিরোজ আহমেদ (সাধারণ সম্পাদক), কামাল পাশা বাবুল, কাজী আজম, আহসান হাবিব, মাজেদা উদ্দিন, শামসুল আলম মজনু, গোলাম হায়দার সুমন, তরিকুল ইসলাম, আব্দুল রশিদ বাবু, শামীম মাহমুদ, আরিফুল হক চৌধুরী, আবুল কালাম ভূঁইয়া, খান মোহাম্মদ টিপু, আবুল বাশার ভূঁইয়া, সাব্বির আহমেদ আসির, খায়রুল সুমন, নূর মোহাম্মদ মাহবুবুল আলম, নূর মোহাম্মদ কাউছার, খায়রুল কবির খোকন সহ আরো অনেকে।

মেলার বাড়তি আকর্ষণ ছিল বাংলাদেশি বিভিন্ন পণ্য ও প্রতিষ্ঠানের স্টল। নারী উদ্যোক্তারাও তাদের পণ্যের পসরা সাজিয়ে বসেন মেলায়। হাজারো প্রবাসী বাংলাদেশিরা দিনভর ঘুরে ঘুরে তাদের পছন্দের পণ্য কিনে নেন। প্রধান অতিথি জাকির এইচ চৌধুরী বলেন, নতুন প্রজন্মকে বাংলা ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও সামাজিক মূল্যবোধের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া এবং পরিবারভিত্তিক সামাজিক বন্ধনকে আরও দৃঢ় করাই আমাদের অন্যতম লক্ষ্য।

আয়োজক প্রফেসর সৈয়দ আজাদ বলেন, বাংলাদেশিরা আমেরিকার মাটিতে নিজস্ব সংস্কৃতিকে ছড়িয়ে দিচ্ছেন। এই মেলার মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের কাছে বাংলাদেশের সংস্কৃতিকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এম এন জামান শান্টু বলেন, প্রবাসে যুগ যুগ ধরে চলা এমন মেলার আয়োজন একে অপরের প্রতি ভালোবাসা ও ভাতৃত্ববন্ধনের প্রতীক। মেলার প্রোগ্রাম কমিটির আহবায়ক হিসেবে ছিলেন মোরশেদ আলম, প্রধান সমন্বয় ছিলেন মাইন উদ্দিন তুহিন, সদস্য সচিব আল মামুন সবুজ, সমন্বয়ক ফরহাদ মৃধা, সহ সমন্বয়ক প্রিন্স, সহ সমন্বয়ক সাব্বির করিম, নজরুল ইসলাম, সাদ্দাম হোসেন। সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন রেজাউল করিম অনন্তর, সাকি খান, সাকিব করিম, মাহবুবুর আলম, মশিউর রুবেল, অনয়, রোমেল, রাসেল, হারুন, মাহবুবুর রহমান, সাগর, রাকি, দুলাল, রুবিন, রুবেল, মধু রুবেল, রাজু, হাসান, জাহিদ হাসান।

অনুষ্ঠানের মূল মঞ্চে ছিল জমকালো সাংস্কৃতিক পরিবেশনা ও নাচ। এ পর্বের প্রধান আকর্ষণ ছিল বাংলাদেশের দুই জনপ্রিয় জীবন্ত কিংবদন্তি সংগীত শিল্পী রিজিয়া পারভিন ও নায়িকা মৌসুমি। তাদের সঙ্গীত লাইভ পারফর্মেন্স দর্শনার্থীদের মাঝে বাড়তি উন্মাদনা তৈরি করে। এছাড়াও সংগীত পরিবেশন করেন বিন্দু কনা, কামরুজ্জামান বকুল, সাজু আকন্দ, শাহ মাহবুব, কৃষ্ণা তিথি, মিনিয়া হাসান প্রমুখ। মেলায় ছিল বিভিন্ন মুখরোচক খাবারের আয়োজন। পুরো মেলায় ফুটে উঠে বাঙালির ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি। সব মিলিয়ে একটি প্রাণবন্ত ও উৎসবমুখর পরিবেশে শেষ হয় মেলা।

কবিরহাট উপজেলার বার্ষিক বনভোজন

৬৪ পৃষ্ঠার পর

অনুষ্ঠিত হয়েছে। বনভোজনটি যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানরত কবিরহাট উপজেলাবাসির মিলনমেলায় পরিণত হয়। প্রধান উপদেষ্টা সাহাবুদ্দিন চৌধুরী সকালে বেলুন উড়িয়ে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। সকালের নাস্তা, খেলাধুলা, আড্ডা, দুপুরের মধ্যাহ্ন ভোজ এবং শেষ বিকেলে ঝাল চানাচুর মুড়ি এবং চা এর ব্যবস্থা ছিল উপভোগ্য। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নোয়াখালি ৫ আসনের এমপি মুহাম্মদ ফখরুল ইসলাম। শেষ বিকেলে পুরস্কার বিতরণী এবং র‍্যাফেল ড্র অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সভাপতি মির্জা মোহাম্মদ হোসেন। পিকনিক আয়োজক কমিটির আহবায়ক মো: শফিউল বাসার এবং সদস্য সচিব আবু নাছের চৌধুরী আমন্ত্রিত মেহমানদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। এ পিকনিকে কমিউনিটির গণ্যমান্য ব্যক্তিদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন, সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ইমতিয়াজ আহমদ। এবারের মনোজ্ঞ পিকনিকের গ্র্যান্ড স্পন্সর ছিলো 'ইকোভিশন'।

বাড়ির মালিকদের ওপর কর বাড়াতে আদালতের না

৬৪ পৃষ্ঠার পর

জন্য কাগজপত্র জমা দেয়। আপিল নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত বিচারকের দেওয়া সাময়িক স্থগিতাদেশ কার্যকর না থাকার বিষয়টিও নিশ্চিত করেছে মেয়রের দপ্তর। ফলে কর বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া আপাতত এগিয়ে নেওয়ার সুযোগ পাচ্ছে মামদানি প্রশাসন। এই মামলা দায়ের করেন সাবেক ফার্স্ট ডেপুটি মেয়র ক্রাডি মায়ো এবং নিউইয়র্ক সিটির আরও তিন বাসিন্দা। তাদের অভিযোগ, নতুন কর চালুর প্রক্রিয়ায় সিটি প্রশাসন যথাযথভাবে যাচাই না করেই অনেক বাড়ির মালিকদের সম্ভাব্য করদাতা হিসেবে চিহ্নিত করেছে। মামদানির পরিকল্পনা অনুযায়ী, নিউইয়র্ক সিটির বাইরে বসবাসকারী ব্যক্তিদের শহরে থাকা কমপক্ষে ৫ মিলিয়ন ডলার মূল্যের দ্বিতীয় বাড়ি এই করের আওতায় আনার কথা। রাজ্যের বাজেটে এ কর অনুমোদন করা হয়েছে। নিউইয়র্ক সিটিতে হাজারো বাংলাদেশির একাধিক বাড়ি রয়েছে। তারা ল্যান্ডলর্ড হিসেবে পরিচিত। তারাও এই আইনের বিরোধিতা করেছেন। তবে কর বাস্তবায়নের শুরুতেই বিতর্ক দেখা দেয়। জুলাই মাসে মেয়রের প্রশাসন সম্পত্তির মালিকদের চিঠি পাঠিয়ে জানায়, তাদের সম্পত্তি নতুন করের আওতায় পড়তে পারে। অভিযোগকারীদের দাবি, নিউইয়র্কেই স্থায়ীভাবে বসবাসকারী অনেক পরিবারও এমন চিঠি পেয়েছেন। মামলার অন্যতম বাদী র‍্যাচেল ওব্রায়েন বলেন, তাদের বাড়িকে সম্ভাব্য দ্বিতীয় বাসস্থান হিসেবে চিহ্নিত করা 'অযৌক্তিক'। তার দাবি, তিনি ও তার স্বামী সেখানেই বসবাস করেন এবং সেখানেই তাদের পরিবার গড়ে তুলেছেন। পরিস্থিতি সামাল দিতে সিটি প্রশাসন একটি অনলাইন ব্যবস্থা চালু করে, যেখানে বাড়ির মালিকরা আবেদন করে জানাতে পারেন যে তারা করের আওতাভুক্ত নন। পরবর্তীতে আপত্তি বা অব্যাহতির আবেদন করার সময়সীমাও বাড়ানো হয়। এদিকে নিউইয়র্ক সিটির ডিপার্টমেন্ট অব ফাইনান্স প্রকাশিত একটি সম্পত্তির তালিকাও বিতর্কের জন্ম দেয়। তালিকায় থাকা অনেক সম্পত্তিকে নতুন করের আওতায় পড়তে পারে বলে মনে করা হয়। তবে মামদানি বলেন, এটি মূলত আইন অনুযায়ী প্রকাশিত একটি কর-তালিকা, যেখানে নিউইয়র্ক সিটির অধিকাংশ সম্পত্তিই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

মেয়র মামদানি এর আগে নতুন কর নিয়ে নিউইয়র্কবাসীর উদ্বেগের কথা স্বীকার করেছিলেন। তবে তার প্রশাসনের অবস্থান, নিউইয়র্কে মূল্যবান দ্বিতীয় বাড়ির মালিক ধনীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত রাজস্ব আদায়ের এই উদ্যোগ শহরের করব্যবস্থায় একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনবে। এখন আপিল আদালতের সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করছে মামদানির বহুল আলোচিত 'ধনীদের ওপর কর' পরিকল্পনার পরবর্তী ধাপ।

প্যাট্রিয়ট অব বাংলাদেশের জুলাই বিপ্লব বর্ষপূর্তি পালন

৩ পৃষ্ঠার পর

শিক্ষাবিদ, মানবাধিকারকর্মী, সাংবাদিক, কবি, লেখক, আইনজীবী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, ব্যবসায়ী ও কমিউনিটি নেতারা সরাসরি এবং অনলাইনে অনুষ্ঠানে অংশ নেন।

দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের বিভিন্ন পর্ব পরিচালনা ও সঞ্চালনায় ছিলেন আলিফ নাফিসা ও আব্দুল কাদের। অনুষ্ঠানে সরাসরি বক্তব্য রাখেন নিউইয়র্কের অ্যাটর্নি জন রিজন, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও আজকাল সম্পাদক শাহ নেওয়াজ, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী গিয়াস আহমেদ, ভাসানী ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান আলী ইমাম শিকদার, ম্যানেজমেন্ট আর্কেস্পেসের এইচআর পেশাজীবী মুহতাসিম মাহি রহমান, সংগীতশিল্পী ও কবি নজরুল ইসলাম, 'উদয়াচল'-এর প্রতিষ্ঠাতা কবি কাজী জহিরুল ইসলাম, 'প্রবাহ' সাহিত্য সাংস্কৃতিক পরিষদের সদস্যসচিব কবি সোহেল হামিদ, কবি আবুল বাশার, সিনিয়র সাংবাদিক মঈনুদ্দিন নাসের, মীর মানুম আলী, আইকিউএনএ-এর মাহতাব উদ্দিন খান, প্যাট্রিয়ট অব বাংলাদেশ-এর আব্দুল আলীম, দীপন গাজী ও আজিজুর রহমান।

এছাড়া বক্তব্য রাখেন উই আর দি পিপলের জাকির মিল্টন, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট নীরা, প্রভাষক ড. ইমরান আনসারী, প্রভাষক ও প্যাট্রিয়ট অব বাংলাদেশ-এর প্রফেসর আবিদ বাহার, ডা. হুমায়ুন চৌধুরী, প্রফেসর শোয়াইব আহমেদ ভূঁইয়া, বারুচ কলেজের প্রফেসর জামেল কয় যাকলস, প্যাট্রিয়ট অব বাংলাদেশ-এর ড. শেখ মিজান, লেখক মিসবাহ উদ্দিন এবং লেখক আবুল কালাম আজাদ।

বক্তারা জুলাইয়ের ঘটনা প্রবাহকে কেবল একটি রাজনৈতিক অধ্যায় হিসেবে নয়, বরং বাংলাদেশের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার, মানবিক মর্যাদা, ন্যায়বিচার ও রাষ্ট্রীয় জবাবদিহির আকাঙ্ক্ষার গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক অধ্যায় হিসেবে তুলে ধরেন। তারা জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পটভূমি, আন্দোলনের সময় মানুষের আত্মত্যাগ, মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ, গুম ও নির্যাতন, আয়নাঘর, শহীদ ও আহত পরিবারের ন্যায়বিচার, আইনের শাসন, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান শক্তিশালীকরণ এবং ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রব্যবস্থায় জবাবদিহি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে কথা বলেন।

তাঁরা বলেন, জুলাইয়ের ইতিহাস সংরক্ষণ করতে হলে কেবল স্মরণসভা আয়োজন করলেই চলবে না; নতুন প্রজন্মের কাছে

সত্যনিষ্ঠভাবে আন্দোলনের ইতিহাস, মানুষের আত্মত্যাগ এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ তুলে ধরতে হবে। জুলাই গণঅভ্যুত্থানের শহীদ ও আহতদের ইতিহাস জাতীয় স্মৃতির অংশ হিসেবে সংরক্ষণ করতে হবে। একই সঙ্গে আহতদের চিকিৎসা, পুনর্বাসন, শহীদ পরিবারগুলোর পাশে দাঁড়ানো এবং জুলাইয়ের চেতনাকে আন্তর্জাতিক পরিসরে ছড়িয়ে দিতে হবে।

এছাড়াও নিউইয়র্কের বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, মানবাধিকার, পেশাজীবী ও কমিউনিটি সংগঠনের প্রতিনিধিরা অনুষ্ঠানে অংশ নেন। তাঁদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি প্রবাসী বাংলাদেশিদের একটি বৃহৎ মিলনমেলা ও মতবিনিময়ের পরিসরে পরিণত হয়। দেশ-বিদেশ থেকে অনলাইন ও বিশেষ সংযোগে বক্তব্য রাখেন অ্যাক্টিভিস্ট ও লেখক পিনাকী ভট্টাচার্য, অবসরপ্রাপ্ত লে. জেনারেল (অব:) আবদুল্লাহিল আমান আযমী, সাবেক চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম, প্রফেসর শোয়াইব আহমেদ ভূঁইয়া এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার রক্ষক, অ্যাক্টিভিস্ট ও কলামিস্ট ড. টম। তাঁরা জুলাই গণঅভ্যুত্থানের আন্তর্জাতিক গুরুত্ব, মানবাধিকার ও ন্যায়বিচারের প্রশ্ন, রাষ্ট্রীয় জবাবদিহি, গুম ও নির্যাতনের অভিযোগ, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান এবং ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক কাঠামো নিয়ে বক্তব্য দেন।

এছাড়াও এলইডি স্ক্রিনে ধারণকৃত বক্তব্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠানে যুক্ত হন ব্যারিস্টার আসাদুজ্জামান ফুয়াদ এবং একুশে পদকপ্রাপ্ত মানবাধিকারকর্মী, আলোকচিত্রী ও লেখক ড. শহিদুল আলম। তাঁদের বক্তব্যে জুলাই বিপ্লব, মানবাধিকার, ন্যায়বিচার, গণতন্ত্র ও বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উঠে আসে। সাংস্কৃতিক পর্বে গান পরিবেশন করেন জনপ্রিয় ব্যান্ড শিল্পী বিপ্লব। শিল্পী সুরাইয়া আক্তার সাইফা-র 'শ্রাবণের বিপ্লব' পরিবেশনা এলইডি স্ক্রিনে প্রদর্শিত হয়। তাঁর পরিবেশনায় জুলাইয়ের সংগ্রাম, আত্মত্যাগ ও বিপ্লবের চেতনাকে শিল্পের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়।

বক্তাদের আলোচনায় বিশেষভাবে উঠে আসে-জুলাইয়ে যারা জীবন দিয়েছেন এবং আহত হয়েছেন, তাঁদের আত্মত্যাগকে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিকভাবে যথাযথ মর্যাদা দেওয়া, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা এবং গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষায় দীর্ঘমেয়াদি জনসচেতনতা গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা।

আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, জুলাই বিপ্লবের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানের প্রতি সমর্থন ও শুভেচ্ছা জানান মার্কিন কংগ্রেসম্যান নিক লালোটা এবং কংগ্রেসম্যান টম সুয়োজি। নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক অ্যাডভোকেট জুমানে ডি. উইলিয়ামসের পক্ষ থেকে ডেপুটি পাবলিক অ্যাডভোকেট কাশিফ হুসেইন অনুষ্ঠানের সঙ্গে সম্পৃক্ত হন এবং শুভেচ্ছা ও সংহতি প্রকাশ করেন।

প্রমিথিউসের বিপ্লবের গানে উজ্জীবিত দর্শক : অনুষ্ঠানের সাংস্কৃতিক পর্বে বিশেষ আকর্ষণ ছিলেন নব্বইয়ের দশকের জনপ্রিয় ব্যান্ড প্রমিথিউসের বিপ্লব। তিনি বিপ্লবী ও দেশাত্মবোধক গান পরিবেশন করে দর্শকদের উজ্জীবিত করেন। তাঁর পরিবেশনায় জুলাইয়ের সংগ্রাম, দেশপ্রেম, আত্মত্যাগ এবং ঐক্যের বার্তা উঠে আসে। দর্শকদের উদ্দেশে তিনি বিভেদ ভুলে দেশের স্বার্থ, গণতান্ত্রিক অধিকার ও ন্যায়বিচারের প্রশ্নে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান। এছাড়া প্যাট্রিয়ট অব বাংলাদেশ-এর ব্যান্ড বিপ্লবী গান পরিবেশন করে। সংগীত পরিবেশনায় অংশ নেন আব্দুল কাদের, ইকবাল, নাসির, আনাফ, মাহি, দীপন গাজী ও শাহ লিটন।

গান, কবিতা ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক পরিবেশনার পাশাপাশি অনুষ্ঠানে "ছত্রিশ জুলাই" শীর্ষক পুঁথি পরিবেশিত হয়। আয়োজকদের মতে, শিল্প ও সংস্কৃতির মাধ্যমে জুলাইয়ের ইতিহাস নতুন প্রজন্মের কাছে সহজ ও আবেগঘনভাবে পৌঁছে দেওয়ার প্রচেষ্টা হিসেবেই এমন আয়োজন রাখা হয়।

UCS Ultra Credit Solutions Inc.

CREDIT REPAIR
ক্রেডিট রিপেয়ার

আমাদের সেবাসমূহঃ
পাবলিক রেকর্ড, কালেকশন একাউন্ট,
ব্যাংকক্রাপসি, ডেবট সেটেলমেন্ট,
লেট-পেমেন্ট, স্টুডেন্ট লোন,
মেডিক্যাল বিল ও কার রিপজিশানিং রিমুভাল।
(এটি একটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান)

Public Record Removal, Collection Removal
Bankruptcy Removal, Debt Settlement, Debt Elimination

929-386-6426
929-386-4705

3716 73rd Street, Suite. 302-B (3RD FLOOR)
JACKSON HEIGHTS, NY 11372
34-18 Northern Blvd, Suite #5/14
Long Island City, NY 11101 (বাংলাদেশ কনস্যুলেট অফিসের উপর তলায়)

www.ultracreditsolutions.com

MITU DISABILITY CENTER

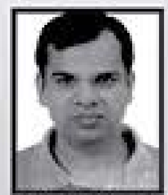
RONJAN (Consultant)
646-730-8416

JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET $500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) • Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury • Divorce • Bankruptcy • Immigration
Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Loan Modification • Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* স্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।
এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমিগ্রেশনের বিষয়ে সাহায্য করা হয়।

37-47 73 St. #215, Jackson Heights NY 11372
TEL: 718-701-2666

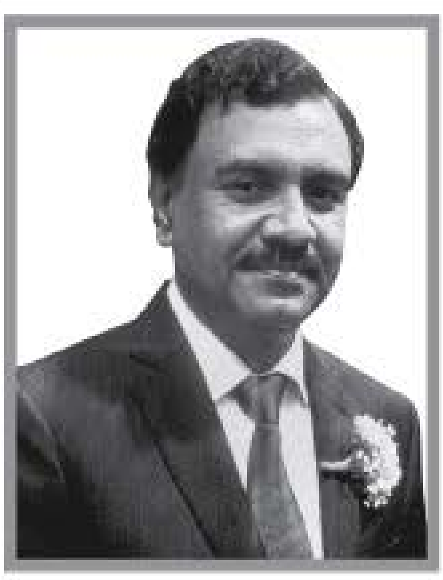

ডাঃ গোবিন্দ পাল
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Attending Physician
Wyckoff Heights
Medical Center

Gobinda Paul M.D., F.A.C.P.
Board Certified in Internal Medicine

- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য সুলভে পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারিরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের সম্ভাবনা সম্পর্কে জেনে নিন।
- বয়সভিত্তিক বিভিন্ন রোগের টিকা দিয়ে ভবিষ্যতে নিরাপদ থাকুন।

আমরা প্রায় সব ধরণের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি। অফিসে আসার পূর্বে অনুগ্রহ করে ফোন করুন।

GOBINDA PAUL PHYSICIAN P.C.
An Ideal Healthcare Unit for Curative and Preventive Medicine

Visiting Hours: Mon-Fri : 6PM-9PM
Sat or Sun : 9AM-2PM

87-38 168 Pl, Jamaica, NY 11432
P: 718-874-0076, F: 718-841-7499
E-mail : GobindaPaul.PC@outlook.com

মহিলা দাঁতের ডাক্তার
NAEEMA BHUIYA, D.D.S
নাঈমা ভূঁইয়া, ডি.ডি.এস

Program Director, Department of Dentistry, Lincoln Hospital

* রেফারেন্সের প্রয়োজন নেই। সরাসরি চলে আসুন
* আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করি
* স্বল্প মূল্যে দাঁতের সবধরনের চিকিৎসা করা হয়

87-48, 168 Street, Jamaica, NY 11432
Tel: **718-206-0601**, Fax: 718-206-0603

রুমী ডেন্টাল ল্যাব

কোন প্রকার মেটাল বা মেটালিক তার ছাড়া আরামদায়ক ও উন্নতমানের দাঁত(Unbreakable, Flexi,Soft & Latest Denture) তৈরী করা হয়।

আবু হক
(সার্টিফাইড ডেন্টাল টেকনোলজিষ্ট)
২৫ বছরের অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

Princeton Court Building
35-06, 73rd St. #3H, Jackson Heights, NY 11372
(Bet. 35th & 37th Avenue)

Tel: 718-414-4760

USR BROKERAGE CORP.
USR BROKERAGE
আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স করে থাকি
★HOME ★BUSINESS ★AUTO ★WORKERS' COMPENSATION
MULTI-CARRIER ACCESS:
ALLOWS US TO COMPARE PRICES
FROM MULTIPLE CARRIERS.

MD ABDUR ROUF
President
Electrical and Computer Engineer NYIT, NY
Cybersecurity and Cyber Insurance Specialist
Licensed Property and Causality Insurance Broker
+1 (646) 270 4861, +1 (631) 565 4334
usrbrokerage.com | a.rouf@usrbrokerage.com, info@usrbrokerage.com
37-21 72 Street, Suit # 2, Jackson Heights, New York 11372

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পূর্বেই শপথের বৈধতা নিশ্চিত করতে হবে

৬ পৃষ্ঠার পর

নির্বাহী বিভাগ এবং বিচার বিভাগের মধ্যে সাংবিধানিক ভারসাম্য রক্ষা কেবল প্রাতিষ্ঠানিক বিন্যাসের বিষয় নয়; এটি রাষ্ট্রক্ষমতার অপব্যবহার প্রতিরোধের অন্যতম সাংবিধানিক সুরক্ষা। সুতরাং রাষ্ট্রপতির শপথ পরিচালনার সাংবিধানিক কর্তৃত্ব বিচার বিভাগের সর্বোচ্চ পদ থেকে সরিয়ে আইন বিভাগের একটি সাংবিধানিক পদে ন্যস্ত করার পরিবর্তনটি বৃহত্তর সাংবিধানিক কাঠামোর আলোকে বিচার করা প্রয়োজন। যে ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবেন, তার শপথ গ্রহণের সময় যদি শপথ পরিচালনার সাংবিধানিক কর্তৃপক্ষ নিয়েই একটি মৌলিক প্রশ্ন অনিষ্পন্ন থাকে, তাহলে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ সাংবিধানিক পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার মুহূর্তটি একটি সাংবিধানিক অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়তে পারে। রাষ্ট্রের সাংবিধানিক ধারাবাহিকতার স্বার্থে এমন পরিস্থিতি কাম্য নয়। এখানে একটি বিষয় স্পষ্ট করা জরুরি। ২০শে আগস্টের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন নিয়ে কোনো প্রশ্ন তোলা হচ্ছে না। নির্বাচন সাংবিধানিক প্রক্রিয়ার অংশ এবং তা যথাযথভাবে সম্পন্ন হওয়াই প্রত্যাশিত। প্রশ্ন হচ্ছে—নির্বাচিত রাষ্ট্রপতির শপথ গ্রহণের সাংবিধানিক বৈধতা নিয়ে মৌলিক প্রশ্নটি কেন নির্বাচনের আগেই নিরসন করা হবে না? তাই নির্বাচনের আগেই এই প্রশ্নের নিষ্পত্তি হলে সাংবিধানিক প্রক্রিয়াটি অধিকতর স্বচ্ছ, নিশ্চিত ও প্রশ্নমুক্ত ভিত্তির ওপর এগোতে পারে।

সংসদেরও সাংবিধানিক দায়িত্ব: রাষ্ট্রপতির শপথ পরিচালনার বর্তমান সাংবিধানিক বিধান নিয়ে যখন মৌলিক প্রশ্ন উঠেছে, তখন জাতীয় সংসদের ভূমিকাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সংবিধান সংশোধনের ক্ষমতা জাতীয় সংসদের রয়েছে। কিন্তু এখানে প্রশ্নটি নতুন করে সংবিধানের মৌলিক কাঠামো পরিবর্তনের নয়; বরং পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে যে পরিবর্তন আনা হয়েছে, তা যদি সংবিধানের মৌলিক কাঠামো, ক্ষমতার পৃথক্করণ এবং ১৯৭২ সালের মূল সংবিধানের সাংবিধানিক চেতনার সঙ্গে সাংঘর্ষিক হয়ে থাকে, তাহলে সেই সাংঘর্ষিক বিধান সংশোধন করে সাংবিধানিক সামঞ্জস্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা সংসদের এখতিয়ার ও দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে। অর্থাৎ সংসদ চাইলে বর্তমান বিধানটি পুনর্বিবেচনা করতে পারে এবং রাষ্ট্রপতির শপথ পরিচালনার ক্ষেত্রে ১৯৭২ সালের মূল সাংবিধানিক ব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি বিধান পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে পারে। কারণ কোনো সাংবিধানিক সংশোধনীকে কেবল 'সংবিধান সংশোধন' হিসেবে অভিহিত করলেই তার সাংবিধানিক বৈধতা চূড়ান্ত হয়ে যায় না। সংশোধনক্ষমতা সংবিধানকে পরিবর্তনের ক্ষমতা দেয়; কিন্তু সংবিধানের মৌলিক কাঠামো বিনষ্ট করার ক্ষমতা দেয় না—এটিই Basic Structure Doctrine-এর মৌলিক ধারণা। সুতরাং বর্তমান সংসদের সামনে প্রশ্নটি কেবল নতুন কোনো বিধান প্রণয়নের নয়; বরং একটি বিতর্কিত এবং সম্ভাব্য সাংবিধানিকভাবে অসামঞ্জস্যপূর্ণ সংশোধনকে সংশোধন করে মূল সাংবিধানিক ভারসাম্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রশ্ন। আর যদি সংসদ এ বিষয়ে কোনো পদক্ষেপ না নেয়, তাহলে বিদ্যমান বিধানের সাংবিধানিক বৈধতার প্রশ্নটি বিচারিক নিষ্পত্তির বিষয় হয়ে থাকে। অতএব, এই সাংবিধানিক অনিশ্চয়তা নিরসনের জন্য সংসদের সামনে যেমন সাংবিধানিক সংশোধনের পথ খোলা আছে, তেমনি আদালতের সামনে রয়েছে বিচারিক নিষ্পত্তির পথ। সংসদ সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে অবস্থান স্পষ্ট করতে পারে; অথবা আদালত বিদ্যমান বিধানের সাংবিধানিক বৈধতা নির্ধারণ করতে পারেন। জনগুরুত্বসম্পন্ন সাংবিধানিক প্রশ্ন: রাষ্ট্রপতির শপথ পরিচালনার সাংবিধানিক কর্তৃপক্ষ কে—এই প্রশ্ন কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রশ্ন নয়। এর সঙ্গে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ সাংবিধানিক পদ, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, ক্ষমতার পৃথক্করণ, সাংবিধানিক ভারসাম্য এবং সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর প্রশ্ন জড়িত। আজকের প্রশ্ন শুধু একজন রাষ্ট্রপতির শপথের প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন হচ্ছে—রাষ্ট্রের সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ক্ষমতার সীমারেখা কীভাবে নির্ধারিত হবে এবং সংবিধানের মৌলিক কাঠামো কতখানি পর্যন্ত সংশোধনযোগ্য।

রাষ্ট্রপতির শপথ গ্রহণের সাংবিধানিক বৈধতা এবং এ ক্ষেত্রে প্রধান বিচারপতির ভূমিকা নিয়ে আমি বহু বছর ধরে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে লেখালেখি ও জনমত গঠনের চেষ্টা করে আসছি। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, রাষ্ট্রের কোনো সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এতদিন পর্যন্ত স্বপ্রণোদিত হয়ে এই গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক প্রশ্নটির কোনো কার্যকর ও চূড়ান্ত নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। ফলে বিষয়টি এখন কেবল একজন ব্যক্তির শপথ গ্রহণের আনুষ্ঠানিকতার প্রশ্নে সীমাবদ্ধ নেই; এটি সংবিধানের মৌলিক কাঠামো, ক্ষমতার পৃথক্করণ, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা এবং রাষ্ট্রের সাংবিধানিক শৃঙ্খলার প্রশ্নে পরিণত হয়েছে। এমন একটি মৌলিক সাংবিধানিক প্রশ্ন অনিষ্পন্ন রেখে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ সাংবিধানিক পদে নতুন শপথ গ্রহণের দিকে অগ্রসর হওয়া ভবিষ্যতে আরও জটিল সাংবিধানিক অনিশ্চয়তার জন্ম দিতে পারে। অতএব, বর্তমান পরিস্থিতিতে এর বিচারিক নিষ্পত্তি শুধু ন্যায়বিচারের স্বার্থেই নয়, রাষ্ট্রের সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা এবং ভবিষ্যৎ সাংবিধানিক শাসনের স্বার্থেও অত্যন্ত জরুরি।

এই পর্যায়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সামনে আসে। ১০ই মার্চ ২০২৫ আমি বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে Writ Petition No. 4779 of 2025 (Court Main-12) দায়ের করেছি। রাষ্ট্রপতির শপথ পরিচালনার সাংবিধানিক কর্তৃপক্ষ, প্রধান বিচারপতির সাংবিধানিক ভূমিকা এবং সংশ্লিষ্ট সাংবিধানিক বিধানের বৈধতার প্রশ্ন এই রিটের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত। মামলাটি বর্তমানে বিচারাধীন। রিটটি দায়েরের সময় বিষয়টি ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক প্রশ্ন। কিন্তু ২০শে আগস্ট ২০২৬ রাষ্ট্রপতি নির্বাচন সামনে আসায় সেই প্রশ্নটি এখন সময়সংবেদনশীল ও জনগুরুত্বসম্পন্ন সাংবিধানিক প্রশ্নে পরিণত হয়েছে। বিচারাধীন কোনো মামলার ফলাফল সম্পর্কে আগাম কোনো সিদ্ধান্ত প্রত্যাশা করা যায় না। আদালত স্বাধীনভাবে সংবিধান ও আইনের আলোকে বিষয়টি বিচার করবেন—এটিই সাংবিধানিক শাসনের স্বাভাবিক প্রত্যাশা। তাই ২০শে আগস্ট ২০২৬ রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার পূর্বেই Writ Petition No. 4779 of 2025-এর অগ্রাধিকার ভিত্তিতে শুনানি ও দ্রুত নিষ্পত্তির মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির শপথের সাংবিধানিক বৈধতা নিয়ে বিদ্যমান অনিশ্চয়তার অবসান ঘটানো জরুরি। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ সাংবিধানিক পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার মুহূর্তটি কোনো অনিষ্পন্ন সাংবিধানিক প্রশ্নের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা উচিত নয়। কারণ আজ যে প্রশ্নটি একজন রাষ্ট্রপতির শপথকে ঘিরে উত্থাপিত হয়েছে, তার উত্তর আগামী দিনের রাষ্ট্রব্যবস্থায় সংবিধানের সীমা, ক্ষমতার পৃথক্করণ এবং সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোর পারস্পরিক ভারসাম্যের ওপর দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলতে পারে। ২০শে আগস্টের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পূর্বেই তাই রাষ্ট্রপতির শপথের সাংবিধানিক বৈধতার প্রশ্নটির নিষ্পত্তি হওয়া সময়ের দাবি।

লেখক: গীতিকবি ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক।

হোমিও চিকিৎসা

এস.কে.শর্মা
D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist
আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন,
তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন।
আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।
*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অজকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *এ্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।
শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)
আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা
আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।
স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।
Homeopathy & Herbal
72-08 Broadway, Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804
BUSINESS HOURS: MONDAY-SATURDAY 11:30AM-8PM, SUNDAY CLOSED

Investors wanted
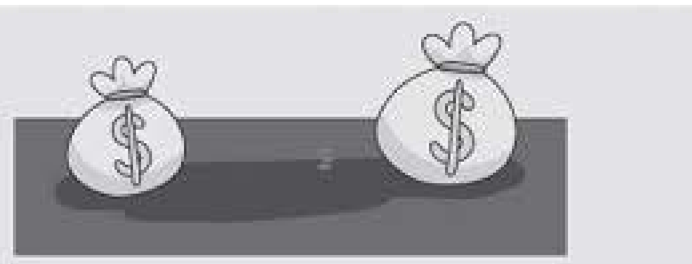
Entertainment Ventures
40% Returns on your
Money in 9 Months
BAVLS
Media Group
Please call for more information
(929) 900-9196

জুলাই গণঅভ্যুত্থান স্মরণে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি

৬৪ পৃষ্ঠার পর

নেতাদের আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয় দোয়া ও আলোচনা সভা। জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে অংশ নিতে আগামী ২১ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান নিউইয়র্ক আসছেন। তাকে

জেএফকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে স্বাগত জানানো থেকে শুরু করে প্রধানমন্ত্রী যতদিন যুক্তরাষ্ট্রে থাকবেন, ততদিন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের অতন্দ্র প্রহরীর মতো দায়িত্ব পালন করবে। জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি হলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম সদস্য গিয়াস আহমেদ।

যুবদলের কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক সহ-আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক এম এ বাতিনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোস্তফা কামাল পাশা বাবুল, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, ফুলধারার রাজনীতিবিদ, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আকতার হোসেন বাদল, নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপির সভাপতি মাওলানা অলিউল্লাহ আতিকুর রহমান, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক সহসভাপতি নিয়াজ আহমেদ জুয়েল, শামসুল ইসলাম মজনু, যুক্তরাষ্ট্র মুক্তিযোদ্ধা দলের সভাপতি আলহাজ্ব বাবার উদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক গোলাম হোসেন,সাবেক সাধারণ সম্পাদক নুরুজ্জামান,বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি আজমল হোসেন কুনু, সন্দ্বীপ সোসাইটির সভাপতি ফিরোজ আহমেদ; নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপির সাবেক সভাপতি মাহফুজুল মাওলা নান্নু, সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ফারুক হোসেন মজুমদার, ফারুক চৌধুরী, এম বাসেত রহমান, ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল খালেক, সৈয়দ এম রেজা, সাবেক মহিলা সম্পাদিকা সৈয়দা মাহমুদা শিরিন এবং যুক্তরাষ্ট্র জাসাসের সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর সরওয়ার্দী।

অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মোহাম্মদ সোলায়মান, আক্তারুজ্জামান হ্যাপি, মঈনুদ্দীন নান্টু, বাদল মির্জা, মারুফ উল্লাহ, অ্যাডভোকেট রেজওয়ানা রাজ্জাক, স্টেট বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহবায়ক দেওয়ান কাউসার, নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহবায়ক বদরুল হক আজাদ, রাজ্জাক চৌধুরী, মোহাম্মদ মহসীন, সাদেক আহমেদ মানিক, মাজহারুল ইসলাম জনি, সেলিম হোসেন ও জাহিদ হাসান সুমন প্রমুখ।

সভাপতির বক্তব্যে গিয়াস আহমেদ বলেন, 'জুলাই বিপ্লব কারও একক কৃতিত্বের বিষয় নয়, এটি সবার। তবে একটি কথা সবার স্মরণ রাখা প্রয়োজন-লন্ডনে বসে থেকেও তারেক রহমান পুরো জাতিকে ঐক্যবদ্ধ রেখেছিলেন। যে কারণে ফ্যাসিস্ট হাসিনা ভোট ডাকাতি ও ডামি নির্বাচন করতে বাধ্য হয়েছে।' গিয়াস আহমেদ আরও বলেন, তারেক রহমানই প্রথম শেখ হাসিনার পদত্যাগ দাবি করেছিলেন। এ সময় তিনি দলের নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান।

OPEN 24 HOURS

PANSHI NEVER SLEEP

আমরা সব ধরনের ক্যাটারিং করি

ভাল খাবার, সুন্দর পরিবেশ, ভাল সার্ভিস, কমদামে উপভোগ করুন।

$6.99 Midnight & Driver Special

PANSHI RESTAURANT & PARTY HALL

168-37/39 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432

Tel: 718-480-8516, Fax: 718-480-8531

ঘরে বসে আয় করুন

আপনার কি বাবা, মা, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব কিংবা প্রতিবেশী অসুস্থ?

তাহলে এক্ষুনি আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে সর্বোচ্চ ইনকামের নিশ্চয়তা দিচ্ছি।

যোগাযোগ : ৯১৭ ৫১৯ ১১৫১

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই যোগাযোগ করুন

আমাদের সার্ভিস

নিউ ইয়র্ক ফিল্ম একাডেমী থেকে প্রকাশিত ২০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কর্মী দ্বারা পরিচালিত

স্বল্প খরচে, দ্রুত ডেলিভারি

বিয়ে, জন্মদিন, বিসিনেস পার্টি, কালচারাল প্রোগ্রাম হাই কোয়ালিটি নিশ্চিত করা হয়

যোগাযোগ: আমাদের সার্ভিস
+১ (৯১৭) ৫১৯ - ১১৫১
amader.services@gmail.com

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকা সাটফিনের কাছে ১৪৪ স্ট্রিট ও Tuskegee Airmen Way ১ বেডরুম/ ২ বেডরুম জুলাই মাস থেকে ভাড়া দেয়া হবে

যোগাযোগ : (টেক্সট/ফোন)

৯২৯-৪৩৫-৭১৯৪

Air Train, E, J, Z ও LIRR ট্রেন স্টেশন থেকে ১৫ মিনিট ওয়াকিং ডিস্টেন্স। মসজিদ আল-কুবা থেকে ১ ব্লক আগে

৩০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন DMV অনুমোদিত অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ইনস্ট্রাকটরের কাছে ড্রাইভিং শিখুন

স্বদেশ ড্রাইভিং স্কুল

ঃ সেবা সমূহ ঃ

* রোড লেসন ০৫/১০/১৫ লেসনের প্যাকেজ ডিলস্
* DMV Quick রোড টেস্ট
* 5 Hour (Per- License Class) Certificate
* 6 Hour DDC (ডিফেন্সিভ ড্রাইভিং সার্টিফিকেট) for Insurance & Points
* High Way Lesson
* Available Schedule
* DMV Service

মহিলাদের জন্য অত্যন্ত ধৈর্য্যসহকারে অভিজ্ঞ মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শেখানো হয়।

যোগাযোগ

Swadesh Driving School

37-13 74th ST. FL-2

Jackson Heights NY-11372

Phone: 718 255 1231

Cell: 929 670 2871

E-mail: swadeshdrv@gmail.com

জ্যাকসন হাইটসে বাংলাদেশীদের দ্বারা পরিচালিত ড্রাইভিং স্কুল

কেন সবাই আমাদের ড্রাইভিং স্কুলে শিখতে চায়

সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

- আমাদের ফি যুক্তিসঙ্গত এবং সেবা অতুলনীয়
- মহিলা পুরুষ ও বয়স্ক সবার প্রতি সমনিষ্ঠতার সাথে যত্ন নিয়ে শিখিয়ে থাকি
- আমাদের সব প্রশিক্ষক NYS Instructor License প্রাপ্ত এবং খুবই অভিজ্ঞ।
- আমাদের স্কুলে পাশের হার সবচেয়ে বেশী
- প্রতি সপ্তাহেই অনেক ছাত্র/ছাত্রীর রেফারেন্স থেকে পাই
- আপনি যদি আমাদের সেবায় সন্তুষ্ট হন তবে, অন্যদেরকে বলুন আর যদি সন্তুষ্ট না হন তবে আমাদেরকে বলুন

অন্য ড্রাইভিং স্কুলের প্রচারণায় বিভ্রান্ত হবেন না। আমাদের প্যাকেজ টিতে একই মূল্যে পাচ্ছেন পাঁচ ঘন্টার ক্লাসের সার্টিফিকেট যা অন্যথাতে পাচ্ছেন না।

৩৩০ ডলারে পাচ্ছেন

- ৫টি রোড লেসন,
- রোড টেস্টের দিন গাড়ী
- পাঁচ ঘন্টার (5 Hours) ক্লাস
- অতি অল্প মূল্যে গাড়ী ইন্স্যুরেন্স করে থাকি Defensive Driving Class দেয়া
- নতুন অটোমেটিক গাড়ী (A/C) সহ

- অত্যন্ত সহজ উপায়ে পার্কিং শিক্ষা
- আপনার সময়ই আমাদের সময়

যোগাযোগ : অভিজ্ঞ ইনস্ট্রাক্টর রহমান 917-378-0353

Full Insured & Licensed by New York State

PUPIL DRIVING SCHOOL

37-16 73rd Street (Suit#201) 2nd Floor, Jackson Heights, NY 11372

JOY TECH ELECTRONICS & COMPUTER

সেলস এবং রিপেয়ার

Laptop এবং Desktop কম্পিউটার রিপেয়ার।

Cellphone, TAB, iPad রিপেয়ার ও আনলক করা হয়।

GSM আনলক সেলফোন বিক্রয়।

সবধরনের Accesories পাওয়া যায়

সিম কার্ড এক্টিভেশন / সব ফোন বিল পে করা হয়।

ultra h2o T-Mobile univision mobile Lycamobile

Ph : (347) 730-5984 | Cell: (646) 707-7733

37-22 73RD ST, SUITE # 1D, JACKSON HEIGHTS, NY 11372

এ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া

ওজন পার্ক: তিন বেডরুম, বাথরুম, কিচেনরুম, লিভিংরুম এবং ডাইনিংসহ একটি প্রাইভেট হাউসের তৃতীয় তলায় অবস্থিত এ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে। ট্রেন স্টেশনের কাছে, লিবার্টি এ্যাভিনিউ ৮৪ স্ট্রিট। সেকশন-৮ এবং City FHEPS গ্রহন করা হয়।

Rent: $2500, 718-552-7242

এ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া

ব্রুকলিন: তিন বেডরুম, দুই বাথরুম, কিচেন, লিভিংরুম এবং ডাইনিংসহ একটি প্রাইভেট হাউসের প্রথম ও দ্বিতীয় তলায় অবস্থিত অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে। ট্রেন স্টেশনের কাছে, লিবার্টি এভিনিউ এবং পাওয়েল স্ট্রিট। সেকশন-৮ এবং City FHEPS গ্রহন করা হয়।

Contact: 718-552-7242

Urgent sell

1. One king size bed with mattress
2. One queen size bed with mattress
3. One twin size bed with mattress and storage drawers
4. Wooden dining table with 6 chairs+cushions
5. Wooden coffee table
6. Wooden TV stand with drawers
7. One 3 seater Sofa couch cum bed
8. 2 display tables/racks
9. Two chairs
10. Humidifier - 3
11. Study desk (White) for kids - Ikea
12. Shelf
13. Floor lamps

Electronics:
1. Coffee maker
2. Air fryer oven (has several functions including rotisserie chicken)
3. Braun hand held blender
4. Three set blender
5. Bullet blender
6. Mini waffle maker
7. Hamilton Beach confectionary mixer
8. 17" Monitor for computer with key board (cord less) not used

PICK UP LOCATION:
Roosevelt island New York City

CONTACT:

CELL: +1 (347) 294-9697

DRIVER WANTED

Yellow taxi ford transit for rent.

Contact : 917-691-7721

JK Gain Multi

'আমাদের সকল গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই বাংলা নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা।'

J. K. GAIN MULTISERVICES
জে.কে. গাইন মাল্টি সার্ভিসেস্

Notary Public

প্রতি রবিবার একাউন্টার ফ্রি কর্মশালা

LOW COST GUARANTEE

Authorized IRS e-file Provider

- TAX SERVICES
- INSURANCE
  - Life Insurance MassMutual
  - Health • Auto • TLC
  - Home • Business
- Immigration Services
- DDC. (6 Hrs. Defensive Class)
- Private Service Bureau (DMV Approved)

Jaydeb Gain

Tel: 347-536-5107
Office: 917.396.4509
41-15 75th Street, Suite 2
Elmhurst, NY 11373
gain_jaydeb@yahoo.com
www.JKGainMulti.com

ভ্রমন সেবার জগতে একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

দীর্ঘ ২০ বছরের অভিজ্ঞতা

রহমানিয়া ট্রাভেল সার্ভিসেস
Rahmania Travel Services
Best Service is our Goal

Hajj & Umrah Specialist

৭ দিনই খোলা

Emirates, Biman Bangladesh Airlines, EgyptAir, Qatar, Etihad, Kuwait Airways, Saudi Arabia

IATA Accredited Agent

বাংলাদেশসহ পৃথিবীর যেকোন দেশে ভ্রমণের জন্য আমরাই দিচ্ছি সর্বনিম্ন মূল্যে টিকিট বিক্রয়ের নিশ্চয়তা

Placid Express, small world, ria Money Transfer

দেশে যাওয়ার পথে অল্প খরচে পবিত্র ওমরাহ্ পালনের সুযোগ নিন

International/Domestic টিকিট ১০০% সীট কনফার্ম করার পর আমাদের অফিস থেকে ইস্যু করে থাকি।

718-205-3270
718-205-2677
646-322-1654

আমাদের সার্ভিস সমূহ

Ticket:
International/Domestic
Visa Services
Umrah Package
5 Years Multiple Bussiness Visa (SAUDI)
Money Transfer
6 Hours Defensive

37-15 73rd Street, Suite 203 (Bangladesh Plaza)
Jackson Heights, NY 11372, Email: rahmaniatravel@yahoo.com

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES
basharlaw.com

সবধরনের ইমিগ্রেশন সমাধানে
KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES

Khairul Bashar
Attorney At Law
(MBA., LL.M.)

আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকি

* ফ্যামেলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
* অ্যাসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
* ওয়েভারস (I-601, I-601A & 1-212)
* বর্ডারে গ্রেপ্তার, ডিটেনশন ও বন্ড
* আপিল ও রিট অব ম্যানডামাস
* U - ভিসা, VAWA & SIJS
* EB-1, EB-2 NIW & EB-3
* বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
* কনস্যুলার প্রসেসিং ও 221 (g) ভিসা রিফিউজাল

718-775-8509
212-464-8620
khairul@basharlaw.com

72-32 Broadway
Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372

1629 K Street NW, Suite 300
Washington, D. C. 20006
Tel: (888) 771- 4529

Admitted in Washington D.C. and Alabama State Bar
Practice Limited to U.S. Immigration & Nationality Law in all 50 States

ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন

যে কোন তথ্যের জন্য ফোন করুন
Tel: 646-267-7751, 917-519-1151
Email: ajkalnews@gmail.com
OFFICE 71-16 35th Ave Jackson Heights NY 11372.

বাসা-এপার্টমেন্ট-কন্ডো-বেসমেন্ট ভাড়া

House for Rent

Rnovated beautiful 3 bedrooms, 1 bathroom at 2000 Bagart Ave. Bronx, NY 10462.
Renovated 2 bed-rooms and 1 bedroom at 1715 Saint Peters Ave. Bronx, NY 10461,
Renovated 1 bed room at 2226 Newbold Ave. Bronx, NY 10462.
Two bed rooms Semi-basement at 149-17, 115th Ave. Jamaica, NY 11436, rent $2000.

আমরা CityPHEPS, Section-8 সহ সরকারি প্রোগ্রাম গ্রহণ করি। বাড়ি ভাড়া নিতে বা দিতে আজই যোগাযোগ করুন ।

347-465-3220
কামরুজ্জামান বাচ্চু, ডিরেক্টর আইল্যান্ড অ্যাডভ্যান্টেজ রিয়েলটি
(০১/১০/০০/০৭/পি)

বাসা ভাড়া

একটা বড় সাইজের স্টুডিও রুম ভাড়া হবে। আলাদা কিচেন, বাথরুম। স্বামী-স্ত্রী অথবা দুইজন মহিলা। ঠিকানা : 32-16 61St, WoodSide
ফোন : 929-463-8053
(০৮/১৪/০২/০১)

বাসা ভাড়া

৬৪-০৫ উডসাইড এভিনিউয়ে সেকেন্ড ফ্লোরে একটি মাস্টার বেডরুম, বাথরুম ও ফ্রিজসহ বাসা আগামী সেপ্টেম্বর থেকে ভাড়া দেয়া হবে। মুসলিম স্বামী-স্ত্রী অথবা একজন/দুইজন মুসলিম নারী। ৭ ট্রেন ৫ মিনিট। কলতি মাস থেকেও উঠা যাবে।
ফোন : 646-595-6859
(০৮/১৪/০২/০২)

বেসমেন্ট ভাড়া

উডহ্যাভেনে ফরেস্ট পার্কের ৮৫ স্ট্রিটে 'জে' ট্রেনের সাবওয়ের অতি নিকটে তিন বেডরুম + ডাইনিং + বাথরুম + রান্নাঘরসহ বেসমেন্ট ভাড়া হবে।
যোগাযোগ : 646-262-3794
(০৮/১৪/০২/০৩)

০৯. বেসমেন্ট ভাড়া
জ্যামাইকা হলিসে ১৯৭ স্ট্রিটে বড় দুইরুম, কিচেন, বাথ, ড্রয়িংরুমসহ বেসমেন্ট ভাড়া হবে। শুধুমাত্র কর্মজীবি দুইজন ব্যাচেলর প্রয়োজন।
ফোন : 347-523-0027
(০৮/১৪/০২/০৯)

বেসমেন্ট ভাড়া

২০৮-১১ হলিস এভিনিউ, কুইন্স ভিলেজে দুই বেডরুমের বেসমেন্ট আগস্ট থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। বাসা ফুললি রেনোভেটেড। এক ব্লকের মধ্যে কিউ-২ ও কিউ-৭৭ বাস স্টপ। স্ট্রিট ক্লিনিং নেই, তাই স্ট্রিট পার্কিং এভেইলেবল।
ফোন : 646-393-7603
(০৮/০৭/০২/০১)

বেসমেন্ট ভাড়া

১০৯-১১ ২০৮ স্ট্রিট কুইন্স ভিলেজে ১ বেডরুম, ১ লিভিং ও রান্নাঘর একসাথে এবং স্ট্যান্ডিং শাওয়ার যুক্ত ১টি বাথরুম একজন অথবা দুইজন ব্যাচেলর এর নিকট ভাড়া দেয়া হবে। সম্পূর্ণ আলাদা প্রবেশ পথ। Q2 ও Q77 বাস ১/২ ব্লকের কাছে। ২ ব্লক পরে মসজিদ। যেকোন সময় উঠা যাবে।
যোগাযোগ: 347-357-5686
(০৮/০৭/০২/০২)

বেসমেন্ট ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে ২১৫ স্টিট ও হিলসাইড এভিনিউয়ের নিকট ১ বেডরুম, লিভিংরুমের বেসমেন্ট স্বামী-স্ত্রী বা চাকুরীজীবি দুইজনের কাছে ভাড়া দেওয়া হবে।
যোগাযোগ : 718-683-8031, 917-833-2963 (Call, text)
(০৮/০৭/০২/০৫)

হলিসে বেসমেন্ট ভাড়া

শান্ত, নিরাপদ ও পরিচ্ছন্ন হলিস এলাকায় ১ বেডরুম, ১ বাথরুমের সুন্দর বেসমেন্ট ভাড়া হবে। Separate Entrance. হিলসাইড অ্যাভিনিউ মাত্র ৩ মিনিটের ড্রাইভ; বাস ও সাবওয়ে সংযোগ সহজ, ভালো স্কুল, মসজিদ, সুপারমার্কেট, পার্ক ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সুবিধা কাছেই। ছোট পরিবার বা কর্মজীবী ব্যক্তি/দম্পতির জন্য আদর্শ। বিস্তারিত জানতে বা বাসা দেখতে কল করুন।
ফোন : 929-393-6078 ,347-845-7158
(০৮/০৭/০২/০৬)

বেসমেন্ট ভাড়া

বেসমেনট ভাড়া দেওয়া হবে, Woodhaven & Atlantic কর্নারে, নুতন রেনভেটেড, ৩ বেড রুম, ভাড়া হবে। মসজিদ এবং সুপার মার্কেট খুব কাছে।
ফোন : 646-287-9314
(০৮/০৭/০২/১০)

Basement Rent

Two bed one bath & kitchen. Basement for rent .ableable from 1st September .please contact : Md hossain 92-42,173rd street jamaica nyc 11433.
Phone 347-654-6878.
(08/14/02/05)

Semi Basement Rent

1 bedroom semi basement apartment for rent in Fresh Meadow Queens. Rent is $1550 per month utilities including. Call for more details.
Phone : 718-640-7843
(08/14/02/12)

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা মিডিক বুলেভার্ড ও লিবার্টি এভিনিউ কর্নারে প্রাইভেট বাসায় এক বেডরুমের বেসমেন্ট ভাড়া। ইয়র্ক কলেজের পিছনে। বাসার সামনে বাস স্টপ।
ফোন : 347-283-9556, 310-295-8392
(০৫/২৯/০০/১৩)ই

বেসমেন্ট ভাড়া

আগস্ট থেকে কুইন্সের স্প্রিং ফিল্ড বুলেভার্ড ও মিডিক বুলেভার্ড এলাকায় বাসা বাঙালী মুসলিম পরিবারের কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। নতুন সাজানো ২ বেডরুম, খোলা রান্নাঘর, একটি সুন্দর বাথরুম, আলাদা প্রবেশপথ, মালামাল রাখার জন্য খোলা জায়গা আছে। বাসার ঠিক সামনে কিউ-৭৭ বাস স্টপ, যা স্প্রিং ফিল্ড বুলেভার্ড ও মিডিক বুলেভার্ড এর মাঝে। বাসার কাছেই আর্জেন্ট কেয়ার, মেডিকেল কেয়ার, অটোজোন, রেস্টুরেন্ট স্টপ এন্ড শপ মার্কেট প্লেসসহ অনেক কিছু আছে।
ফোন : 332-250-2832
(০৮/০৭/০২/১৪)

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকায় ইয়র্ক কলেজের কাছে প্রাইভেট হাউজের ফার্স্ট ফ্লোরে ৩ বেডরুম, বড় লিভিং রুম, ১ বাথরুম, কিচেন ও ডাইনিংসহ বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। 146-13 105th Ave Jamaica, NY 11435. বাসার নিকটে 'ই' ট্রেন সাবওয়ে, মসজিদ, গ্রোসারি ও ইলিমেন্টারি স্কুল। যে কোন সময় উঠা যাবে। ভাড়া ইউটিলিটিসহ ৩০০০ ডলার।
ফোন : 929-471-5429.
(০৭/৩১/০২/০৮)

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

ব্রুকলে পেলহেম বে পার্কের পাশে ৬ ট্রেনের সাবওয়ের কাছে প্রাইভেট বাসার সেমিবেসমেন্টে দুই রুম, বাথরুম, কিচেন ডাইনিংসহ ভাড়া দেওয়া হবে। ৬ ট্রেনের সাবওয়ে তিন মিনিট ও বাসস্টপ থেকে হাঁটা দূরত্বে। ব্যাচেলর ছেলে বা মেয়ে বা স্বামী-স্ত্রীকে ভাড়া দেওয়া হবে।
ফোন : 929-405-7303, 646-353-6750
(০৮/০৭/০২/১৫)

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউ ও ১৩৬ স্ট্রিটের কর্ণারে অবস্থিত প্রাইভেট হাউজের ১ম তলায় ৩ বেডরুম, বড় লিভিং রুম ও কিচেনের বাসা ১ সেপ্টেম্বর থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। ট্রেন, গ্রোসারি, হাসপাতাল বাসার সামনে।
ফোন : 347-257-6214
(০৮/০৭/০২/০৭)

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

হলিসে হিলসাইড এভিনিউ সংলগ্ন ১৯৬ স্ট্রিটে সম্পূর্ণ রেনোভেটেড সেমিবেসমেন্টে ২ বেডরুম (কিচেন ও বাথরুমসহ) স্বামী-স্ত্রীর কাছে আগস্ট থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। এছাড়া ১ম ফ্লোরে এক বেডরুম স্বামী-স্ত্রীর কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। বাস স্টপ ও ট্রেন স্টেশন সংলগ্ন।
ফোন : 646-258-8449, 646-258-8543
(০৮/০৭/০২/১৮)

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

আগামী সেপ্টেম্বর থেকে জ্যামাইকায় দুই বেডরুমের সেমিবেসমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। ১৭৯ স্ট্রিট এফ ট্রেন বাসওয়ের সন্নিকটে। স্বামী-স্ত্রী অগ্রাধিকার।
ফোন : 646-255-8923
(০৮/০৭/০২/০৮)

বাসা ভাড়া

ব্রঙ্কসের ১ ও হাফ বেডরুমের ওয়াকিং এপার্টমেন্টে ফুললি রেনোভেটেড বাসা ভাড়া হবে। পেলহাম বে ৬ ট্রেন ও বাস ও সবকিছুর নিকটে।
ফোন : 917-995-7846
(০৭/২৪/০০/১৩)এআর/সি/

এপার্টমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা হিলসাইডের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত প্রশস্ত ২ বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্ট, সাথে স্টুডিও কিচেন, ফুল বাথরুম ভাড়া দেওয়া হবে। সম্পূর্ণ আলাদা প্রাইভেট প্রবেশপথ। বাসস্টপ থেকে ২০ সেকেন্ড। সাবওয়ে থেকে ৭ মিনিট। ১ আগস্ট থেকে ভাড়া হবে।
ফোন: 347-836-2171, 347-935-7043
(০৭/৩১/০২/২১)

এপার্টমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকায় তিন বেড ও দুই বাথরুমের এপার্টমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। Address : 92 42 173rd street jamaica NY 11433
ফোন : Md hossain 347-654-6878.

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

১০৪-৪০ ১৯৪ স্ট্রিট সেন্ট আলবান্স, জ্যামাইকায় দুই বেডরুমের ব্র্যান্ড নিউ সেমিবেসমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। সেপারেট কিচেন, লিভিং রুম ও বাথরুম। এক ব্লকের মধ্যে বাস স্টপ কিউ-২।
ফোন : 929-404-8573, 929-373-8405

কানেকটিকাটে বিসনেস সেল/অপরচুনিটি

কানেকটিকাটের প্রাইম লোকেশনে ব্যাঙ্কুয়েট ফ্যাসিলিটিসহ পাকিস্তানি, বাংলাদেশি ও ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট বিক্রি হবে। ক্যাপাসিটি ২০০ পিপল। রানিং বিজনেস। গুড অপরচুনিটি।
ফোন : 917-560-5204

অত্যন্ত যত্ন সহকারে ড্রাইভিং শিকানো হয়

* Free Pick up and drop off
* 100% পাশের নিশ্চয়তা
* 5hr Certificate
* 6hr Certificate

যোগাযোগ:
914-343-2629 (Nuri)

রুম ভাড়া

জ্যাকসন হাইটস-এর এপার্টমেন্ট বিল্ডিং এ বড় একটি রুম ভাড়া হবে, বড় কিচেন এবং ড্রয়িং রুম শেয়ার, শুধু মাত্র কর্মজীবি দুইটি মেয়ে কাছে ভাড়া হবে

বিস্তারিত জানতে কল করুন +1 (347) 832-6930

পাত্রী চাই

আমেরিকার নিউইয়র্কে বসবাসরত প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়িক পাত্রের জন্য একজন শিক্ষিত ২১ থেকে ২৩ বছরের পাত্রী চাই

যোগাযোগ - 516-770-0607

ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন
যে কোন তথ্যের জন্য ফোন করুন
Tel: 646-267-7751, 917-519-1151
Email: ajkalnews@gmail.com
OFFICE 71-16 35th Ave Jackson Heights NY 11372.

রুম ভাড়া

রুম ভাড়া

কুইন্সের উড সাইডে 3446-60th স্ট্রিটে দ্বিতীয় তলায় ফ্যামিলির সাথে ১টি রুম স্বামী-স্ত্রী অথবা ১জন মহিলার কাছে থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। আর, এম, ৭ ট্রেনের সাবওয়ে কাছে। আগস্ট বা সেপ্টেম্বর মাস থেকে উঠা যাবে।

ফোন : 929-235-5292, 929-690-9744
(০৬/১৯/০২/০২)

রুম ভাড়া

নর্দান বুলেভার্ড ও ৭৯ স্ট্রিট এলাকায় প্রাইভেট বাসায় একটি রুম শুধুমাত্র কর্মজীবি মহিলার কাছে ভাড়া দেওয়া হবে।

ফোন : 917-607-6263
(০৭/১৭/০০/০০)এএনএস

রুম ভাড়া

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে একটি ফার্নিশড রুম ভাড়া হবে। বাথরুম ও কিচেন শেয়ার করতে হবে।

ফোন : 929-832-0803
(০৮/০৭/০১/০৪)

রুম ভাড়া

জ্যামাইকা ১৭৫ স্ট্রিট ও ৮৯ এভিনিউতে এফ ট্রেন দুই ব্লকের মধ্যে, মসজিদের পাশে একটি এক বেডরুমের বাসা আগামী সেপ্টেম্বর থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। ছোট ফ্যামিলি বা দুইজনের জন্য অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

ফোন : 917-365-5805 (After 1:00 Pm)
(০৮/১৪/০২/০৮)

রুম ভাড়া

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার, টেলিপার্ক, মান্নান সুপার মার্কেট এবং এফ ট্রেনের সাবওয়ের সন্নিকটে একটি রুম শেয়ারে থাকার জন্য ভাড়া দেওয়া হবে। কর্মজীবি স্বামী-স্ত্রী অথবা মহিলা অগ্রাধিকার।

ফোন : 347-255-4846, 347-259-2954,
(০৮/১৪/০১/১৪)

বিজ্ঞাপন দিতে আজই কল করুন 646-267-7751। এক নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপে/ইমেইলে বিজ্ঞাপন দেয়া যায়। ajkalnews@gmail.com

রুম ভাড়া

উডহ্যাভেনে ৮৫ স্ট্রিট জে ট্রেনের সাবওয়ের নিকটে বেসমেন্টে একটি রুম ১ জনের কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। অধুমপায়ী কর্মজীবি পুরুষ ব্যাচেলর অথবা স্টুডেন্ট অগ্রাধিকার।

ফোন : ৯৪১-২৫৩-৬৩৮৪, ৬৪৬-৫১৭-৫২৯৫
(০৮/১৪/০২/১৫)

রুম ভাড়া

আগামী সেপ্টেম্বর থেকে জ্যাকসন হাইটস এলাকায় ৭৬ স্ট্রিট ও ৩৪ এভিনিউতে দুই বেডরুমের বাসায় একটি রুম একজন মহিলা অথবা মহিলা স্টুডেন্টের নিকট ভাড়া দেওয়া হবে। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে।

ফোন : 646-363-1980
(০৮/০৭/০১/১২)

রুম ভাড়া

জ্যামাইকার হিলসাইডে পারসন বুলেভার্ড ও হিলসাইড এভিনিউর প্রাইভেট হাউজের তৃতীয় তালায় একটি আলাদা রুম ও একটি শেয়ার রুম ভাড়া হবে। নতুন রেনোভেটেড, সবকিছু পরিপাটি। ফিমেল স্টুডেন্ট অথবা কর্মজীবি নারী। যে কোন সময় উঠা যাবে।

ফোন : 929-781-4451
(০৭/৩১/০২/১৮)

রুমমেট আবশ্যক

রুমমেট আবশ্যক

জ্যাকসন হাইটসের কাছে ৭৬ স্ট্রিট ও ৩৪ এভিনিউতে এপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ে একজন রুমমেট আবশ্যক। ইউটিলিটিসহ ভাড়া ৫৫০ ডলার।

ফোন : 929-404-8573
(০৮/০৭/০৪/১৭)

রুমমেট আবশ্যক

33-09-31st Ave, এস্টোরিয়ায় মনোরম পরিবেশে একটি রুমে রুমমেট আবশ্যক। পাঁচ মিনিটের দূরত্বে এন ও ডব্লিউ ট্রেন সাবওয়ে।

ফোন : 716-222-7150, 929-632-5210
(০৭/২৪/০৩/০৫)

রুমমেট আবশ্যক

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে আন্নাত ফার্মেসির উপরে ফ্ল্যাটে একজন ভদ্র, মার্জিত, এবং চাকুরীজীবি/ছাত্র ব্যাচেলর পুরুষ রুমমেট প্রয়োজন। অবশ্যই ধুমপানমুক্ত, পরিচ্ছন্ন এবং বন্ধুত্বপূর্ণ হতে হবে। ঠিকানা : ৩৪-৫৭, ৭২ স্ট্রিট, জ্যাকসন হাইটস, মিনা বাজারের পাশে। সপ্তাহে একদিন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার মন-মানসিকতা থাকতে হবে।

ফোন : ৭১৮-৪০৭-৯২৫৮, ৭১৮-৯০৫-০৭৫২ (5pm-11pm)
(০৭/১০/০০/১৮)ই

রুমমেট আবশ্যক

১ সেপ্টেম্বর থেকে জ্যাকসন হাইটস আপনা বাজারের নিকট ৭১-১৫, ৩৭ এভিনিউতে এপার্টমেন্ট বাসায় একটি রুমে রুমমেট আবশ্যক। চাকরীজীবি মহিলা / মেয়ে স্টুডেন্টকে ভাড়া দেওয়া হবে। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে।

ফোন : 929-540-9163
(০৮/০৭/০২/০৭)

রুমমেট আবশ্যক

ম্যানহাটন আপটাউনে ১৬৮ স্ট্রিট 'এ' ট্রেনের সাবওয়ের কাছে এপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ে ৬ মাসের জন্য একজন রুমমেট আবশ্যক। নম্র, ভদ্র, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও কর্মজীবি হতে হবে। থাকা খাওয়াসহ ভাড়া ৮৫০ ডলার। সেপ্টেম্বর মাস থেকে।

ফোন : 929-268-7756
(০৮/১৪/০১/০৭)

রুমমেট আবশ্যক ও রুম ভাড়া

জ্যাকসন হাইটস এলাকায় নিরিবিলি পরিবেশে রুমমেট আবশ্যক। একটি সিঙ্গেল রুমও ভাড়া দেওয়া হবে।

ফোন : 646-515-2094
(০৭/৩১/০২/১১)

রুমমেট আবশ্যক

জ্যাকসন হাইটসের কাছে রোজভেল্ট ও ৭২ স্ট্রিটে এপার্টমেন্ট বিল্ডিং এর দ্বিতীয় তলায় দুইজন রুমমেট আবশ্যক। এক আগস্ট থেকে।

ফোন : 516-540-0808

সামারে মাছ ধরতে এবং ঘুরতে যেতে ইচ্ছুক?

লং আইল্যান্ডে মাছ ধরতে এবং সামারে কোথাও ঘুরতে যেতে চাইলে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। মাছ ধরার সব উপকরণের ব্যবস্থা আছে।

মিন্টু 917-754-5625 (ফোন/টেক্সট)

Founder of my own business.

Buy-Sell-Rent-Invest

Are you thinking of selling your house for the highest price? Do you know that this is the right time to sell with maximum profit?

I can explain to you about all the tricks about selling house with top dollars. I also wrote a book about it, just call me and I will send you a free copy of my book.

My name is Jannat Rahman, Realtor with more than 10 years of experience working with Exit Realty Prime. My number is....

917-582-2582.

Please call today.

Co-Ops for Sale

Co-Ops for sale at 4167 Judge street, Elmhurst NY-11373, Appartment -4N, Newly renoveted, Asking 3,75,000. Sale by Owner.

646-407-6481 (Call 2pm-11pm)

উবার ও লিফট ড্রাইভার আবশ্যক

Toyota Rav4 Hybrid 2023 Black Car এর জন্য ফুল শিফটের একজন অভিজ্ঞ ড্রাইভার আবশ্যক. CLEAN TLC AND DMV LICENSE REQUIRED.

CONTACT : 347-840-3918

ড্রাইভার আবশ্যক

RAV4 2024, Jacksan Heights. সপ্তাহে ২/৩ দিন ফুল অথবা দিনের শিফটে ফুল কাজের জন্য এক জন অভিজ্ঞ অধুমপায়ী ড্রাইভার আবশ্যক।

যোগাযোগ : 332-201-4393

House Sale

House / Condo Sale

Renovated, like brand new everything: new gas line, electric, Roof, two family bricks at 2114 Locombe Ave. Bronx, NY 10473, asking: 975,000. Legal four fam-ily & 2 units in basement at 1715 Saint Peters Ave. Bronx, NY 10161 asking $1,600,000. Single family house in Franklin Square, Long Island, Asking $680,000.

2 bedrooms, 2 bath, Condo at 175-28 89th Ave. Jamaica, NY, price $350,000!

আমাদের কাছে ব্রুকস, কুইন্স, ব্রুকলিন ও লং আইল্যান্ডে ১০০+ ব্যাংকের বাড়ি আছে। বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য কল করুন।

আপনার বাড়ি বিক্রি করতে বা স্বপ্নের বাড়ি ক্রয় করতে অভিজ্ঞ রিয়েলটরের সহায়তা নিন।

347-465-3220

কামরুজ্জামান বাচ্চু, রিয়েলটর, আইল্যান্ড অ্যাডভ্যান্টেজ রিয়েলটি।

দোকান ও বাড়ীর কনস্ট্রাকশন এর কাজ করা হয়
(নতুন ও পুরাতন)

টাইলস, সিলিং, ক্যাশ কাউন্টার, ইলেক্ট্রিক প্লাম্বিং, কেন্ডি রেক, বেসমেন্ট ফিক্সিং এবং দোকান ও বাড়ীর সম্পূর্ণ কনস্ট্রাকশনের কাজ করা হয়।

সাইন বোর্ড, লাইট বক্স, এল ই ডি, চ্যানেল লেটার মেনু বোর্ড, ব্যানার, স্টোর ফ্রন্ট, মিরর গ্লাস, এলোমোনিয়াম ফ্রেমিং এর কাজ করা হয়।

NOVA INTERIOR DECORATION & SIGN
NOVA CONSTRUCTION & RAKA SIGN INC.
7034 Broadway, Jackson Heights, NY 11372, Email: nrnova@yahoo.com
Tel: 646-920-7788

ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন

যে কোন তথ্যের জন্য ফোন করুন
Tel: 646-267-7751, 917-519-1151
Email: ajkalnews@gmail.com
OFFICE 71-16 35th Ave Jackson Heights NY 11372.

লোক আবশ্যক

ব্রুকলিনে ফটোফ্রেমিং স্টোরে কাজের জন্য একজন ইংরেজি জানা পুরুষ লোক আবশ্যক। কাজ শিখিয়ে নেয়া হবে। বয়স ৪৫ বছরের কম হতে হবে।

646-287-8203 (10am to 7pm)

শেফ ও কাউন্টার পারসন আবশ্যক

ম্যানহাটনে রেস্টুরেন্টে শেফ ও কাউন্টার পারসন আবশ্যক। মিম স্পাইসি অ্যান্ড ডেলি গ্রোসারি। ফুড লাইসেন্সধারীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

ফোন : **646-526-5484**

অফিস সহায়ক আবশ্যক

PR EXPRESS SERVICE
153-27 Hillside Ave, Jamaica NY-11432

অফিস সহকারি আবশ্যক, বেতন আলোচনা সাপেক্ষে।

যোগাযোগ : **917-264-6008**

পার্ট টাইম লোক আবশ্যক

একটি কনভিনিয়েন্স স্টোরে লোটো কাজে অভিজ্ঞ পার্ট টাইম একজন লোক আবশ্যক। সপ্তাহে এক বা দুইদিনের জন্য।

646-506-3577, 347-579-9707

বেগেল স্টোরে মহিলা কর্মী আবশ্যক

ম্যানহাটনে অবস্থিত স্বনামধন্য Begel Store 'Boradnosh Begel' এর বিভিন্ন লোকেশনে ক্যাশিয়ার পদে কাজ করা অভিজ্ঞতা সম্পন্ন মহিলা কর্মী আবশ্যক।

ফোন : কল অথবা টেক্সট **718-600-0923**

পাত্র/পাত্রী চাই

পাত্রী চাই

পাত্র সিটিজেন, ব্যাচেলর সম্পন্ন, কেয়ার ম্যানেজমেন্ট এন্ড মার্কেটিং পদে কর্মরত। পাত্রের বয়স ৩০ বছর, উচ্চতা ৫ফিট ৮ ইঞ্চি, ইউএসএতে বড় হয়েছে। আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন।

-: ফোন :-
917-244-9861

হোম কেয়ার এইড আবশ্যক

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার সংলগ্ন আবাসিক এলাকায় একটি নয় বছরের অত্যন্ত চঞ্চল বাচ্চার দেখাশোনা করার জন্য সপ্তাহে দুইদিন (রবি ও সোম বার, সম্মিলিত ১৮ ঘন্টা) একজন মধ্যবয়সী মহিলা হোম হেলথ এইড আবশ্যক। হোম হেলথ সার্টিফিকেট থাকা আবশ্যক।

469-602-3106
469-888-3853

হোম কেয়ার এইড আবশ্যক

৩২-৫৬-৮৬ স্ট্রিট জ্যাকসন হাইটসে হোম কেয়ারে কাজের জন্য একজন লোক নেওয়া হবে। কাজ সকাল ৮টা থেকে ৪টা পর্যন্ত। বেতন আলোচনা সাপেক্ষে।

347-617-3433
347-484-6385
(বিকেল ৪টা থেকে রাত ৯ টা)

পাত্র চাই

আমেরিকান সিটিজেন পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। পাত্রী একটু অসুস্থ। এখানে যারা একা থাকেন তাদের জন্য। পাত্রীর বয়স ২৫ বছর।

ফোন : **929-401-7536**

পাত্র চাই

নিউইয়র্কে জন্ম MD কোর্সে অধ্যয়নরত সুন্দরী তরুণীর জন্য, সমমানের পাত্র চাই।

ফোন : **516-441-5818**

Bride (Patri) Wanted

For a New Jersey based Cybersecurity Analyst
Age 28 | Height 5' 4"
Born and raised in USA
Practicing Muslim
Masters in Cybersecurity & Employed

Bride's Matching Criteria
Age 23 - 26 | Height 5' 0" - 5' 3"
Fair and beautiful
Born and raised in USA or raised in USA
Practicing Muslim
Educated & Professional

Contact : 215-791-1291

গ্রোসারি অপারেটর আবশ্যক

আমেরিকার সবচেয়ে পরিচিত হালাল গ্রোসারি ব্র্যান্ড ChefsRHere-এ একজন পরিশ্রমী, সৎ ও দায়িত্বশীল গ্রোসারি অপারেটর নিয়োগ দেওয়া হবে। কর্মস্থল: Flatbush, Brooklyn । পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকলে ভালো, তবে বাধ্যতামূলক নয়। উদ্যমী ও শেখার আগ্রহ থাকলে আজই আবেদন করুন।

469-888-3853, 817-323-5812

ব্যাথার যন্ত্রনায় ভুগছেন ? আর কোন চিন্তা নয়!

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রেই আছে ২০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ফিজিক্যাল থেরাপির বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান!

প্লাস ফিজিক্যাল থেরাপি পিসি
PLUS PHYSICAL THERAPY PC

74-09 37th Ave, #201 Jackson Heights, NY 11372

আমরা অভিজ্ঞ মহিলা থেরাপিস্ট দ্বারা যত্নসহকারে মহিলা এবং পুরুষ রোগীদের ১০০ শতাংশ সেবা দিয়ে থাকি।

যে কোন ধরনের ব্যাথা নিরাময়ের জন্য আমাদের এখানে এসে সম্পূর্ণ সুস্থ ও নিরাময় বোধ করুন।

বিস্তারিত জানতে কল করুন

তাহেরা রহমান : ৬৪৬-৮৭২-৯৭৬৮

3 Bedroom Apartment for Rent

Jamaica, Queens (147 St & Hillside Ave)
Individual room: $1,000 + bills
Shared room (2 persons): $600 each+bills

Please call or text

929-427-4760, 718-790-1385

ড্রাইভিং শিখুন

স্বল্প খরচে যত্ন সহকারে ড্রাইভিং শিখানো হয়

আপনাদের সময় অনুযায়ী ড্রাইভিং শিখানো হয়

লাস্ট লেসন ফ্রি
Free pick up drop
৫, ১০, ১৫ ও স্পেশাল প্যাকেজ
৩০ লেসন, ৩টি রোড টেস্ট

D.D.C. 6 Hours Class
10% Save all insurrance
রোড টেস্টের জন্য গাড়ি

মহিলাদের জন্য
মহিলা ইন্সট্রাক্টার

হাইওয়ে Individual
আরলী রোড টেস্ট

যোগাযোগ: **646-991-9653**

চিটাগাং এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা ইন্‌ক
Chittagong Association of North America, Inc.

TITLE SPONSOR

বার্ষিক বনভোজন ২০২৬

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রবাসের বিশিষ্ট শিল্পীবৃন্দ সঙ্গীত পরিবেশন করবেন

Grand Sponsor

Platinum Sponsor

২৩ আগস্ট, রবিবার
23 August, Sunday

সুধী,
আসছে ২৩ই আগষ্ট, রোজ রবিবার, চিটাগাং এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা ইন্‌ক এর বার্ষিক বনভোজন ছায়াঘেরা কুইন্সের ফ্লাশিং ম্যাডোস করোনা পার্কে স্নিগ্ধ শ্যামল মনোরম পরিবেশে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।

আমন্ত্রণে -

বনভোজন উদযাপন কমিটি

আহ্বায়ক
মো: আইয়ুব আনছারী

যুগ্ম আহ্বায়ক
মোহাম্মদ হারুন মিয়া
আক্তার উল আজম

অর্থ উপকমিটি
সুমন উদ্দিন
তমাল কে চৌধুরী

প্রধান সমন্বয়কারী
মোহাম্মদ ফরহাদ

সমন্বয়কারী
নুরুস সোফা
মোহাম্মদ শাহ আলম

অভ্যর্থনা ও আপ্যায়ন
মোহাম্মদ এম বিল্লাহ
আলী আকবর বাপ্পী
ইকবাল হোসেন ভূঁইয়া

সদস্য সচিব
শিমুল বড়ুয়া

যুগ্ম সদস্য সচিব
মোহাম্মদ জয়নাল আবেদিন (আতিক)
মো: এ ওদুদ

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিচালনায়
সুশান্ত দত্ত

ক্রীড়া পরিচালনায়
মোহাম্মদ জাহেদুল আজম (জাহেদ)
মো: শওকত আলী

আকর্ষনীয় র‍্যাফেল ড্র

স্বর্ণের সেট,
এয়ার টিকেট
(নিউইয়র্ক-ঢাকা-নিউইয়র্ক,
নিউইয়র্ক-ঢাকা)
টিভি, ল্যাপটপ, মোবাইলসহ
আকর্ষনীয় পুরস্কার

সার্বিক তত্ত্বাবধানে:

মোহাম্মদ শাহজাহান সিরাজী, মেহবুবুর রহমান বাদল, হাসান চৌধুরী, আবুল কাসেম ভূঁইয়া, নুরুল আলম (নুরু), আহসান হাবীব, জসিম উদ্দীন, সরওয়ার জামান চৌধুরী, একেএম ওয়াহিদী, শাহজাহান মাহমুদ, আল জোবায়ের মানিক, আফসার উদ্দিন, আলহাজ্ব এম এ জাফর, হাজী মোহাম্মদ শফিউল আলম, মুজিবুল হক, নুরুল আজিম, মীর কাদের রাসেল, মফজল আহমদ, আমজাদ হোসেন ভূইয়া, আব্দুল কাসেম, আব্দুল হামিদ, ইকবাল হোসেন, সরওয়ার আলম, নবী হোসেন, একেএম মেজবাহ উদ্দিন, মনজুরুল আলম, মোহাম্মদ জাফর চৌধুরী, মুহাম্মদ দিদার, মহিউদ্দীন চৌধুরী খোকন, সাধন কর, জয়নাল আবেদীন জাহাঙ্গীর, বাবু মনোরঞ্জন, খোরশেদ আলম, আবদুল মান্নান, জয়নাল আবেদীন, মো: হারুনুর রশিদ, আবুল হালীম, মো: সেলিম, মোহাম্মদ আলী নুর, মোহাম্মদ ইয়াসিন, মোহাম্মদ আকতার হোসেন, মোহাম্মদ আলী, এরশাদ চৌধুরী, মুরাদ চৌধুরী, মোহাম্মদ হোসেন, মোহাম্মদ ইকবাল, রিদুয়ানুল হক, হাফিজ উদ্দিন, গোলাম মওলা, সমিরুল হক বাবুল, মোহাম্মদ শফি, খায়রুল বাসার, নওশের চৌধুরী, হাবিবুর রহমান (হ্যামডেন, কানেকটিকাট), অমল বিকাশ বড়ুয়া, শিশির বড়ুয়া, প্রণামেশ বড়ুয়া, বাবু মং, সবুজ বড়ুয়া, সুমিত বড়ুয়া, সঙ্গীন বড়ুয়া, সুজয় বড়ুয়া, প্রসেনজিৎ বড়ুয়া, অভিজিৎ বড়ুয়া, খোকন বড়ুয়া, উজ্জ্বল বড়ুয়অ, লুলু বড়ুয়া।

নিউ জার্সী আবদুর রফিক, দিদার চৌধুরী, মোহাম্মদ সরওয়ার, মো: এনাম, কাউসার চৌধুরী, মুজিবুল হক, আনিস মাহমুদ, মোহাম্মদ সেলিম, হাফেজ মোহাম্মদ ইদ্রীস, বুলবুল চৌধুরী, মুনতাসির বিল্লাহ, কাজী জোনায়েদ, ফয়েজ আলম।

ষ্টামফোর্ড কানেকটিকাট মোহাম্মদ জামান, মোহাম্মদ ছালাম নুর, নুরুল হক, জামাল উদ্দিন, জাফর সালেহ, সেলিম জামান, মোস্তাক জামান, মোহাম্মদ জসিম, ইমরান রহিম।

ব্রীজফোর্ড কানেকটিকাট এম শওকত হোসেন চৌধুরী, এম জাসেদুল আলম জাস, আরিফ এম জোবায়ের, ইহসান হুবুর, মোক্তার আহমেদ।

ফিলাডেলফিয়া মেয়র মোহাম্মদ আবু তৈয়ুব, এনাম চৌধুরী, মঈনউদ্দীন, গিয়াস উদ্দিন, জাহেদ চৌধুরী, ফেরদাউস হাসান (সাবেক কাউন্সিলার)

মাকসুদুল হক চৌধুরী
সভাপতি
(৯১৭) ৮৫৮-৪১৪৪

মো: মাসুদ হোসেন সিরাজী
সাধারণ সম্পাদক
(৬৪৬) ৩৬৩-০৩৩১

Train Direction: Via 7 Train to Mets-Willets Point, Then Walk from Mets-Willets Point to destination location (Meadow Lake)
Car Direction: Exit 11 from Venwyk Expwy South - Flushing Meadow Park (Lake) Exit 12A from Vanwyk Expwy North - Stay Left (Meadow Lake)

সৈয়দ ইশতিয়াক রেজা-এর কলাম পাকিস্তানের জন্য 'ফাঁদ', ভারতের চ্যালেঞ্জ ১২ পৃষ্ঠায়

মহিউদ্দিন আহমদ-এর কলাম অলিরও কথা শুনে... ০৬ পৃষ্ঠায়

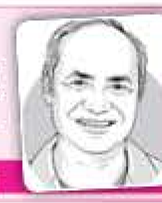

কামরান রেজা চৌধুরী-এর কলাম যে কারণে ফখরুল ইউনূসের চেয়ে ভালো প্রার্থী ০৫ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাষ্ট্রে ১ লাখ ৭৫ হাজার ভিসা বাতিল

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের অভিবাসনবিরোধী কঠোর অভিযানের অংশ

আজকাল রিপোর্ট

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অভিবাসনবিরোধী কঠোর অভিযানের অংশ হিসেবে দেশটির পররাষ্ট্র দপ্তর এ পর্যন্ত ১ লাখ ৭৫ হাজারের বেশি বিদেশি নাগরিকের ভিসা বাতিল করেছে। একই সঙ্গে আরও হাজার হাজার মানুষের ভ্রমণ ও অভিবাসনের সুযোগ কেড়ে নেওয়া হয়েছে। সোমবার (১০ আগস্ট) মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের প্রকাশিত এক তথ্যবিবরণীতে এসব তথ্য জানানো হয়। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত হওয়া, ভিসার শর্ত লঙ্ঘন, জালিয়াতি, সহিংসতায় উসকানি এবং জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি এসব কারণে বেশিরভাগ ভিসা বাতিল করা হয়েছে।

গত বছর ট্রাম্প দ্বিতীয় মেয়াদে হোয়াইট হাউসে ফেরার পর যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসনবিরোধী ব্যাপক অভিযান শুরু হয়। এর অংশ হিসেবে বৈধ ভিসাধারীসহ নজিরবিহীন সংখ্যক অভিবাসীকে নিজ দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে। ধারাবাহিক যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে এখন ভিসা বাতিলের পরিমাণও ব্যাপকভাবে বাড়ানো হয়েছে। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর জানিয়েছে, নিয়মিত যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে নিশ্চিত করা হচ্ছে যে ভিসাধারীরা তাঁদের ভিসার শর্ত মেনে চলছেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের জন্য কোনো হুমকি তৈরি করছেন না। হামলা, মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানো, চুরি ও মাদকসংক্রান্ত অপরাধ ভিসা বাতিলের অন্যতম প্রধান কারণ। দপ্তরের উল্লেখ করা কয়েকটি ঘটনায় ধর্ষণ ও যৌন নিপীড়ন, অপহরণ ও মানব পাচার এবং শিশুদের যৌন নিপীড়নের উপকরণ রাখার মতো গুরুতর অভিযোগও রয়েছে।

এরপর ৪৩ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশ ভ্রমণে উচ্চ মাত্রার সতর্কতা কানাডার

আজকাল রিপোর্ট

বাংলাদেশ সফরে নিজেদের নাগরিকদের উচ্চ মাত্রায় সতর্ক করেছে কানাডা। বলা হয়েছে, সম্ভাব্য বিক্ষোভ, সংঘর্ষ ও দেশজুড়ে ধর্মঘটের কারণে এই সতর্কতা দেয়া হয়েছে। সামান্য সতর্কতার মধ্যেও নিরাপত্তা পরিস্থিতির অবনতি ঘটতে পারে। কানাডা সরকারের ওয়েবসাইটে নিয়মিত ভ্রমণ সতর্কতার অংশ হিসেবে এমনটা বলা হয়েছে। সর্বশেষ আপডেট করা সতর্কতায় রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সহিংসতা, অপহরণ এবং ব্যাপক জাতিগত সংঘাতের প্রেক্ষিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে সব রকম ভ্রমণ এড়িয়ে চলতে বলা হয়েছে। ওই সতর্কতায় আরও বলা হয়েছে, ২০২৪ সালের জুলাই থেকে বাংলাদেশের নিরাপত্তা পরিস্থিতি অস্থির। রাজনৈতিক উত্তেজনা এখনও তীব্র। বিচারিক

এরপর ২৭ পৃষ্ঠায়

কুনু-ফিরোজ পরিষদের প্রচারনার সূচনা ব্রঙ্কসে

আজকাল রিপোর্ট

ব্রঙ্কসের বাংলাবাজারের গোল্ডেন প্যালেস মিলনায়তনে মতবিনিময় সভা করেছে আসন্ন বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচনে কুনু-ফিরোজ পরিষদ ব্রঙ্কস ব্যুরো কমিটি। গত ১১ই আগস্ট মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বীরমুক্তিযোদ্ধা তোফায়েল আহমেদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে ও জামিল আনসারী সঞ্চালনা করেন। সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন সাবেক সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন সিদ্দিকী, বাবুল চৌধুরী, ফারুক চৌধুরী, আনোয়ার হোসাইন, রফিকুল ইসলাম ডালিম, জালালাবাদ

এরপর ১৫ পৃষ্ঠায়

ভার্জিনিয়ার স্প্রিংফিল্ডে মুগ্ধতা ছড়ালেন টুটুল ও মেহা

আজকাল রিপোর্ট

ভার্জিনিয়ার স্প্রিংফিল্ডে অত্যন্ত আনন্দঘন ও উৎসবমুখর পরিবেশে জমকালো আয়োজনে গানে গানে মুগ্ধ করেছেন জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী এস আই টুটুল এবং উদীয়মান গায়িকা মেহজাবিন মেহা। গত ৭ আগস্ট শুক্রবার, স্প্রিংফিল্ডের ঐতিহ্যবাহী 'ওয়াটারফোর্ড

এরপর ১৫ পৃষ্ঠায়

ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের জন্মবার্ষিকীতে দোয়া

আজকাল রিপোর্ট

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্ত্রী বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগের উদ্যোগে এক দোয়া মাহফিল গত ৮ আগস্ট শনিবার সন্ধ্যায় নিউইয়র্কের ওজোনপার্কের লাবণ্য রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি রফিকুর রহমান। সাধারণ সম্পাদক ইমদাদ চৌধুরীর সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নারায়নগঞ্জের সাবেক এমপি শামীম ওসমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন

এরপর ১৪ পৃষ্ঠায়

শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই'র বনভোজন

আজকাল রিপোর্ট

শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন অব আমেরিকার বার্ষিক বনভোজন গত ৮ আগস্ট লং আইল্যান্ডের বেলমন্ট লেক স্টেটপার্কে এ বনভোজন অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক সভাপতি মীর ফরিদ উদ্দীন আহমেদ আনুষ্ঠানিকভাবে বনভোজনের উদ্বোধন করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র কৃষিবিদ ড. গোলাম সামদানি তরফদার, জিয়াউল

এরপর ৩৫ পৃষ্ঠায়

ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রাইমারিতে জিতলেন ইলহান ওমর

আজকাল রিপোর্ট

যুক্তরাষ্ট্রের মিনেসোটা অঙ্গরাজ্যে ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রাইমারিতে জয় পেয়েছেন কংগ্রেস সদস্য ইলহান ওমর। মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত এ প্রাথমিক নির্বাচনে বড় ব্যবধানে জয়ী হয়ে প্রতিনিধি পরিষদের মিনেসোটা-৫ আসনে ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী হিসেবে

এরপর ২৮ পৃষ্ঠায়

LIBERTY BROKERAGE
GET YOUR INSURANCE
FROM US WITH THE BEST RATE
Our Services
TLC Insurance
Private Auto Ins.
Commercial Auto Ins.
Home & Business Ins.
DMV Express Service
TLC Plate Rent
TLC Base (Black & Green Cab)
Defensive Driving Course Certificate
Business Insurance
NYC Office:
41-05 69th Street,Woodside, NY-11377
Phone: 718-567-5600
www.libertybkg.com

DMV EXPRESS SERVICE
NEW REGISTRATION & PLATE
REGISTRATION RENEWAL
DUPLICATE TITLE
CUSTOM PLATES
VEHICLE TRANSFER
SURRENDER PLATES
TLC NEW APPLICATION
TLC PLATE RENEWAL
NEW YORK
ABC-1234
NEW YORK
T000000C
T&LC
CONTACT US
+1 718-504-7300
extchallenger@gmail.com
Our Location :
41-05 69th Street
Woodside, NY 11377

সাপ্তাহিক আজকাল
The Weekly Ajkal | Vol.18, Issue 935 | 14 August 2026

সাহিত্য পাতায় লুৎফর রহমান রিটন-এর ছড়া ফেসিস্ট অর্থ

>> ১৭ পাতায়

বাংলাদেশিদের নেতৃত্বে সাউথ এশিয়ান ইউনিটি প্যারেড অনুষ্ঠিত

আজকাল রিপোর্ট

ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যদিয়ে নিউইয়র্কে বাংলাদেশিদের নেতৃত্বে প্রথমবারের মতো রোববার ৮ আগষ্ট অনুষ্ঠিত হলো সাউথ এশিয়ান ইউনিটি প্যারেড। এতে বাংলাদেশি বিপুল সংখ্যক প্রবাসীসহ ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, ভূটান, শ্রীলংকা, মালদ্বীপ ও আফগানিস্থানের ইমিগ্রান্টরা অংশ নেন। ঘোড়ার পিঠে পুলিশ ও নিউইয়র্ক পুলিশ ডিপার্টমেন্টের চৌকষ ব্যান্ডের তালে এগিয়ে যায় বিভিন্ন দেশের পতাকায় মোড়ানো গাড়ির বহর। এতে বিভিন্ন দেশের পতাকা ও কালারফুল ফেস্টুন শোভা পায়। নিউইয়র্কের কুইন্সের জাকসন হাইটস এলাকার ৬৯ স্ট্রিট থেকে শুরু হয়ে ৮৭ স্ট্রিটে গিয়ে প্যারেড শেষ হয়। এ সময় রাস্তার দুইধারে দাঁড়িয়ে সাউথ এশিয়ান কমিউনিটির সাধারন মানুষ সহ হাজার হাজার আমেরিকান করতালি দিয়ে প্যারেডকে স্বাগত জানায়। প্যারেডের গ্রান্ড মার্শাল ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান ও স্থানীয় বাংলা পত্রিকা সাপ্তাহিক আজকালের সম্পাদক শাহ নেওয়াজ। আর এই প্যারেডের আয়োজক ছিল বাংলাদেশ সোসাইটি। বাংলাদেশি বিভিন্ন সংগঠন ব্যানারসহ এতে অংশ নেয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গ্রান্ড মার্শাল শাহ নেওয়াজ বলেন, বাংলাদেশ সোসাইটির নেতৃত্বে সাউথ এশিয়ান ইউনিটি প্যারেড কমিউনিটির জন্য এক ঐতিহাসিক গর্বের মুহূর্ত। দলমত ও ভেদাভেদ ভুলে সবাই একসাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এই উৎসবে শামিল হয়েছি। আমাদের

এরপর ৫১ পৃষ্ঠায়

বাড়ির মালিকদের ওপর কর বাড়াতে আদালতের না

আজকাল রিপোর্ট

নিউইয়র্ক সিটির ধনী বাড়ির মালিকদের ওপর আরোপ করতে যাওয়া বহুল আলোচিত 'পিয়েদ-আ-তের' কর বাস্তবায়নে সাময়িক স্থগিতাদেশ দিয়েছেন স্ট্যাটেন আইল্যান্ডের এক বিচারক। জনকল্যানে ধনীদের ওপর কর বাড়ানোর নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ছিল জোহরান মামদানির। তবে আদালতের এই সিদ্ধান্তের পরপরই আপিল করেছে মেয়র মামদানির প্রশাসন। সোমবার এ মামলায় বিচারক করটি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া সাময়িকভাবে বন্ধ রাখার নির্দেশ দেন। সোমবার রাতেই সিটির ল' ডিপার্টমেন্ট রায়টির বিরুদ্ধে 'অবিলম্বে' আপিলের

এরপর ৫৩ পৃষ্ঠায়

সাইবার লায়ন্স ক্লাবের রক্তদান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত

আজকাল রিপোর্ট

গোল্ডেন এজ হোম কেয়ার এর সার্বিক সহযোগিতায় নিউইয়র্ক সাইবার বিজনেস এন্ড ইন্ডাস্ট্রি লায়ন্স ক্লাবের রক্তদান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। যৌথ এই রক্তদান কর্মসূচি নিউইয়র্ক বাংলাদেশী আমেরিকান লায়ন্স ক্লাব এবং আলবেনী ক্যাপিটাল রিজিওন লায়ন্স ক্লাবের যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়। এই কর্মসূচিটির অন্যতম উদ্যোক্তা ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন নিউইয়র্ক সাইবার বিজনেস এন্ড ইন্ডাস্ট্রি লায়ন্স ক্লাবের

এরপর ৩৫ পৃষ্ঠায়

সোসাইটির নির্বাচন

বিয়ানীবাজারের ভোটারদের সঙ্গে চার প্রার্থীর মতবিনিময়

আজকাল রিপোর্ট

আগামী অক্টোবরে অনুষ্ঠেয় প্রবাসের মাদার সংগঠন বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচন সামনে রেখে প্রবাসী বিয়ানীবাজারবাসীর সঙ্গে মতবিনিময় করেছে বিয়ানীবাজারের বাসিন্দা ৪ প্রার্থী। তারা হলেন প্রচার সম্পাদক পদ প্রার্থী রিজু

এরপর ৩৬ পৃষ্ঠায়

ওজন পার্ক পথমেলায় উপচে পড়া উন্মাদনা

আজকাল রিপোর্ট

নিউ ইয়র্কের ব্রুকলিনের ওজন পার্কে বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশিদের উপস্থিতিতে গত ৯ আগস্টঅনুষ্ঠিত হয়েছে দিনব্যাপী বর্ণাঢ্য পথমেলা। দুপুর থেকে রাত অবধি মেলায় মূলধারার জনপ্রতিনিধি, কমিউনিটির গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ও সবার

এরপর ৫২ পৃষ্ঠায়

চলে গেলেন মির্জা আজম

আজকাল রিপোর্ট

মির্জা আলী আজম কম্যুনিটির অত্যন্ত পরিচিত মুখ। দিনের বেলায় তাকে দেখা যেত এস্টোরিয়ায়। আর সন্ধ্যায় তাকে দেখা যেতো জ্যাকসন হাইটসে।

এরপর ২৪ পৃষ্ঠায়

জুলাই গণঅভ্যুত্থান স্মরণে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি

আজকাল রিপোর্ট

জুলাই গণঅভ্যুত্থান স্মরণে গত ৯ আগস্ট সন্ধ্যায় যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের

এরপর ৩৫ পৃষ্ঠায়

কবিরহাট উপজেলার বার্ষিক বনভোজন

আজকাল রিপোর্ট

কবিরহাট উপজেলা এসোসিয়েশন অব ইউএস'র গত ২ আগস্ট রোববার বার্ষিক বনভোজন ও পারিবারিক মিলনমেলা হেম্পস্টেট লেক স্টেট পার্ক-এ

এরপর ৫২ পৃষ্ঠায়

HEALTH INSURANCE
> Healthfirst
> Wellcare
> Metroplus
> Emblem Health
> Blue Cross
> Fidelis Care
> Humana
> United Healthcare
আপনার বয়স কি ৬৫ বছর হয়েছে?
যদি ৬৫ বছর হয়ে থাকে তাহলে মেডিকেয়ার/মেডিকেইড সহ অন্যান্য বেনিফিট এর জন্য যোগাযোগ করুন।
Mohammed Rahman
Medicare Consultant
347-942-3970, 212-518-6226
ইমেইল: mohammed.healthcare22@gmail.com
37-14 73RD Street, Suite 205, Jackson Heights, NY 11372
169-12 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11432

CHISHTI CPA PC
Mohammed Chishti
CPA, MBA
চিশতী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস
Income Tax · Sales Tax · Payroll · Notary Public · Bookkeeping · Business Formation · Financial Statement · Immigration Forms
73-19 BROADWAY, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
917-832-7785, 347-515-3858
chishti@chishtiaccounting.com
www.chishtiaccounting.com

Md. Kamroul Hasan
President & CEO
TLC সহ সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স দক্ষতার সাথে করে থাকি
HASAN BROKERAGE INC.
AUTO - HOME-PERSONAL-BUSINESS & COMMERCIAL
2115 Starling Ave
2nd Fl, Bronx, NY 10462
Tel: 718-612-8825, 914-294-1845
Email: hasanbrokerage@gmail.com

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
ক্রেডিট লাইনের কারনে বাড়ী-গাড়ী কিনতে পারছেন না? তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন
TAX Liens Charge-Offs · Inquiries · Collections · Garnishment · Bankruptcy · Late Payments
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Consultant
37-42, 72nd St, Suite#1D, Jackson Heights NY 11372
Email: kashem2003@gmail.com

ট্রপিক্যাল হালাল লাইভ পোল্ট্রি
TROPICAL HALAL LIVE POULTRY
IN FRONT OF TLC INSPECTION OFFICE
ASTORIA BLVD. STEINWAY ST. 25 AVE 49ST 50ST BROOKLYN QUEENS EXPY. W
১০টি চিকেন কিনলে ২টি ফ্রি অথবা ৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি
পার্শ্ববর্তী ষ্টেটের ক্রেতাদের জন্য ফ্রোজেন করে সরবরাহের ব্যবস্থা
WE ARE OPEN 7 DAYS A WEEK 8:00 AM TO 8:00 PM
BETWEEN 49 & 50 ST. ON 25TH AVENUE (এষ্টোরিয়ার শেষ প্রান্তে এবং উডসাইডের শুরুতে)
গাড়িতে জ্যাকসন হাইটস থেকে মাত্র ৫ মিনিটের দূরত্ব
FREE DELIVERY
WE ACCEPT
ফোনে অর্ডার নেয়া হয়।
49-10 25 Ave. Woodside, NY 11377 Tel: (718) 626-6196, (347) 683-6382

FAUMA INNOVATIVE CONSULTANCY GROUP
ALL CHOICE ENERGY
WOODSIDE ADULT DAYCARE CENTER
BALAKA 3STAR STAFFING
MERCHANT SERVICES
NEW YORK STATE ENERGY BROKER
Fahad R Solaiman
President / CEO
Office : 718 205 5195 Cell: 347 393 8504
Email: fahad@faumainc.com, fauma@faumainc.com
37-18 73RD ST. Suite 502, Jackson Heights, NY 11372

KARNAFULLY TAX SERVICES INC.
কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসেস
www.karnafullytax.com
ইনকাম ট্যাক্স | কর্পোরেট ট্যাক্স | সেলস ট্যাক্স | পেরোল | বিজনেস সেটআপ | ইমিগ্রেশন | নোটারী পাবলিক
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
ENROLLED AGENT
Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
IRS Certifying Acceptance Agent
PH: 718-205-6040, 718-205-6010
37-20 74th Street, 2nd Floor, Jackson Heights

GOLDEN AGE HOME CARE
PCA SERVICE
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্‌থ কেয়ার এজেন্সী
হোম কেয়ার
সর্বোচ্চ পেমেন্টের নিশ্চয়তা
Please Contact
Shah Nawaz MBA
President & CEO
646-591-8396
Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

Published by SHAH NAWAZ PUBLICATION INC. 71-16 35th Ave, Jackson Heights, NY 11372. Tel: 646-267-7751, 917-519-1151 Email: ajkalnews@gmail.com